CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-210 ■ 1 May, 2026 ■ আগরতলা ১ মে, ২০২৬ ইং ■ ১৭ বৈশাখ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বিধানসভায় নারী সংরক্ষণ বিল

বিরোধীরা সরকারের জনকল্যাণ মূলক সিদ্ধান্তের বিরোধীতা করছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ এপ্রিল ।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মহিলাদের কল্যাণে এবং তাদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণ করছেন। সংসদে ''নারী শক্তি বন্ধন অধিনিয়ম'' পাশ হলে প্রধানমন্ত্রীর জনপ্রিয়তা আরও বৃদ্ধি পাবে। তাই বিরোধী দলগুলি এই বিল পাশ করার ক্ষেত্রে বিরোধিতা করেছে। কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের মা-বোন ও কন্যাদের কল্যাণ, উন্নয়ন এবং তাদের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আজ বিধানসভায় ১৩১তম সংবিধান সংশোধনী বিল (নারী শক্তি বন্ধন অধিনিয়ম) সংশোধন বিষয়ে উত্থাপিত প্রস্তাবের উপর আলোচনায় অংশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। বিধানসভায় আলোচনার পর প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

আজ বিধানসভার একদিনের অধিবেশনে সরকার পক্ষের মুখ্যসচেতক বিধায়ক কল্যাণী সাহা রায় প্রস্তাবটি বিধানসভায় উত্থাপন করেন। প্রস্তাবের পক্ষে সমর্থন করেন সরকার পক্ষের আরও ১৬ জন বিধায়ক। মুখ্যসচেতক কল্যাণী সাহা রায়ের আনা মোশনটি ছিল 'ভারতীয় নারীদের সাংবিধানিক অধিকারসমূহকে আরও সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত করার লক্ষ্যে, এই সভা দেশের সকল সংসদীয় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে একটি ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানাচ্ছে; এবং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি আন্তরিকভাবে অনুরোধ জানাচ্ছে যেন তারা ২০১১ সালের আদমশুমারির ভিত্তিতে নির্বাচনী এলাকা পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করেএবং একইসাথে, লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভাগুলোতে নারীদের জন্য মোট আসনের এক-তৃতীয়াংশ সংরক্ষণের বিষয়টি নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে, সংবিধান (১৩১তম সংশোধন) বিল (''নারী শক্তি বন্ধন অধিনিয়ম'') সংশোধনের লক্ষ্যে নতুন করে প্রচেষ্টা গ্রহণ করে।.' আজ বিধানসভা অধিবেশনে প্রস্তাবটির উপর মুখ্যমন্ত্রী সহ ২৫ জন বিধানসভার সদস্য আলোচনায় অংশ নেন। প্রস্তাবটি সমর্থন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা আলোচনায় অংশ নেওয়ার জন্য সবাইকে অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, নারী শক্তি বন্ধন অধিনিয়ম ভারতের মহিলাদের স্বশক্তিকরণের পথে এক বড় পদক্ষেপ।

ভারতের মানুষ ইতিমধ্যেই তা বুঝতে পেরেছেন। দেখাগেছে জনকল্যাণে আনা কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন বিলের সবসময়ই বিরোধিতা করেছে বিরোধী দলগুলি। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তারা দেশের ঐক্যবদ্ধ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছুটি

আজ ১লা মে (শুক্রবার) আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস। এই উপলক্ষ্যে জাগরণ ও রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস-র সমস্ত বিভাগে ছুটি। তাই শনিবার পত্রিকা প্রকাশিত হবে না।

অঙ্গনওয়াড়িকর্মী ও সহায়িকা ছাঁটাই ইস্যুতে উচ্চ আদালতে ধাক্কা সরকারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ এপ্রিল ।। রাজ্যের অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের ছাঁটাই সংক্রান্ত মামলায় উচ্চ আদালতে বড় ধাক্কা খেল রাজ্য সরকার। আদালত স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে, আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে বঞ্চিত কর্মী ও সহায়িকাদের পুনঃ নিয়োগ করতে হবে।

বরিষ্ঠ আইনজীবী পুরুষোত্তম রায় বর্মণ বলেন, ২০২২ সালের নভেম্বর মাস থেকে সমাজ কল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের অধীনে কর্মরত ১০ জন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকার সাম্মানিক ভাতা বন্ধ করে দেওয়া হয়। একই সঙ্গে তাদের জানিয়ে দেওয়া হয় যে, তাদের আর কাজ নেই। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ কর্মীরা উচ্চ আদালতের সিঙ্গেল বেঞ্চে মামলা দায়ের করেন।

মামলার শুনানি শেষে ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সিঙ্গেল বেঞ্চ রায় দেয়, সংশ্লিষ্ট কর্মীদের ৫০ শতাংশ বকেয়া ভাতা পরিশোধ করতে হবে এবং পুনঃনিয়োগের বিষয়টি দপ্তরকে বিবেচনা করতে হবে। এই রায়ের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার ডিভিশন বেঞ্চে আপিল করে। অন্যদিকে, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরাও পূর্ণ ১০০ শতাংশ বকেয়া ভাতা ও পুনঃনিয়োগের দাবিতে পৃথক আপিল দায়ের করেন।

উচ্চ আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্য সরকারের আপিল খারিজ করে দেয়। একই সঙ্গে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের পক্ষে রায় দিয়ে আদালত জানায়, আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে তাদের পুনঃ নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। এই রায়কে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের জন্য বড় জয় হিসেবে দেখা হচ্ছে।

পানীয় জল ও বিদ্যুতের দাবিতে আগরতলা-কৈলাসহর সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাহর, ৩০ এপ্রিল ।। পানীয় জল ও বিদ্যুৎ পরিষেবার দাবিতে কৈলাসহরের সোনামাড়া এলাকায় আগরতলা-কৈলাসহর সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয় বাসিন্দারা। বৃহস্পতিবার বিকেল প্রায় চারটা থেকে শুরু হওয়া এই অবরোধের জেরে রাস্তার দু'পাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। নিত্যযাত্রী ও পথচারীদের চরম দুর্ভোগে পড়তে হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কৈলাসহর পুর পরিষদের ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের সোনামাড়া এলাকায় গত সাতদিন ধরে পানীয় জলের তীব্র সংকট চলছে। পাশাপাশি, ঝড়-বৃষ্টির কারণে একটি বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙে পড়ায় টানা সাতদিন ধরে বিদ্যুৎ পরিষেবাও বন্ধ রয়েছে। বিদ্যুৎ না থাকায় পাম্প চালানো সম্ভব হচ্ছে না, ফলে জলসংকট আরও প্রকট আকার নিয়েছে।

অভিযোগ, একাধিকবার বিদ্যুৎ দপ্তরে ফোন করা হলেও কোনও সাড়া মেলেনি। এমনকি স্থানীয় কাউন্সিলর সোমা ঘোষ সূত্রধর সরাসরি দপ্তরে গিয়েও সমস্যার সমাধান করতে পারেননি বলে দাবি এলাকাবাসীর। পরিস্থিতি চরমে পৌঁছালে ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা বাধ্য হয়ে রাস্তা অবরোধে সামিল হন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কৈলাসহর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ও টিএসআর জওয়ানরা। এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

এদিকে, অবরোধের খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা রানী দেবরায়। তিনি বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি বোঝেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তার নির্দেশে বিদ্যুৎ কর্মীরা দ্রুত এলাকায় পৌঁছে মেরামতির কাজ শুরু করেন। চেয়ারপার্সন জানান, সন্ধ্যা সাতটার মধ্যে বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মধুবনে ভ্রুমরের গুনগুন...

রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ঃ জিতেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ এপ্রিল ।। সরকার তাড়াহুড়ো করে নারী শক্তি বন্দন বিল পাশ করাতে চাইছে। পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের মধ্যেই বিলটি পাশ করার জন্য সরকারের এই তৎপরতা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। আজ বিধানসভায় একদিনের বিশেষ অধিবেশনে এই বিল নিয়ে সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী।

এদিন তিনি বলেন, ১৭তম লোকসভায় নারী সদস্যের সংখ্যা ছিল ৭৮ জন। নারী শক্তি ও নারী বন্দনা নিয়ে এত আলোচনা হলেও ১৮তম লোকসভায় সেই সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ৭৪-এ। বর্তমানে শতাংশের হিসেবে নারীদের প্রতিনিধিত্ব মাত্র ১৩.৬০ শতাংশ বলে উল্লেখ করেন তিনি।

জিতেন্দ্র চৌধুরীর অভিযোগ, সরকার তাড়াহুড়ো করে এই বিল পাশ করাতে চাইছে। তাঁর দাবি, পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের মধ্যেই বিলটি পাশ করার জন্য সরকারের এই তৎপরতা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এতে স্পষ্ট যে সরকার নির্বাচনী আচরণবিধি মানছে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

শাসকদল ইচ্ছাকৃত ভাবে মিথ্যা প্রচার চালাচ্ছে ঃ সুদীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ এপ্রিল ।। নারী শক্তি বন্দনা বিল নিয়ে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে শাসক দল ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা প্রচার চালাচ্ছে। আজ বিধানসভায় একদিনের বিশেষ অধিবেশনে এমনটাই অভিযোগ তুলেন কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ। তিনি বিলটিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে দাবি করেন।

তিনি স্পষ্ট করে বলেন, নারীদের সংরক্ষণ নিয়ে কোনও বিরোধিতা নেই। বরং প্রয়োজনে ৩৩ শতাংশের বেশি সংরক্ষণ দেওয়ার পক্ষেও কংগ্রেস সমর্থন জানায়।

সুদীপ রায় বর্মণ আরও বলেন, মহিলা বিল নিয়ে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে শাসক দল ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা প্রচার চালাচ্ছে। তাঁর দাবি, সত্যকে আড়াল করে রাজনৈতিক সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। বিজেপি মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সুর চড়াচ্ছে বলেও কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন তিনি। এই ইস্যুকে কেন্দ্র করে শাসক ও বিরোধী শিবিরের মধ্যে রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমশ বাড়ছে।

কংগ্রেস বিধায়ক গোপাল ও বীরজিৎ শীঘ্রই বিজেপিতে যোগ দিচ্ছে ঃ মন্ত্রী রতন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ এপ্রিল ।। রাজ্য রাজনীতিতে নতুন জল্পনার সৃষ্টি হয়েছে কংগ্রেস বিধায়ক গোপাল রায় এবং বিধায়ক বীরজিত সিনহার সম্ভাব্য দলবদলকে কেন্দ্র করে। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় একদিনের বিশেষ অধিবেশনে মন্ত্রী রতন লাল নাথ জানান, খুব শীঘ্রই এই দুই নেতা বিজেপিতে যোগ দেবেন।

তিনি বলেন, বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা চলছে। তবে কবে নাগাদ আনুষ্ঠানিকভাবে তারা দলে যোগ দেবেন, সে বিষয়ে নির্দিষ্ট কোনো দিনক্ষণ জানাননি তিনি।

রতন লাল নাথের এই মন্তব্যের পর রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। গোপাল রায় ও বীরজিত সিনহার বিজেপিতে যোগদান রাজ্যের রাজনৈতিক সমীকরণে নতুন প্রভাব ফেলতে পারে বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

যদিও এ বিষয়ে এখনও পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট দুই নেতার পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

এদিকে, বিরোধীরা মহিলাদের বিরুদ্ধে কথা বলে বলেই তারা অধিকাংশ রাজ্যে আসন হারাচ্ছে এবং আগামী দিনে তারা শূন্যে পরিণত হবে, সিপিআইএম হবে ডাবল জিরো।

মঙ্গলবার ত্রিপুরা বিধানসভার এক দিনের বিশেষ অধিবেশনে নারীদের সাংবিধানিক অধিকার, অগ্রগতি, উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নকে সুদৃঢ় করতে প্রস্তাবিত ১৩১তম সংশোধনী বিল 'নারী শক্তি বন্ধন অধিনিয়ম'এর সমর্থনে ভাষণ দিতে গিয়ে এ কথা বলেন সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

তিনি বলেন, আজকের অধিবেশন যে বিষয়টি নিয়ে শুরু হয়েছে, তা কেবল একটি প্রস্তাবনা নয়, বরং একটি ঐতিহাসিক দায়িত্ব এবং এর নৈতিকতা আমাদের গণতন্ত্রের ভবিষ্যতের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

মন্ত্রী বলেন আমরা বিলটি পুনর্বিবেচনার কথা বলছি। এই বিষয়ে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছে, যাতে সমস্ত রাজনৈতিক দলকে বার্তা দেওয়া যায় যে ত্রিপুরা বিধানসভায় এই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। মহিলাদের সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক অধিকার সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত করতেই এই আলোচনা। যে গণতন্ত্র কখনও মহিলাদেরকে সম্মান দেয় না, সে গণতন্ত্র কখনও সম্পূর্ণ হতে পারে না। সংবিধানে সমান অধিকারের উল্লেখ আছে, কিন্তু আমরা যারা রাজনীতি করছি, তারা কি মহিলাদের তা দিচ্ছি? সেজন্যই আমি বিরোধীদের বলছি, বিলটি গ্রহণ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সর্বদলীয় ঐক্যমত্যের আহ্বান বিধানসভায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ এপ্রিল ।। ত্রিপুরা বিধানসভার একদিনের বিশেষ অধিবেশন বৃহস্পতিবার নারীদের সংসদীয় প্রতিনিধিত্ব নিয়ে তীব্র কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনার সাক্ষী থাকল। মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায় একটি প্রস্তাব উত্থাপন করে দেশজুড়ে সীমা নির্ধারণ (ডিলিমিটেশন) এবং সংবিধানের ১৩১তম সংশোধনী বিল, যা 'নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম' নামে পরিচিত, কার্যকর করতে সর্বদলীয় ঐকমত্য গড়ে তোলার আহ্বান জানান। প্রস্তাবে সমস্ত সংসদীয় রাজনৈতিক দলকে নারীদের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ এপ্রিল ।। বৈশাখী বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী জনগণ সহ সমগ্র রাজ্যবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। শুভেচ্ছা বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''ভগবান গৌতম বুদ্ধের প্রদর্শিত অহিংসা, প্রেম, করুণা এবং শান্তির বার্তা আজও আমাদের কাছে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা তিথির এই পবিত্র দিনটি বিশ্বজুড়ে শান্তি ও সহমর্মিতার অনন্য বার্তা বহন করে এবং সকল শান্তিপ্রিয় মানুষের কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ভগবান বুদ্ধের শাশ্বত বাণী আমাদের সকলকে আলোকিত ও সমৃদ্ধ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুই মাসের বেতন বন্ধ, রাস্তায় নামলেন শিক্ষকরা, বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ এপ্রিল ।। টানা দুই মাস বেতন না পেয়ে চরম আর্থিক সংকটে পড়ে রাস্তায় নামতে বাধ্য হলেন এসপিকিউইএম প্রকল্পের অধীন মাদ্রাসা শিক্ষকরা। বৃহস্পতিবার সোনামুড়ায় বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছে পাঁচ দফা দাবি নিয়ে ডেপুটেশন প্রদান করেন তাঁরা।

শিক্ষকদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে বেতন বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে আসলেও তার কোনো সুরাহা হয়নি। উল্টে ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে সম্পূর্ণভাবে বেতন বন্ধ হয়ে গেছে। এর ফলে রাজ্যের প্রায় ৩৩৬ জন শিক্ষক ও তাঁদের পরিবার চরম দুরবস্থার মধ্যে পড়েছেন।

জানা গেছে, ১৯৯৬-৯৭ সাল থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে নাম পরিবর্তনের মাধ্যমে বর্তমানে এসপিকিউইএম প্রকল্পের অধীনে রাজ্যের বিভিন্ন মাদ্রাসায় এই শিক্ষকরা কর্মরত। কিন্তু গত দুই মাস ধরে বেতন না পাওয়ায় ঘরভাড়া, রেশন, সন্তানের পড়াশোনা থেকে শুরু করে নিত্যপ্রয়োজনীয় খরচ মেটানোই দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বর্ণালঙ্কার চুরির মামলায় গ্রেফতার আরও ২, মোট ধৃত ৫

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ এপ্রিল ।। স্বর্ণালঙ্কার চুরির ঘটনায় জড়িত আরও দুজনকে গ্রেফতার করেছে আগরতলা পশ্চিম থানার পুলিশ। এই নিয়ে ঘটনায় মোট গ্রেফতারের সংখ্যা দাঁড়াল পাঁচে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বুধবার রাতে আগরতলা শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে অভিযানে নেমে দুই অভিযুক্তসোহেল মিয়া ও সাহেল সরকারকে আটক করা হয়। তাদের কাছ থেকে প্রায় দেড় লক্ষ টাকার একটি স্বর্ণের চেইন উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ।

এ বিষয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পশ্চিম থানার ওসি রানা চ্যাটার্জি জানান, গত ২২ এপ্রিল দায়ের হওয়া অভিযোগের ভিত্তিতে প্রথমে তিনজনকে আটক করা হয়েছিল। পরবর্তীতে তাদের জিজ্ঞাসাবাদে আরও দুজনের নাম সামনে আসে। সেই সূত্র ধরেই নতুন করে এই দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে এবং গোটা ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।

বিধানসভা অধিবেশন মুলতবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ এপ্রিল ।। ত্রয়োদশ ত্রিপুরা বিধানসভার নবম অধিবেশন আজ শেষ হয়েছে। বিধানসভার অধ্যক্ষ রামপদ জমাতিয়া বিধানসভা পরিচালনায় সহযোগিতা করার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানান।

তিনি অনির্দিষ্টকালের জন্য বিধানসভা অধিবেশন মুলতবি করেন।

২০২৩ সালে সংসদে পাশ

নারী সংরক্ষণ বিল চালুর দাবিতে কংগ্রেসের বিধানসভা অভিযানে বাধা পুলিশের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ এপ্রিল ।। নারী সংরক্ষণ চালুর দাবিতে ত্রিপুরা প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের ডাকা বিধানসভা অভিযানকে ঘিরে আজ উত্তেজনা ছড়ায় রাজধানীতে। নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী বিধানসভা অভিযানে যাওয়ার আগে কংগ্রেস ভবনের সামনেই আন্দোলনকারীদের পথ আটকে দেয় পুলিশ।

দলীয় সূত্রে জানা যায়, নারী সংরক্ষণ বিল কার্যকর করার দাবিতে এই কর্মসূচির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পুলিশের বাধার মুখে তারা আর এগোতে পারেননি। ফলে কংগ্রেস ভবনের সামনেই অবস্থান-বিক্ষোভে সামিল হন মহিলা কংগ্রেস ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সংশোধনী

৩০ এপ্রিল বৃহস্পতিবার জাগরণ-র প্রথম পাতায় ইংরেজি ও বাংলা তারিখ ভুল প্রকাশিত হয়েছে। ইংরেজি ও বাংলায় ২০ এপ্রিলের বদলে ৩০ এপ্রিল পড়তে হবে। অনিচ্ছাকৃত এই ভুলের জন্য আমরা আন্তরিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থী।

CMYK

জাগরণ আগরতলা, ১ মে, ২০২৬ ইং
১৭ বৈশাখ, শুক্রবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

মে দিবসের ভাবনা

পহেলা মে বা আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস কেবল একটি ছুটির দিন নয়, এটি অধিকার আদায়ের লড়াই, সংহতি এবং ত্যাগের এক চিরন্তন প্রতীক। ১৮৮৬ সালে শিকাগোর হে মার্কেটের শ্রমিকদের সেই রক্তঝরা সংগ্রাম আজও বিশ্বজুড়িয়া মেহনতি মানুষের অনুপ্রেরণা হইয়া আছে।ঊনবিংশ শতাব্দীতে শিল্প বিপ্লবের সময় শ্রমিকদের জীবন ছিল চরম মানবেতর। তখন কাজের কোনো নির্দিষ্ট সময় ছিল না; দিনে ১৪ থেকে ১৬ ঘণ্টা পর্যন্ত হাড়ভাঙা খাটুনি খাটিতে হইতো।শ্রমিকরা 'দৈনিক ৮ ঘণ্টা' কাজের দাবির পক্ষে ঐক্যবদ্ধ হন।১৮৮৬ সালের ১লা মে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের হে মার্কেটে হাজার হাজার শ্রমিক সমবেত হন। ৪ঠা মে সেখানে পুলিশের গুলিতে বেশ কয়েকজন শ্রমিক প্রাণ হারান এবং পরে প্রহসনমূলক বিচারে কয়েকজন শ্রমিক নেতাকে ফাঁসি দেওয়া হয়। ১৮৮৯ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে ১লা মে-কে "আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস" হিসাবে পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।মে দিবসের প্রধান শিক্ষা হইলো শ্রমিকের মর্যাদাকে ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরা। সভ্যতার প্রতিটি ইটে শ্রমিকের ঘাম ও রক্ত মিশিয়া আছে। মে দিবস আমাদের মনে করাইয়া দেয় যে, শ্রমিকরা করুণার পাত্র নন, বরং তারা অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি।'দুনিয়ার মজদুর এক হও'এই স্লোগানটি মে দিবসের প্রাণ। পুঁজিবাদের আগ্রাসন এবং শ্রম শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ শক্তির জানান দেয় এই দিনটি। এটি বৈষম্যহীন সমাজ গড়িবার অঙ্গীকার।মে দিবসের সংগ্রামের ফলেই আজ বিশ্বব্যাপী ৮ ঘণ্টা কর্মদিবস, সাপ্তাহিক ছুটি, বেতন বৃদ্ধি এবং কাজের উন্নত পরিবেশের মতো আইনি অধিকারগুলো প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এটি মূলত মানবাধিকারেরই একটি অংশ।আজকের দিনে মে দিবসের ভাবনা কেবল শিকাগোর সেই ঘটনায় সীমাবদ্ধ নাই। আধুনিক বিশ্বে নতুন কিছু চ্যালেঞ্জ সামনে আসিয়াছে। আজও বিশ্বের বহু দেশে বিশাল এক জনগোষ্ঠী অসংগঠিত খাতে কাজ করে, যেখানে নির্দিষ্ট কর্মঘণ্টা বা ন্যূনতম মজুরির কোনো নিশ্চয়তা নাই। ফ্রিল্যান্সার বা ডেলিভারি রাইডারদের মতো "গিগ" কর্মীদের অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টি এখন নতুন আলোচনার দাবি রাখে। একই কাজে পুরুষ শ্রমিকের তুলনায় নারী শ্রমিকের মজুরি কম হওয়ার মতো বৈষম্য আজও বিদ্যমান।বিশ্বের অনেক জায়গায় এখনো শৈশব চুরি করিয়া কলকারখানায় শিশুদের ব্যবহার করা হইতেছে, যাহা মে দিবসের চেতনার পরিপন্থী।মে দিবস সফল হইবে তখনই, যখন প্রতিটি শ্রমিক তাহার ন্যায্য পাওনা ও সম্মান পাবেন। এর জন্য প্রয়োজন: মূল্যস্ফীতির সাথে সামঞ্জস্য রাখি আ জীবনধারণের উপযোগী মজুরি নিশ্চিত করা।কারখানায় শ্রমিকের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। কাগজে-কলমে থাকা আইনগুলোর যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা। মে দিবস কোনো উৎসবের দিন নয়, এটি সংগ্রামের উত্তরাধিকার। শ্রমিকের হাত ধরিয়াই পৃথিবী আধুনিক হইয়াছে, আর সেই হাতের নাগালে তাহাদের ন্যায্য অধিকার পৌঁছিয়া দেওয়াই হোক আজকের মে দিবসের মূল অঙ্গীকার।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস যাহা সচরাচর মে দিবস নামে অভিহিত। প্রতি বছর পয়লা মে তারিখে বিশ্বব্যাপী উদযাপিত হয়। এটি আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের উদ্‌যাপন দিবস। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শ্রমজীবী মানুষ এবং শ্রমিক সংগঠনসমূহ রাজপথে সংগঠিতভাবে মিছিল ও শোভাযাত্রার মাধ্যমে দিবসটি পালন করিয়া থাকে। ভারত ও বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রায় ৮০টি দেশে পয়লা মে জাতীয় ছুটির দিন। আরো অনেক দেশে এটি বেসরকারিভাবে পালিত হয়। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার শিকাগো শহরের হে মার্কেটের ম্যাসাকার শহিদদের আত্মত্যাগকে স্মরণ করিয়া পালিত হয়। সেদিন দৈনিক আটঘণ্টার কাজের দাবিতে শ্রমিকরা হে মার্কেটে জমায়েত হইয়াছিল। তাহাদেরকে ঘিরিয়া থাকা পুলিশের প্রতি এক অজ্ঞাতনামার বোমা নিক্ষেপের পর পুলিশ শ্রমিকদের ওপর গুলিবর্ষণ শুরু করে। ফলে প্রায় ১০-১২ জন শ্রমিক ও পুলিশ নিহত হয়। ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি বিপ্লবের শতবার্ষিকীতে প্যারিসে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে থেকে শিকাগো প্রতিবাদের বার্ষিকী আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন দেশে পালনের প্রস্তাব করেন রেমন্ড লাভিনে। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে এই প্রস্তাব আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয়। এর পরপরই ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে মে দিবসের দাঙ্গার ঘটনা ঘটে। পরে, ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে আমস্টারডাম শহরে অনুষ্ঠিত সমাজতন্ত্রীদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এই উপলক্ষ্যে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবে দৈনিক আটঘণ্টা কাজের সময় নির্ধারণের দাবি আদায়ের জন্য এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্বজুড়ে পয়লা মে তারিখে মিছিল ও শোভাযাত্রা আয়োজন করিতে সকল সমাজবাদী গণতান্ত্রিক দল এবং শ্রমিক সংঘের (ট্রেড ইউনিয়ন) প্রতি আহ্বান জানানো হয়। সেই সম্মেলনে "শ্রমিকদের হতাহতের সম্ভাবনা না থাকিলে বিশ্বজুড়িয়া সকল শ্রমিক সংগঠন মে মাসের ১ তারিখে "বাধ্যতামূলকভাবে কাজ না-করিবার" সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অনেক দেশে শ্রমজীবী জনতা মে মাসের ১ তারিখকে সরকারি ছুটির দিন হিসেবে পালনের দাবি জানায় এবং অনেক দেশেই এটা কার্যকর হয়। দীর্ঘদিন ধরে সমাজতান্ত্রিক, কমিউনিস্ট এবং কিছু কট্টর সংগঠন তাদের দাবি জানানোর জন্য মে দিবসকে মুখ্য দিন হিসাবে বাছিয়া নেয়। কোনো কোনো স্থানে শিকাগোর হে মার্কেটের আত্মত্যাগী শ্রমিকদের স্মরণে আগুনও জ্বালানো হয়ে থাকে। পূর্বতন সোভিয়েত রাষ্ট্র, চীন, কিউবাসহ বিশ্বের অনেক দেশেই মে দিবস একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিন।

বঙ্গ ভোট: দ্বিতীয় দফায় রাত পর্যন্ত ভোট ৯২.৪৭, দুই দফার গড় ৯২.৮৫ রেকর্ড অংশগ্রহণ

কলকাতা, ৩০ এপ্রিল (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফায় ২৯ এপ্রিল রাত পর্যন্ত মোট ভোটগ্রহণের হার দাঁড়িয়েছে ৯২.৪৭ শতাংশ। এর ফলে দুই দফা মিলিয়ে গড় ভোটদানের হার বেড়ে হয়েছে ৯২.৮৫ শতাংশ, যা রেকর্ড বলে মনে করা হচ্ছে।

তবে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও)-এর দপ্তরের সূত্রে বৃহস্পতিবার সকালে জানানো হয়েছে, এই পরিসংখ্যান এখনও চূড়ান্ত নয়। দিনের মধ্যে চূড়ান্ত হিসাব প্রকাশ করা হবে।

উল্লেখ্য, দ্বিতীয় দফার এই ভোটের হার সামান্য কম ২৩ এপ্রিল অনুষ্ঠিত প্রথম দফার ভোটের তুলনায়, যেখানে রাত পর্যন্ত ভোট পড়েছিল ৯২.৮৮ শতাংশ।

দেশের ক্ষেত্রে এর আগে সর্বোচ্চ ভোটদানের রেকর্ড ছিল ২০১৩ সালে ত্রিপুরায়, যেখানে ভোটের হার ছিল ৯১.৮২ শতাংশ। সেই নিরিখে পশ্চিমবঙ্গে এবারের ভোটদানের হার নজির গড়েছে।

রাজ্যেও এটি সর্বোচ্চ গড় ভোটদানের রেকর্ড। এর আগে ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে, যখন ৩৪ বছরের বামফ্রন্ট শাসনের অবসান ঘটে এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসে, তখন ছয় দফায় গড় ভোটদানের হার ছিল ৮৪.৩৩ শতাংশযা এতদিন সর্বোচ্চ ছিল।

ইতিমধ্যেই প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার রাজ্যের ভোটারদের রেকর্ড সংখ্যায় অংশগ্রহণের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন। নির্বাচন কমিশনের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, স্বাধীনতার পর থেকে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম ও দ্বিতীয় দফায় সর্বোচ্চ ভোটদানের হার রেকর্ড হয়েছে।

সিইও দপ্তরের এক আধিকারিক জানান, এবারের উচ্চ ভোটদানের অন্যতম কারণ হল ভোটার তালিকা থেকে অনুপস্থিত, স্থানান্তরিত, ডুপ্লিকেট ও ভুয়ো নাম বাদ দেওয়া। ফলে তুলনামূলকভাবে আরও নির্ভুল ভোটার তালিকা নিয়ে ভোটগ্রহণ হয়েছে।

বুদ্ধ পূর্ণিমা-করুণারপরিপূর্ণতা

শ্রী সি. পি. রাধাকৃষ্ণন
ভারতে উপরাষ্ট্রপতি

বুদ্ধ পূর্ণিমার পবিত্র দিনে, যখন মন্দিরে মন্দিরে উৎসব উদযাপিত হচ্ছে, আমি প্রার্থনা করি যাতে প্রতিটি বাড়িতে সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়। সকল ভাই ও বোনেদের বুদ্ধ পূর্ণিমার শুভেচ্ছা জানাতে পেরে আমি আনন্দিত।

ভারত বিশ্বকে যে অনেক উপহার দিয়েছে, তার মধ্যে বৌদ্ধধর্ম সর্বাগ্রে রয়েছে। ভগবান বুদ্ধের জীবন ও শিক্ষা বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনকে আলোকিত করে চলেছে।

ভারত বিশ্বকে আত্ম-উপলব্ধির গুরুত্ব শিখিয়েছে।'বুদ্ধ' শব্দের অর্থ হল 'জাগ্রত ব্যক্তি'। এটি লক্ষণীয় যে, এই মহান আত্মার জন্ম এবং জ্ঞানালোক, যিনি মানবজাতিকে আত্ম-সচেতনতার দিকে পরিচালিত করার চেষ্টা করেছিলেন, তার জন্ম ও বোধিলাভ একই তারিখে হয়েছিল।

যুবরাজ সিদ্ধার্থ বিলাসিতা নিয়ে বেড়ে ওঠেন। ২৯ বছর বয়সে, তাঁর প্রাসাদ, স্ত্রী, পুত্র এবং সমস্ত পার্থিব সম্পদ ত্যাগ করে তিনি আধ্যাত্মিক সত্যের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতেন।ছয় বছরের তীব্র অন্বেষণের পর, তিনি বোধগয়ায় বোধি গাছের নিচে সর্বোচ্চ জ্ঞান অর্জন করেন এবং বুদ্ধ হন।

চারটি মহৎ সত্যের উপলব্ধি এবং নৈতিক আচরণের পথ একটি নতুন দর্শনের সূচনা করেছিল, যা বিশ্ব ইতিহাসে ভারতের স্থান নিয়ে গর্বের বিষয় হিসাবে বিকশিত হয়েছিল।

বারাণসীর কাছে সারনাথে তিনি পাঁচজন তপস্বীকে তাঁর প্রথম ধর্মোপদেশ দিয়েছিলেন। 'ধর্মের চাকা ঘুরানো' নামে পরিচিত, এই শিক্ষা বৌদ্ধধর্মের ভিত্তি হয়ে ওঠে এবং বৌদ্ধধর্মের আনুষ্ঠানিক সূচনাকে চিহ্নিত করে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে, অনেকে তাঁর শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। মগধের রাজা বিম্বিসার রাজগীরে ভেনুভানা (বাঁশের উপবন) মঠটি দান করেছিলেন। ধনী অনাথপিন্ডিকা একটি মঠ নির্মাণের জন্য স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে সমগ্র জেতবন উপবনটি ঢেকে দিয়েছিলেন।এই ধরনের কাজগুলি ভারতে বিদ্যমান ধার্মিকতার গভীর বিশ্বাসকে প্রতিফলিত করে।

মঠগুলি চারটি মহৎ সত্যকে ছড়িয়ে দিয়েছেঃ আকাঙ্ক্ষা হল দুঃখকষ্টের মূল কারণ; আকাঙ্ক্ষা দূর করে, দুঃখকষ্ট কাটিয়ে ওঠা যায়; এবং অষ্টগুণ পথ অনুসরণ করে, একজন দুঃখকষ্ট থেকে মুক্ত থাকতে পারে। বুদ্ধ পরামর্শ দিয়েছিলেন, অতীত নিয়ে চিন্তা করবেন না-বর্তমানের মধ্যে বেঁচে থাকুন।সততা শক্তিশালী। মন হল সমস্ত কর্মের উৎস, তাই ইতিবাচক চিন্তাভাবনা গড়ে তুলুন। কঠিন সময়ে ভয় পেয়ে পিছু হটবেন না। জীবনের যাত্রা শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিগত-এটিকে একটি আধ্যাত্মিক পথে পরিচালিত করুন।শব্দগুলি ক্ষত হতে পারে, তাই আলতো করে কথা বলুন। প্রেম ও অহিংসা অপরিহার্য। সবসময় শিখতে থাকুন-কখনও থামবেন না।

মণিমেকালাই এবং কুণ্ডলকেসির মতো তামিল সাহিত্যকর্মগুলি বৌদ্ধ দর্শনকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করে। যদিও অনেক গ্রন্থ হারিয়ে গেছে, তাদের অবদান অমূল্য রয়ে গেছে। যারা সৎকর্ম করে তারা একটি মহৎ জগতে উপনীত হয়, যারা মন্দ কাজ করে তারা গভীর যন্ত্রণা ভোগ করে।এটা বুঝতে পেরে বিচক্ষণরা তাদের বন্ধন ছিন্ন করে ফেলেছে। এইভাবে, মহাকাব্য মণিমেকালাই বৌদ্ধধর্মের সারমর্ম ব্যাখ্যা করে (আথিরাই পিচ্চাইয়িত্তা কাথাইঃ ৮৪ - ৯০)

তিনি পাঁচটি নৈতিক নিয়মের উপর জোর দিয়েছিলেনঃ অহিংসা, চুরি না করা, ব্যভিচার থেকে বিরত থাকা, সত্যবাদিতা এবং নেশা থেকে বিরত থাকা। ধর্মের বাইরে, তিনি শিখিয়েছিলেন যে মন হল সবকিছুর মূল-ইতিবাচক চিন্তাভাবনা এবং কর্মগুলি একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবন এবং সমাজের দিকে পরিচালিত করে। যেহেতু তিনি অস্থির মনের মধ্যে স্পষ্টতা এবং জ্ঞান নিয়ে এসেছিলেন, তাই তাঁকে 'এশিয়ার আলো' হিসাবে উদযাপন করা হয়।

আমার মনে আছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ''মন কি বাত'' 'অনুষ্ঠানে যা বলেছিলেন,' ভগবান গৌতম বুদ্ধের জীবনের বার্তা আজও প্রাসঙ্গিক। তিনি আমাদের শিখিয়েছিলেন যে, আমাদের মধ্যে শান্তি কিভাবে আসে।তিনি আমাদের উপলব্ধি করিয়েছিলেন যে, নিজেকে জয় করাই হল সবচেয়ে বড় বিজয়। বিশ্ব আজ যে উত্তেজনা ও দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, বুদ্ধের শিক্ষাগুলি আরও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

বুদ্ধের শিক্ষার রূপান্তরকারী শক্তি স্পষ্ট যে, কীভাবে তাঁরা সম্রাট অশোককে যুদ্ধ-চালিত শাসক থেকে শান্তির প্রবক্তায় রূপান্তরিত করেছিলেন।সম্রাট অশোক শিলালিপি ও স্তূপের মাধ্যমে বৌদ্ধ নীতিগুলি সারা দেশে প্রচার করেছিলেন। সাঁচি এবং সারনাথের স্তূপগুলি সারা বিশ্ব থেকে মানুষকে আকর্ষণ করে চলেছে।সিংহের রাজধানী সারনাথ এখন ভারতের জাতীয় প্রতীক। অশোক সন্ন্যাসী ও তাঁর নিজের পরিবারের সঙ্গে এশিয়ায় বৌদ্ধধর্ম ছড়িয়ে দেন। তাঁর পুত্র মহিন্দ শিক্ষাগুলি শ্রীলঙ্কায় নিয়ে গিয়েছিলেন, যা মহাবংশ-এ লিপিবদ্ধ রয়েছে। এটি বিশ্বাস করা হয় যে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরাও তামিলনাড়ুতে বিশ্বাস ছড়িয়ে দিতে সহায়তা করেছিলেন, যেখানে বৌদ্ধধর্মের চিহ্ন এখনও বেশ কয়েকটি অঞ্চলে রয়ে গেছে। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা কোনও বৈষম্য ছাড়াই বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা ও শিক্ষা প্রদান করতেন।তাঁরা ত্রিপিটকের মতো পবিত্র গ্রন্থগুলি পড়াতেন এবং জাতক কাহিনী ভাগ করে নিতেন, পাশাপাশি সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ধ্যানের অনুশীলনে মানুষকে নির্দেশনা দিতেন।

দাতব্য, বিশেষ করে দরিদ্রদের খাওয়ানো, একটি মৌলিক কর্তব্য হিসাবে বিবেচিত হত। ক্ষুধার্তদের খাওয়ানোকে জীবনদান হিসাবে দেখা হত, যেমনটি তামিল সাহিত্যে প্রকাশ করা হয়েছে। সুজাতা বুদ্ধকে পায়েস অর্পণ করে তার জীবন রক্ষা করেছিলেন-এই ঘটনার স্মরণে বুদ্ধ পূর্ণিমায় পায়েস নিবেদন করা হয়। হাজার হাজার বছর ধরে এই ভূমিতে বিভিন্ন ধরনের আধ্যাত্মিক চিন্তাভাবনা ও দর্শন বিকশিত হয়েছে।

'প্রেমই আনন্দের উৎস, প্রেমই পৃথিবীর আলো'-বুদ্ধের এই বাণী আজও প্রাসঙ্গিক। আমি প্রার্থনা করি, বিশ্বজুড়ে প্রেম ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক।

যুদ্ধক্ষেত্র বদলায়, মানুষ বদলায় না

উজ্জ্বলকুমার দত্ত

সকালের আলোটা ঠিক একই রকম থাকে যুদ্ধ হোক বা না হোক। সূর্য ওঠে, হালকা কুয়াশা কাটে, পাখিরা গুঞ্জন করে। অথচ মানুষের ভেতরে তখন এক অদ্ভুত অন্ধকার জমে ওঠে। কুরুক্ষেত্রের সেই সকালেও তাই হয়েছিল। বাইরে ছিল যুদ্ধকালীন প্রস্তুতি রথ, ধ্বজা, অস্ত্র, শঙ্খধ্বনি। কিন্তু ভেতরে? ভেতরে ছিল এক মানুষের ভেঙে পড়ার বুকভাঙ্গা আর্তনাদ।

অর্জুন রথে দাঁড়িয়ে ছিল বটে, কিন্তু তার পদযুগল দুটি যেন মাটিতে গেঁথে গেছে। সামনে তাকিয়ে সে শুধু শত্রুকে দেখছে না- দেখেছে তার অতীত ও সম্পর্কের লোকগুলিকে। সব যেন চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছ। পিতামহ ভীষ্ম, গুরু দ্রোণাচার্য'কে সে কিভাবে প্রতিপক্ষ হিসেবে মেনে নেবে। তাঁরা যে অর্জুনের ছায়া ও শেষ আশ্রয়। দ্রোণাচার্যকে কিভাবে তিনি শত্রু বলে ভাববেন। তারই শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে তিনি আজ অপরাজয় ধনুরধর। কত মধুর স্মৃতি জড়িয়ে আছে তাঁদের সঙ্গে। এইসব মিলিয়ে যুদ্ধটা হঠাৎ করে আর যুদ্ধ থাকে না- হয়ে ওঠে নিজের বিরুদ্ধে নিজের লড়াই।

অর্জন গাণ্ডীব নামিয়ে রাখে। এই নামিয়ে রাখা এই থেমে যাওয়া- এটাই আসলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। কারণ মানুষ যতক্ষণ দৌড়তে থাকে, ততক্ষণ সে বুঝতেই পারে না সে কোথায় যাচ্ছে। থামলেই বোঝা যায়-পথটা ঠিক কিনা। অর্জুন থেমেছিল। সে বলেছিল-'আমি পারছি না। আমাকে পথ দেখান।' এই স্বীকারোক্তি সহজ নয়। আমরা সাধারণত নিজেদের দুর্বলতা লুকিয়ে রাখি। আমরা ভাবি, সব ঠিক আছে। অথচ ভেতরে ভেতরে আমরা জানি-সব ঠিক নেই। কৃষ্ণ তখন কথা বলেন। তার গলায় কোনো উত্তেজনা নেই। যেন তিনি জানেন- মানুষকে বোঝাতে হলে চিৎকার করতে হয় না, শুধু সত্যিটা সামনে ধরতে হয়। তিনি বলেন- 'তুমি যাদের জন্য শোক করছ, তাদের জন্য শোক করার কিছু নেই।' কথাটা শুনতে কঠিন। কিন্তু এই কঠিন কথার ভেতরেই আছে মুক্তির পথ। কৃষ্ণ বলেন- আত্মা কখনও মরে না। শরীর বদলায়, কিন্তু আত্মা থেকে যায়। যেমন মানুষ পুরোনো কাপড় ফেলে নতুন কাপড় পরিধান করে, ও ঠিক তেমনই আত্মা এক শরীর থেকে অন্য শরীরে গমন করে। কথাটা শুনতে শুনতে অর্জুনের চোখের জল থামে না, কিন্তু তার ভেতরে একটা নতুন ভাবনা জন্মাতে থাকে। সে যেন বুঝতে শুরু করে তার দুঃখটা চিরন্তন নয়, সাময়িক।

আমাদের জীবনেও কি এমন হয় না? যখন আমরা কোনো কষ্টে থাকি, তখন মনে হয়-এটাই শেষ। কিন্তু সময়ের প্রবাহে সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে ফেললে- সব কষ্টই একসময় কেটে যায়। কৃষ্ণ সেই সময়টাকেই একটু আগে এনে দিতে চান। তিনি চান-মানুষ যেন বুঝতে পারে, সে কেবল এই মুহূর্তে আটকে নেই। কিন্তু তিনি এখানেই থেমে থাকেন না। তিনি প্রশ্ন করেন- 'তোমার কাজ কী?' অর্জুন চুপ করে থাকে। কৃষ্ণ বলেন-'তোমার কাজ যুদ্ধ করা। এটাই তোমার ধর্ম।'

এই ''ধর্ম'' শব্দটা এখানে ব্যক্তিগত। এটি কোনো বিধি-বিধানের নিয়মে চাপিয়ে দেওয়া শেকল নয়। এটি অনেক বেশি নীরব ও অন্তরঙ্গ। বলা চলে এটাই মানুষের নিজস্ব অন্তরাত্মার ডাক। যে কাজটি না করলে আপনার ভেতরে অস্বস্তি জন্মায়, যে দায়িত্ব এড়িয়ে গেলে রাতে ঘুম আসে না, যে সত্যটিকে অস্বীকার করলে নিজের চোখের দৃষ্টি নিজেই সহ্য করতে পারেন না- সেইখানেই আপনার "ধর্ম"। এটি বাইরে থেকে কেউ নির্ধারণ করে দেয় না; ধীরে-ধীরে গড়ে ওঠে আপনার অভিজ্ঞতা, বোধ ও বিবেকের ভেতর দিয়ে। অর্থাৎ ধর্ম কোনো বাধ্যবাধকতা নয় বরং এক ধরনের স্বীকৃতি। নিজের প্রতি নিজেরই স্বীকৃতি। আপনি জানেন, এই পথটাই আপনার, এই কাজটাই আপনাকে করতেই হবে- ফল যাই হোক, প্রশংসা আসুক বা না আসুক। 'ধর্ম'কে বোঝা মানে নিজের সঙ্গে এক নিঃশব্দ চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া। সেখানে দর্শক নেই, করতালি নেই আছে শুধু আপনি ও আপনার অন্তরের পবিত্রতা। আমরা অনেক সময় দায়িত্ব থেকে পালাতে চাই। আমরা বলি- 'আমার ভালো লাগছে না।' কিন্তু সব কাজ কি ভালো লাগার উপর নির্ভর করে? কৃষ্ণ বলেন- না।

তিনি বলেন- কাজ করো, কিন্তু ফলের প্রতি আসক্ত হয়ো না।

এটাই আসলে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। কারণ আমরা সবসময় ফলের জন্যই কাজ করি। ভালো নম্বর, ভালো চাকরি, সম্মান এসবই তো আমাদের চালিত করে। ফলের প্রতি আসক্তিই আমাদের বেঁধে ফেলে। ফল না পেলে আমরা ভেঙে পড়ি। পেলে আবার-আরও চাই। এই চক্রটা চলতেই থাকে। কৃষ্ণ বলেন- এই চক্র থেকে বেরিয়ে এসো। তিনি বলেন- সুখ-দুঃখ, জয় - পরাজয় - সবকিছুকে সমানভাবে গ্রহণ করো। এই সমস্তটাই হলো যোগ। শুনতে সহজ, কিন্তু বাস্তব বড় কঠিন। কারণ আমাদের মন ও চিত্ত খুবই অস্থির। একটু ভালো কিছু হলেই আমরা উচ্ছ্বসিত হই বা একটু খারাপে হতাশার অন্ধকারে তলিয়ে যায়।

কৃষ্ণ বলেন- এই মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। না হলে মনই তোমাকে নিয়ন্ত্রণ করবে। তিনি বলেন-ইন্দ্রিয় থেকে আসক্তি, আসক্তি থেকে কামনা, কামনা থেকে ক্রোধ, ক্রোধ থেকে বিভ্রান্তি এবং শেষে সব ভেঙে পড়া। ধারাটা আজও একইভাবে কাজ করে। মানুষ বদলায়নি। এই জায়গাটাতেই কুরুক্ষেত্র আজকের দিনে এসে দাঁড়ায়।

আজ আমরা খবরের কাগজ খুলে দেখি মধ্যপ্রাচ্যের আকাশে আগুন। ইরান তার অবস্থান থেকে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। ইসরায়েল তার নিরাপত্তার যুক্তি দিচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দূর থেকে সেই সমীকরণে নিজের স্বার্থ মেলাচ্ছে। কোন পক্ষের একটি আঘাত তার প্রত্যুত্তরে আরেকটি প্রত্যাঘাত। এভাবে এক দীর্ঘ চক্র চলতেই থাকে। দূর থেকে দেখলে মনে হয়- এ একেবারে আলাদা গল্প। রাজনীতি ও কৌশলের মোড়কে এমনভাবে টা পরিবেশন করা হচ্ছে যাতে সাধারণ নাগরিকের যা মনে বিভ্রান্তির জন্ম হতে পারে। কিন্তু একটু গভীরে কে গেলে দেখা যায়- এখানেও সেই একই 'মন' ও মা 'চিত্তের' খেলা। এখানেও আছে ভয়, অহংকার ও জেদ।

কৃষ্ণ যে ধারাটি উল্লেখ করে বলেছিলেন তা হলো- আসক্তি থেকে কামনা, কামনা থেকে ক্রোধ। এই ধারা থেকে কি আমরা বেরিয়ে আসতে পেরেছি? একটি দেশ তার ক্ষমতা ছাড়তে চায় না। আরেকটি দেশ তার অস্তিত্ব রক্ষা করতে চায়। তৃতীয়টি তার প্রভাব বজায় রাখতে চায়। সবাই নিজের জায়গা থেকে ঠিক। যেমন কুরুক্ষেত্রে প্রত্যেক পক্ষই নিজেদের যুক্তি দিয়েছিল। কিন্তু প্রশ্নটা অন্য জায়গায়- কেউ কি একটু স্থির থেকে সময় নিয়ে ভাবছে? অর্জুন অন্তত থেমেছিল। অর্জুন মনের দ্বিধা ও আশঙ্কা থেকে উৎপন্ন প্রশ্নগুলি করেছিলেন। কিন্তু আজকের পৃথিবীতে সেই থামার সময় কোথায়? হয়তো রাষ্ট্র থামে না। কিন্তু মানুষ থামতে পারে। আমরা যারা এইসব দেখি, আলোচনা করি-আমরা কি একটু ভেবে দেখি না? গীতা আমাদের সেই জায়গাটা দেয়। নিজের ভেতরের যুদ্ধটা বুঝতে শেখায়। কারণ ভেতরে যদি অশান্তি থাকে, তাহলে বাইরে শান্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। ''স্থিতপ্রজ্ঞ''-এই শব্দটা তখন নতুন করে অর্থ পায়। এমন একজন মানুষ, যিনি বাইরের আগুনের মধ্যেও ভেতরে শান্ত থাকতে পারেন। এটা কি সম্ভব? হয়তো খুব কঠিন। কিন্তু এই চেষ্টাটাই মানুষকে আলাদা করে। অর্জুন শেষে ধনুক তোলে। কিন্তু সে আর আগের মানুষ থাকে না।

তার ভেতরে তখন একটা স্থিরতা আসে। সে নে তখন জেন যায় যে তাঁকে যুদ্ধ করতে হবে, কিন্তু ঘৃণা নিয়ে নয়। দায়িত্ব পালন করতে হবে, কিন্তু অহংকারের মোহ বুকে নিয়ে নয়। আজ যখন পৃথিবীর নানা প্রান্তে আগুন জ্বলছে, তখন এই শিক্ষা আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। যুদ্ধ হয়তো স্বাভাবিকভাবে থামবে না। কিন্তু মানুষের ভেতরের যুদ্ধটা যদি বদলায়, তাহলে বাইরের যুদ্ধের রূপও বদলাতে বাধ্য। আমি কি আমার ভেতরের কুরুক্ষেত্রকে চিনি? আ আমি কি জানি, আমার ভেতরের ক্রোধ, ভয়, আসক্তি ঠিক কোথায়? আর সবচেয়ে বড় কথা এই যে আমি কি থামতে পারি? অর্জুন থেমেছিল, তাই সে বুঝতে পেরেছিল। আমরা যদি থামতে না পারি, তাহলে আমরা শুধু যুদ্ধ করে যাব- বাইরে, ভেতরে, সর্বত্র। কুরুক্ষেত্র তাই আজও জ্বলছে। শুধু যুদ্ধক্ষেত্র বদলেছে মানুষ বদলায়নি।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস

বিশেষ প্রতিবেদন।। আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস যা সচরাচর মে দিবস নামে অভিহিত। প্রতি বছর পয়লা মে তারিখে বিশ্বব্যাপী উদযাপিত হয়। এটি আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের উদ্‌যাপন দিবস। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শ্রমজীবী মানুষ এবং শ্রমিক সংগঠনসমূহ রাজপথে সংগঠিতভাবে মিছিল ও শোভাযাত্রার মাধ্যমে দিবসটি পালন করে থাকে। ভারত ও বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রায় ৮০টি দেশে পয়লা মে জাতীয় ছুটির দিন। আরো অনেক দেশে এটি বেসরকারিভাবে পালিত হয়। বাংলাদেশেও এটি পালিত হয়।

ইতিহাস---১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার শিকাগো শহরের হে মার্কেটের ম্যাসাকার শহিদদের আত্মত্যাগকে স্মরণ করে পালিত হয়। সেদিন দৈনিক আটঘণ্টার কাজের দাবিতে শ্রমিকরা হে মার্কেটে জমায়েত হয়েছিল। তাদেরকে ঘিরে থাকা পুলিশের প্রতি এক অজ্ঞাতনামার বোমা নিক্ষেপের পর পুলিশ শ্রমিকদের ওপর গুলিবর্ষণ শুরু করে। ফলে প্রায় ১০-১২ জন শ্রমিক ও পুলিশ নিহত হয়। ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি বিপ্লবের শতবার্ষিকীতে প্যারিসে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে থেকে শিকাগো প্রতিবাদের বার্ষিকী আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন দেশে পালনের প্রস্তাব করেন রেমন্ড লাভিনে।ওু৫ণ্ণ ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে এই প্রস্তাব আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয়। এর পরপরই ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে মে দিবসের দাঙ্গার ঘটনা ঘটে। পরে, ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে আমস্টারডাম শহরে অনুষ্ঠিত সমাজতন্ত্রীদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এই উপলক্ষ্যে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবে দৈনিক আটঘণ্টা কাজের সময় নির্ধারণের দাবি আদায়ের জন্য এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্বজুড়ে পয়লা মে তারিখে মিছিল ও শোভাযাত্রা আয়োজন করতে সকল সমাজবাদী গণতান্ত্রিক দল এবং শ্রমিক সংঘের (ট্রেড ইউনিয়ন) প্রতি আহ্বান জানানো হয়। সেই সম্মেলনে "শ্রমিকদের হতাহতের সম্ভাবনা না থাকলে বিশ্বজুড়ে সকল শ্রমিক সংগঠন মে মাসের ১ তারিখে "বাধ্যতামূলকভাবে কাজ না-করার" সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।ওু৬ণ্ণ অনেক দেশে শ্রমজীবী জনতা মে মাসের ১ তারিখকে সরকারি ছুটির দিন হিসেবে পালনের দাবি জানায় এবং অনেক দেশেই এটা কার্যকর হয়। দীর্ঘদিন ধরে সমাজতান্ত্রিক, কমিউনিস্ট এবং কিছু কট্টর সংগঠন তাদের দাবি জানানোর জন্য মে দিবসকে মুখ্য দিন হিসাবে বেছে নেয়। কোনো কোনো স্থানে শিকাগোর হে মার্কেটের আত্মত্যাগী শ্রমিকদের স্মরণে আগুনও জ্বালানো হয়ে থাকে। পূর্বতন সোভিয়েত রাষ্ট্র, চীন, কিউবাসহ বিশ্বের অনেক দেশেই মে দিবস একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিন। সেসব দেশে এমনকি এ উপলক্ষ্যে সামরিক কুচকাওয়াজের আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ এবং ভারতেও এই দিনটি যথাযথভাবে পালিত হয়ে আসছে। ভারতে প্রথম মে দিবস পালিত হয় ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে।

আমেরিকা ও কানাডাতে অবশ্য সেপ্টেম্বর মাসে শ্রম দিবস পালিত হয়। সেখানকার কেন্দ্রীয় শ্রমিক ইউনিয়ন এবং শ্রমের নাইট এই দিন পালনের উদ্যোক্তা। হে মার্কেটের হত্যাকাণ্ডের পর আমেরিকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট গ্রোভার ক্লিভল্যান্ড মনে করেছিলেন পয়লা মে তারিখে যেকোনো আয়োজন হানাহানিতে পর্যবসিত হতে পারে। সে জন্য ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দেই তিনি নাইটের সমর্থিত শ্রম দিবস পালনের প্রতি ঝুঁকে পড়েন।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

মহিলা বিল বাতিলের দাবিতে ত্রিপুরা কংগ্রেস ভবনে পুলিশ ও মহিলা কর্মীদের মধ্যে ধস্তাধস্তি।

ভোট গণনার আগে নতুন ব্যবস্থা: কিউআর কোডভিত্তিক পরিচয়পত্র চালু করল নির্বাচন কমিশন

নয়াদিল্লি, ৩০ এপ্রিল (আইএএনএস): আগামী ৪ মে বিধানসভা নির্বাচনের ভোট গণনার আগে গণনা কেন্দ্রগুলিতে নিরাপত্তা জোরদার করতে কিউআর কোডভিত্তিক ফটো আইডি কার্ড ব্যবস্থা চালু করল ভারতের নির্বাচন কমিশন (ইসিআই)।

ইসিআই জানিয়েছে, ইসিআইনেট প্ল্যাটফর্মে চালু হওয়া এই নতুন মডিউলের মাধ্যমে অননুমোদিত ব্যক্তিদের প্রবেশ রোধ করা যাবে। আসাম, কেরল, তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গ ও পুদুচেরির বিধানসভা নির্বাচনের ভোট গণনা থেকেই এই ব্যবস্থা কার্যকর হবে। পাশাপাশি পাঁচটি রাজ্যের সাতটি আসনের উপনির্বাচনেও এটি প্রয়োগ করা হবে।

এক সরকারি বিবৃতিতে উপ-পরিচালক পি. পবন জানান, গত এক বছরে কমিশনের নেওয়া ৩০টিরও বেশি সংস্কারের ধারাবাহিকতায় এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এর আগে বুথ লেভেল অফিসারদের জন্যও কিউআর কোডযুক্ত আইডি চালু করা হয়েছিল।

নতুন ব্যবস্থায় তিনস্তরীয় নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলা হবে। প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরে রিটার্নিং অফিসারের দেওয়া ফটো আইডি কার্ড হাতে ধরে পরীক্ষা করা হবে। তৃতীয় ও সবচেয়ে ভেতরের স্তরে কিউআর কোড স্ক্যানের মাধ্যমে পরিচয় যাচাইয়ের পরেই গণনা হলে প্রবেশের অনুমতি মিলবে।

এই কিউআর কোডভিত্তিক পরিচয়পত্র রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, গণনা কর্মী, প্রযুক্তিগত কর্মী, প্রার্থী, নির্বাচনী এজেন্ট ও কাউন্টিং এজেন্টসহ অনুমোদিত ব্যক্তিদের জন্য প্রযোজ্য হবে। জেলা নির্বাচন আধিকারিক ও রিটার্নিং অফিসারদের এই ব্যবস্থা কার্যকর করতে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রশিক্ষিত কর্মী নিয়োগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া, গণনার স্বচ্ছতা, নিরাপত্তা ও দক্ষতা বজায় রাখতে সব স্তরের নির্বাচন আধিকারিকদের কঠোরভাবে নির্দেশ মানার কথাও বলা হয়েছে। মিডিয়ার সুবিধার্থে প্রতিটি গণনা কেন্দ্রে গণনা হলের কাছেই মিডিয়া সেন্টার তৈরি করা হবে। তবে সাংবাদিকদের প্রবেশ আগের মতোই কমিশনের অনুমতিপত্রের ভিত্তিতেই হবে।

লেহ-এ পৌঁছলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, বুদ্ধের পবিত্র অবশেষের আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে যোগ দেবেন অমিত শাহ

শ্রীনগর, ৩০ এপ্রিল (আইএএনএস): কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বৃহস্পতিবার লেহ-এ পৌঁছেছেন। তিনি ভগবান বুদ্ধের পবিত্র অবশেষের প্রথম আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে অংশ নেবেন।

লেহ বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান লাদাখের লেফটেন্যান্ট গভর্নর ভি.কে. সাক্সেনা। কুশক বকুলা রিনপোছে বিমানবন্দর-এ তাঁকে গার্ড অব অনার দেওয়া হয়।

দুই দিনের সফরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে ভগবান বুদ্ধের পবিত্র অবশেষে শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন।

এছাড়া, তিনি কারগিলে ১০ হাজার লিটার প্রতিদিন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন একটি দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ কারখানার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন এবং দুগ্ধ সংক্রান্ত একাধিক কর্মসূচিতে অংশ নেবেন।

অমিত শাহ এক্স-এ পোস্ট করে জানান, বুদ্ধ পূর্ণিমার মতো শুভক্ষণে এই আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে অংশ নেওয়া তাঁর কাছে সৌভাগ্যের বিষয়। তিনি বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভক্তরা এই প্রদর্শনীতে এসে বুদ্ধের অবশেষে প্রণাম জানাবেন।

উল্লেখ্য, পিপরাহওয়া থেকে আনা বুদ্ধের পবিত্র অবশেষ বিশেষ ভারতীয় বায়ুসেনা-র বিমানে করে বুধবার লেহ-এ পৌঁছায়। মঠো মনাস্টেরির ডুকপা থুকসে রিনপোছে এবং খেনপো থিনলাস চোসাল সেই অবশেষ নিয়ে আসেন।

এই প্রদর্শনী মে মাসের প্রথম দুই সপ্তাহ জুড়ে চলবে এবং লাদাখে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানের সূচনা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। অমিত শাহের সফরের আগে লেফটেন্যান্ট গভর্নর সাক্সেনা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে আরও পাঁচটি নতুন জেলার ঘোষণা করেন এবং প্রশাসনিক কাজ দ্রুত শুরু করার জন্য সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নিয়োগ দেন।

এক্সিট পোল ও রেকর্ড ভোটে ইঙ্গিত ‘পরিবর্তন’-এর ? ৫০ বছরে তৃতীয় শাসন বদলের জল্পনা

নয়াদিল্লি, ৩০ এপ্রিল (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে অধিকাংশ এক্সিট পোল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র জয়ের পূর্বাভাস দিলেও, বিশ্লেষকদের একাংশ মনে করিয়ে দিচ্ছেন২০২১ সালের ফলাফল অনুমান করতে ব্যর্থ হয়েছিল বহু সংস্থা। তবে এবারের রেকর্ড ভোটদান নতুন করে ‘শাসন পরিবর্তন’-এর সম্ভাবনা জাগাচ্ছে।

বিশ্লেষকদের মতে, ভোটদানের হার বেড়ে যাওয়া অতীতে পশ্চিমবঙ্গে সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত ছিল। জরুরি অবস্থার পর ১৯৭৭ সালে প্রথম বড় পরিবর্তন ঘটে, যখন মাত্র ৫৬.১৫ শতাংশ ভোট পড়েছিল। সেই সময় জ্যোতি বসু-র নেতৃত্বে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসে এবং টানা ২৩ বছরেরও বেশি সময় শাসন করে।

পরবর্তী সময়ে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য-র নেতৃত্বে ২০০৬ সালে বামফ্রন্ট আবার জয়ী হলেও, ভোটদানের হার বৃদ্ধিকে অনেকেই সরকারবিরোধী মনোভাবের ইঙ্গিত হিসেবে দেখেছিলেন।

২০১১ সালে রেকর্ড ৮৪.৭২ শতাংশ ভোটদানের মধ্যে দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-র নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস এবং কংগ্রেস জোট বামফ্রন্টকে ক্ষমতাচ্যুত করে। তৃণমূল একাই ১৮৪টি আসন পায়, কংগ্রেস পায় ৪২টি।

এরপর ২০২১ সালে তৃণমূল কংগ্রেস ২১৫টি আসন জিতে ক্ষমতায় ফেরে। ওই নির্বাচনে ভোটদানের হার ছিল ৮২.৩০ শতাংশ। ভারতীয় জনতা পার্টি প্রধান বিরোধী শক্তি হিসেবে উঠে আসে ৭৭টি আসন নিয়ে, আর বাম ও কংগ্রেস শূন্য হয়ে যায়।

এবার ২০২৬ সালের নির্বাচনে ভোটদানের হার সব রেকর্ড ভেঙে ৯২.৪৭ শতাংশে পৌঁছেছে।

বেঙ্গল বিধানসভা ভোটের গণনা নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা

কলকাতা, ৩০ এপ্রিল (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ভোট গণনা প্রক্রিয়া নিয়ে কলকাতা হাইকোর্ট-এ একাধিক জনস্বার্থ মামলা (পিআইএল) দায়ের করা হয়েছে।

তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আইনজীবী বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য এই মামলাগুলি দায়ের করেছেন।

কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, নির্বাচন কমিশন গণনা কেন্দ্রগুলিতে শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের সুপারভাইজার হিসেবে নিয়োগ করছে। তাঁর কথায়, “ওরা এই সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। এই বিষয়ে আদালতের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।”

অন্যদিকে, বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য তাঁর পিআইএলে প্রশ্ন তুলেছেন, হঠাৎ করে কেন গণনা কেন্দ্রগুলির স্থান পরিবর্তন করা হয়েছে।

বিচারপতি কৃষ্ণ রাও উভয় মামলাই গ্রহণ করেছেন। বিষয়গুলির শুনানি আজ দিনের পরেই হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

আগামী ৪ মে ভোট গণনা অনুষ্ঠিত হবে। তার আগেই গণনা কেন্দ্র সংক্রান্ত এই দুটি মামলা আদালতে দায়ের করা হয়েছে।

প্রথম দফার ভোটগ্রহণ শেষ হয় ২৩ এপ্রিল এবং দ্বিতীয় দফা সম্পন্ন হয় ২৯ এপ্রিল। রাজ্যের দুই দফার ভোটগ্রহণ মোটের উপর শান্তিপূর্ণভাবেই সম্পন্ন হয়েছে।

এবার নির্বাচন কমিশন রাজ্যে গণনা কেন্দ্রের সংখ্যা আগের তুলনায় কমিয়েছে। ২৯৪টি আসনের জন্য ৮৭টি কেন্দ্রে ভোট গণনা হবে। সংশ্লিষ্ট জেলাগুলির তালিকাও প্রকাশ করা হয়েছে।

২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ৯০টি কেন্দ্রে ভোট গণনা হয়েছিল। ২০২১ সালে এই সংখ্যা ছিল ১০৮। এবারে তা কমিয়ে ৮৭ করা হয়েছে।

এছাড়া, ইভিএম সংরক্ষিত স্ট্রংরুমগুলির নিরাপত্তায় ইতিমধ্যেই ২০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, ভোট গণনার পর সম্ভাব্য হিংসা রোধে ৪ মে-র পরও ৫০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী রাজ্যে মোতায়েন থাকবে।

২৯ এপ্রিল দ্বিতীয় দফার ভোটে ১৪২টি আসনে ভোটদানের হার মধ্যরাত পর্যন্ত ৯২.৪৭ শতাংশে পৌঁছেছে। ফলে দুই দফা মিলিয়ে গড় ভোটদানের হার দাঁড়িয়েছে ৯২.৮৫ শতাংশ, যা রেকর্ড।

লজিস্টিক খরচ ৯ শতাংশে নামবে: নিতিন গড়করি

নয়াদিল্লি, ৩০ এপ্রিল (আইএএনএস): দেশের সড়ক অবকাঠামোর দ্রুত উন্নয়নের ফলে ভারতের লজিস্টিক খরচ কমে ৯ শতাংশে নেমে আসবে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রী নিতিন গড়করি।

মন্ত্রী জানান, আইআইটি বেঙ্গালুরু, আইআইটি কানপুর এবং আইআইটি চেন্নাইয়ের গবেষণায় দেখা গেছে, সড়ক অবকাঠামোর উন্নতির কারণে ইতিমধ্যেই লজিস্টিক খরচ প্রায় ৬ শতাংশ কমে ১০ শতাংশে নেমে এসেছে।

তিনি বলেন, আগে ভারতে লজিস্টিক খরচ জিডিপির প্রায় ১৬ শতাংশ ছিল। তুলনায়, চীনে এটি প্রায় ১৮ শতাংশ এবং আমেরিকা ও ইউরোপে প্রায় ১২ শতাংশ।

৫৭তম ইইপিসি ইন্ডিয়া ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে গড়করি বলেন, অবকাঠামো, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন এবং টেকসই পদ্ধতি রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি আরও জানান, দেশে ৩৬টি গ্রিন এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণাধীন রয়েছে, যা লজিস্টিক খরচ কমাতে বড় ভূমিকা নেবে।

গড়করি বলেন, ভারতের দুই-চাকার গাড়ি শিল্প ইতিমধ্যেই উৎপাদনের প্রায় ৫০ শতাংশ রপ্তানি করছে। এছাড়া বিশ্বের বড় বড় গাড়ি নির্মাতা সংস্থাগুলি ভারতে উৎপাদন বাড়িয়ে এখান থেকে রপ্তানির দিকে নজর দিচ্ছে।

তিনি উল্লেখ করেন, ভারতের অটোমোবাইল শিল্প সম্প্রতি জাপানকে পিছনে ফেলে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অবস্থানে পৌঁছেছে। বর্তমানে ভারতের শিল্পের আকার প্রায় ২২ লক্ষ কোটি টাকা, যেখানে আমেরিকা ও চীন যথাক্রমে ৭৯ লক্ষ কোটি ও ৪৯ লক্ষ কোটি টাকার শিল্প নিয়ে শীর্ষে রয়েছে।

বিকল্প জ্বালানি ও বায়োফুয়েলের ক্ষেত্রে দ্রুত অগ্রগতির কথা তুলে ধরে মন্ত্রী বলেন, আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে এই খাতে ভারত বিশ্বে শীর্ষস্থানে পৌঁছতে পারে। তিনি শিল্পমহলকে বিকল্প জ্বালানির ব্যবহার বাড়ানোর পাশাপাশি কারখানা থেকে বন্দর পর্যন্ত পণ্য পরিবহনে বৈদ্যুতিক ট্রাক ব্যবহারের আহ্বান জানান। ইইপিসি ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান পঙ্কজ চাড্ডা বলেন, পশ্চিম এশিয়ার সংঘাত ও গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রপথে বাণিজ্য ব্যাহত হওয়া সত্ত্বেও ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারিং রপ্তানিকারকরা তাদের স্থিতিস্থাপকতা বজায় রেখেছে। তিনি জানান, একাধিক আন্তর্জাতিক চ্যালেঞ্জের মধ্যেও ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ভারতের মোট ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য রপ্তানি ১২২.৪৩ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছে সর্বকালের রেকর্ড গড়েছে, যা আগের বছরের তুলনায় ৪.৮৬ শতাংশ বেশি।

তৃণমূল ফিরলে ৬ মে শপথ নেবে নতুন মন্ত্রিসভা: ফিরহাদ হাকিম

কলকাতা, ৩০ এপ্রিল (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস ফের ক্ষমতায় এলে আগামী ৬ মে নতুন মন্ত্রিসভা শপথ নেবে বলে জানালেন রাজ্যের মন্ত্রী ও কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম।

বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, ৪ মে ভোটগণনার পর তৃণমূল কংগ্রেস বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করবে। তাঁর দাবি, ২৯৪ আসনের বিধানসভায় তৃণমূলের আসন সংখ্যা ২২৫-এর বেশি হবে।

এক্সিট পোলগুলির অধিকাংশে বিজেপির সঙ্গে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পূর্বাভাসকে খারিজ করে হাকিম বলেন, “চতুর্থবারের মতো তৃণমূল সরকার গঠন করা এখন প্রায় নিশ্চিত। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রিসভা সম্ভবত ৬ মে শপথ নেবে।”

তিনি অভিযোগ করেন, নির্বাচন কমিশন এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী ব্যবহার করেও বিজেপি তৃণমূলকে আটকাতে পারবে না। “আমাদের কর্মী-সমর্থক এবং সাধারণ ভোটারদের ভয় দেখানোর চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু তাতে কোনও লাভ হবে না,”বলেন তিনি।

হাকিম আরও দাবি করেন, এবারের উচ্চ ভোটদানের হারকে অনেকেই সরকারবিরোধী মনোভাবের ইঙ্গিত বললেও তা তৃণমূলের বিরুদ্ধে যাবে না। তাঁর মতে, বিশেষ সংশোধন প্রক্রিয়ায় বহু নাম বাদ পড়ার আশঙ্কায় মানুষ বেশি করে ভোট দিয়েছেন।

অন্যদিকে, বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব হাকিমের এই দাবি উড়িয়ে দিয়েছে। দলের রাজ্য সহ-সভাপতি জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, “এটি শুধুমাত্র কর্মীদের উজ্জীবিত রাখার চেষ্টা। শাসক দলের নেতাদের শরীরী ভাষাতেই পরাজয়ের আশঙ্কা স্পষ্ট।”

P'NIET No. 03-08/ EE/DWS/ BLG/2026-27 dated 27/04/2026

The Executive Engineer, DWS Division, Bishalgarh Sepahijala District, Tripura on behalf of the "Governor of Tripura" invites online percentage rate e-tender in single bid system from eligible bidders up to 15.00 hrs. 5/5/2026 for (1).Extension of domestic connection in the household in Sonamura MC area (Gr.1 to 3) (2). R/Mtc. of UWS scheme/1.00 MGD WTP at Sonamura/ providing & fitting, fixing of spare parts for starter .(3).Rewinding of different capacity horizontal motor suitable for centrifugal pump. (4). Renovation of different pump accessories like coupling, pump shaft, staffing box, gear box etc. in/c repairing of existing pump set of WTP at Sonamura For details please visit https:// tripuratenders .gov.in or contact with at the O/O the Executive Engineer, DWS Division, Bishalgarh for clarifications. if any.

ICA/ 200/26

Executive Engineer
DWS Division, Bishalgarh

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-01/EE/RD/ KGT/DIV/TEN/ 2026-27 Dated 27/04/2026

On behalf of the Governor of Tripura, The Executive Engineer, R D Kumarghat Division, Kumarghat, Unakoti, Tripura invites percentage rate e-tender on double bid system from the eligible bidders up to 3.00 P.M. of 04/05/2026 for 02 (two) number work. For details visit website https:// tripuratenders.gov.in/ eprocure.gov.in and may contact at ph. No.9612590474 (M)/ e-mail-een1kgt@gmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C 204/26

Ecutive Engineer
RD Kumarghat Division
Kumarghat, Unakoti, District

কালবৈশাখীর তাণ্ডবে ৪৮ ঘণ্টা বিদ্যুৎহীন গন্ডাছড়া, বিপর্যস্ত জনজীবন

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ৩০ এপ্রিল: কালবৈশাখীর তাণ্ডব ও টানা প্রবল বর্ষণে কার্যত বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে গন্ডাছড়া মহকুমার জনজীবন। গত ৪৮ ঘণ্টা ধরে বিদ্যুৎ পরিষেবা বিচ্ছিন্ন থাকায় অন্ধকারে ডুবে ছিল গোটা মহকুমা। বিদ্যুৎ না থাকায় সরকারি ও বেসরকারি অফিসের কাজকর্মেও ব্যাপক ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। পাশাপাশি মোবাইল ফোন চার্জ না থাকায় অধিকাংশ মানুষের যোগাযোগ ব্যবস্থাও কার্যত ভেঙে পড়ে। সোমবার সকাল থেকেই গন্ডাছড়া মহকুমায় কালবৈশাখীর ঝড়-বৃষ্টির দাপট শুরু হয়। ঝড়ের কিছুক্ষণের মধ্যেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় বিদ্যুৎ পরিষেবা। যদিও প্রবল বর্ষণ হলেও তেমন বড় ধরনের ঝড় দেখা যায়নি। তবে টানা বৃষ্টির জেরে মঙ্গলবার সকালে গন্ডাছড়া-অমরপুর সড়কের বিভিন্ন জায়গায় গাছ পড়ে সাময়িকভাবে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এতে দুই দিকেই বহু ছোট-বড় যানবাহন আটকে পড়ে। পরে প্রশাসনের উদ্যোগে রাস্তা পরিষ্কার করে যান চলাচল স্বাভাবিক করা হয়। এদিকে, প্রবল বর্ষণে মহকুমার ষাটকার্ড এলাকায় একাধিক বাড়িতে নোংরা ও আবর্জনাযুক্ত জল ঢুকে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দা নিবারণ দাসের বাড়িসহ বেশ কয়েকটি বাড়িঘরের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গেছে। টানা বর্ষণে এলাকার ছড়া, নদী ও নালাগুলির জলস্তরও বৃদ্ধি পেয়েছে।অন্যদিকে, জল বাড়ার সুযোগে এলাকার মৎস্য শিকারীদের মধ্যে উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। কোনি জাল, ফেলুন ও বর্শি নিয়ে অনেকেই মাছ ধরতে নেমে পড়েন বিভিন্ন জলাশয়ে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, যেকোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় তারা প্রস্তুত ছিল।

Name of Child - Nasima Begam

শিশুর নাম- নাসিমা বেগম।

শিশুর পিতার নাম আরমান মিয়া ও মাতার নাম আনোয়ারা বেগম। জন্মের তারিখ ২৪-০১-২০২২। উপরের ছবিতে চিহ্নিত শিশুটি বর্তমানে আমাদের ঘর স্পেশালাইজড এডপশন এজেন্সিতে রয়েছে। এই শিশুর প্রতি তার পিতার ও নিকটবর্তী আত্মীয়স্বজনের কোনো দাবি থাকলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে আগরতলা পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শিশু সুরক্ষা ইউনিট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। অন্যথায় এই শিশুটিকে পরিত্যক্ত শিশু হিসেবে গণ্য করা হবে। যোগাযোগ ঠিকানা আগরতলা পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শিশু সুরক্ষা ইউনিট মেলারমাঠ, পশ্চিম ত্রিপুরা, পিন নং - ৭৯৯০০১, ফোন- ৮৭৩১০৯৪৬৩০/৯৮৬২০০৮৯৯৯।

ICA/D-100/26

জেলা শিশু সুরক্ষা আধিকারিক জেলা সমাজ শিক্ষা পরিদর্শকের কার্যালয়
পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা মেলারমাঠ, আগরতলা

PNIET No:-02/EE/DWS-I/2026-27 dated 30-04-2026

Single bid percentage rate e-tender is invited for 2(two) nos. works viz.

1. Augmentation of WTP, DTW within the jurisdiction of DWS Sub Division No.-I, Agartala during the year 2026-27/SH: Labour charge for deploying pump operator at Rajbari Boosting Station, OHT & DTW Schemes and IRP within the jurisdiction of S.B. Section under DWS Sub Division No.-I, Collegetilla, Agartala. Job No. TR 79/CE/TJB/ 2025-2026
D'NIET No. 07/EE/DWS-1/2026-27

2. Urgent Repair & maintenance of different C.I.,D.I, PVC & HDPE pipeline damaged by Agartala Smart City Ltd., PWD and other departments during their several developments works under the jurisdiction of DWS Sub-Division No.-I, Collegetilla, Agartala within AMC area during the financial year 2025-26/Mtc. of different dia pipeline with providing pipes, fittings & essential accessories in/c connection of domestic connection those are damaged, road mtc etc with other allied works under DWS Sub-Division No.-I, Collegetilla, Agartala. Job No. TR 78/CE/ TJB/2025-2026
D'NIET No. 08/EE/DWS-I/2026-27

Deadline for online bidding:-Up to 15:00 hrs. 06-05-2026

Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
For more details please visitwww.tripuratenders.gov.in.
For query please e-mail:dwsdivagartala1@gmail.com.
ICA/C/ 209/26

(For and on behalf of Governor of Tripura)
Executive Engineer
DWS Division Agartala-.I Agartala, Tripura (W).

NOTICE INVITING e- TENDER NO:- 05/EE/AGRI/W/2026-27

The Executive Engineer, Agri. West Division on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tenders in Single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/ TTAADC/MES/CPWD/Railway/Govt. Organization of other State & Central for the following work: -

Sl no.	Name of work & DNIeT no.	Estimated cost	Earnest money	Last date of e-bidding	Date of opening	Class of Tender
1.	Construction of Boundary Wall at Centre of Excellency for Flower at Lembucherra under West District. (04/AGRI/EE/WEST-1/2026-27)	Rs.7,51,875/-	Rs. 15,038/-	Up to 06/05/2026 at 2.00 P.M	At 03.00 PM on 06/05/2026	Appropriate Class
2.	Construction of Paver Block Road infront of Administrative Building Hard Drawn Fencing of Centre of Excellency Lembucherra, West Tripura. (05/AGRI/EE/WEST-1/2026-27)	Rs.17,63,476/-	Rs.35,270/-			

For details, please contact with the office of the undersigned /go through the e- portal www.tripuratenders.gov.in
ICA/C/198/26

(Er. Partha Pratim Pal)
Executive Engineer (West Div-I)
For and on behalf of Governor of Tripura
Department of Agriculture & F.W
Agartala, Tripura (West)

ADVERTISEMENT NO. 01/2026

Applications are invited from bona fide citizens of India, permanently residing in Tripura, in the prescribed Format for engagement to the post of "Junior Engineer (Civil)" in Kumarghat Municipal Council on purely contractual basis for a period of 11 (Eleven) months.
The period of contractual service may be extended depending upon the performance of the employee concern and requirement of the Office of the Kumarghat Municipal Council. However such engagement shall not be treated as eligible for regular appointment.
The details particular of the post are as follows:

Sl. No.	Name Of Post	No. of Post	Category	Remuneration / Wages per month	Eligibility Criteria for Candidate	Age Limit
1	2	3	4	5	6	7
01	Junior Engineer (Civil)	1 (one)	UR	Rs.15,000/- Per Month.	1. Graduate Degree in Civil Engineering from any recognized University. 2. Having knowledge of Computer operating. 3. Preference will be given to the candidates having work experience.	18 to 40 years. Upper age limit relaxable by 5 years for ST/SC/PwD and Govt. employee.

Eligible candidates are invited to appear before the Walk-in-Interview Board on 05/05/2026 from 11:30 A.M. onwards in the office of the undersigned. Applications in prescribed format will be received on the spot on the date of interview. Candidates must bring duly filled-in application forms along with original copies of educational set of self-attested qualification certificates, experience certificates, and other relevant documents with one photocopies. The details of terms & conditions as well as application format is available in the notice board of the office.
ICA/D 106/26

Sd/- illegible
Chief Executive Officer Kumarghat Municipal Council
Kumarghat, Unakoti, Tripura

গুয়াহাটিতে বিআরও বৈঠক, পূর্বাঞ্চলের সড়ক প্রকল্পে গতি আনতে রূপরেখা চূড়ান্ত

গুয়াহাটি, ৩০ এপ্রিল (আইএএনএস): পূর্বাঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রকল্পগুলির অগ্রগতি পর্যালোচনা ও চলতি অর্থবর্ষের কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণে বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশন (বিএআরও) গুয়াহাটিতে দুই দিনের চিফ ইঞ্জিনিয়ার্স ওয়ার্কস কনফারেন্সের আয়োজন করল।

২৮ ও ২৯ এপ্রিল অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন বিএআরও-র ডিরেক্টর জেনারেল লেফটেন্যান্ট জেনারেল রঘু শ্রীনিবাসন। এতে পূর্বাঞ্চলের সাতটি প্রকল্পের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার এবং ইঞ্জিনিয়ার বেস ওয়ার্কশপ (ইবিডব্লিউ)-এর কমান্ড্যান্ট উপস্থিত ছিলেন।

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বৈঠকে চলতি বছরের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ এবং গুরুত্বপূর্ণ সড়ক নির্মাণ প্রকল্পের কাজ দ্রুত শেষ করার কৌশল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। পাশাপাশি কার্যক্ষমতা বাড়ানো, সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার এবং নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প শেষ করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় কমানো এবং কাজের মান উন্নত করতে ‘সেরা পদ্ধতি’ গ্রহণের বিষয়েও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

বৈঠকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে লেফটেন্যান্ট জেনারেল শ্রীনিবাসন বলেন, চলমান ও ভবিষ্যতের সব প্রকল্পে গতি বজায় রাখা এবং সর্বোচ্চ মান নিশ্চিত করা জরুরি। তাঁর মতে, টেকসই ও দক্ষ অবকাঠামো শুধু অপারেশনাল প্রস্তুতির জন্য নয়, জনবিশ্বাস ও প্রতিষ্ঠানের বিশ্বাসযোগ্যতার ক্ষেত্রেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

উল্লেখ্য, উত্তর-পূর্ব ভারতে, বিশেষ করে দুর্গম ও সীমান্তবর্তী এলাকায় কৌশলগত সড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে বিএআরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রতিকূল ভূপ্রকৃতি ও আবহাওয়ার চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও সংস্থাটি সংযোগ ব্যবস্থা উন্নত করতে কাজ করছে।

এই অঞ্চলে দ্রুত যোগাযোগ, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং জাতীয় নিরাপত্তা জোরদার করতে একাধিক সড়ক ও সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব রয়েছে বিএআরও-র উপর।

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এই বৈঠকের মাধ্যমে পূর্বাঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলিতে নতুন গতি আসবে এবং অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে দেশগঠনে সংস্থার অঙ্গীকার আরও দৃঢ় হবে।

সরকারি হাসপাতালের প্রবেশপথে বেসরকারি সংস্থার বিজ্ঞাপন, প্রশ্নের মুখে কর্তৃপক্ষ

ধর্মনগর, ৩০ এপ্রিল: ধর্মনগর জেলা হাসপাতালের প্রবেশপথে বেসরকারি স্বাস্থ্য সংস্থা ‘ঊনকোটি হসপিটাল’-এর বিজ্ঞাপন ব্যানার ঘিরে বুধবার চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। সরকারি হাসপাতালের মতো সংবেদনশীল জায়গায় এভাবে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রচার চালানো নিয়ে উঠেছে একাধিক প্রশ্ন।

জানা গেছে, বিষয়টি সামনে আসতেই তড়িঘড়ি করে ব্যানারগুলি সরিয়ে ফেলা হয়। তবে সরানোর আগেই সেই বিজ্ঞাপনের দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি হয়ে যায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে হাসপাতাল চত্বরে শুরু হয়েছে জোর চর্চা।

এই বিষয়ে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালের মেডিকেল সুপার ভাস্কর দাস জানান, সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়েছে। তিনি স্পষ্ট করে বলেন, কোনো ধরনের অনুমতি ছাড়াই ওই ব্যানারগুলি লাগানো হয়েছিল।

মেডিকেল সুপার ভাস্কর দাস বলেন, “আমাদের অনুমতি ছাড়াই এই ব্যানার লাগানো হয়েছে। বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে এবং দায়ীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

সরকারি হাসপাতালের প্রবেশদ্বারে এভাবে বেসরকারি সংস্থার বিজ্ঞাপন টাঙিয়ে রোগীদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করা হয়েছে কি না, তা নিয়েই এখন বড় প্রশ্ন উঠছে। ঘটনায় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও বিভিন্ন মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে।

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

তেল ছাড়াই বানিয়ে নিন চিকেন কাবাব

কোলেস্টেরল, ডায়াবেটিসের মতো লাইফস্টাইল ডিজিজ জাঁকিয়ে বসলে খাওয়া-দাওয়ার উপর রাশ টানতে হয়। কোনও লাইফস্টাইল ডিজিজের ক্ষেত্রে ওজনকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সবচেয়ে জরুরি। মেপে-মেপে খাবার খাওয়ার পাশাপাশি কী খাচ্ছেন এবং কখন খাচ্ছেন সেটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত সুস্থ থাকতে চিকিতকেরা বলেন, তেলে ভাজাভুজি খাবার এড়িয়ে যেতে। কিন্তু বিরিয়ানি থেকে শুরু করে বার্গার, ফ্রায়েড চিকেন সবকিছুর মধ্যেই তেল পাওয়া যায়। সারা সপ্তাহ ডায়েট মেনে খাবার খেলেও উইকএন্ডে কোনওভাবে মন চায় না তেল-মশলা ছাড়া খাবার খেতে। আবার ডায়েট ঠিক রাখাও জরুরি। তাই এমন পদের সন্ধান চাই যা স্বাদ ও স্বাস্থ্য দুটোরই খেয়াল রাখবে। এই সুযোগে যদি চিকেন কাবাব খাওয়া যায়, তাহলে কেমন হবে? চিকেন কাবাব শুনে ভাবছেন এটা হেলদি নাকি! দোকান থেকে কিনে আনা চিকেন কাবাব মোটেও স্বাস্থ্যকর নয়। তাতে স্বাদ থাকলেও তেল, মাখনের পরিমাণ অনেক বেশি। কিন্তু আপনি যদি বাড়িতে চিকেন কাবাব বানান এবং তাতে বিন্দুমাত্র তেল না ব্যবহার করেন, তাহলে সেটা স্বাস্থ্যকর হয়ে উঠতে পারে। হ্যাঁ, তেল ছাড়া চিকেন কাবাব বানাতে পারেন বাড়িতেই। চলুন দেখে নেওয়া যাক রেসিপি।

তেল ছাড়া চিকেন কাবাব তৈরির সহজ রেসিপি-

১ কেজি চিকেন নিয়ে ভাল করে ধুয়ে নিন। এবার পালা ম্যারিনেশনের। পেঁয়াজ, আদা, রসুন ও কাঁচা লঙ্কা নিন। মিক্সিতে ভাল করে পেস্ট করে নিন। চিকেনের মধ্যে এই মশলাটা দিয়ে দিন। এবার এতে ২০০ গ্রাম মতো টক দই দিন। আর তার সঙ্গে দিন তন্দুরি মশলা কিংবা বিরিয়ানি মশলা। এবার মাংসটা ভাল করে ম্যারিনেট করুন। খেয়াল রাখবেন যাতে মাংসের প্রতিটা কোণায় মশলা পৌঁছায়। এবার এই ম্যারিনেট করা মাংসটা এক ঘণ্টা ঢাকা দিয়ে রেখে দিন।

গ্যাস ননস্টিকের কড়াই চাপান। এবার এর মধ্যে সমস্ত চিকেনের টুকরোগুলো দিয়ে দিন। মাংসটা প্রথমে একটু ভাল করে নেড়ে দিন। একটু লাল-লাল হয়ে গেলে মাংসটা ঢাকা দিয়ে দিন। কিছুক্ষণ পর ঢাকা সরিয়ে দেখুন মাংস সেদ্ধ হয়েছে কিনা। অন্যদিকে একটি কড়াইতে ১/২ চামচ মাখন গরম করুন। এবার এতে চিকেনের টুকরোগুলো অল্প করে নেড়ে নিয়ে নামিয়ে নিন। রায়তা বা পুদিনার চাটনি এবং স্যালাদের সঙ্গে পরিবেশন করুন তেল ছাড়া চিকেন কাবাব। এতে জমে যাবে উইকএন্ড।

পাকা ও কাঁচা উভয় আমেই রয়েছে অনেক পুষ্টিগুণ

আমকে বলা হয় ফলের রাজা। আম খেতে ভালোবাসেন না, এমন মানুষ পাওয়া মুশকিল। কেবল স্বাদে ও গন্ধে অতুলনীয় নয়, পাকা ও কাঁচা উভয় আমেই রয়েছে অনেক পুষ্টিগুণ। পাকাআমে ক্যারোটিনের মাত্রা বেশি। প্রতি ১০০ গ্রাম আমে ২৭৪০ মাইক্রো গ্রাম ক্যারোটিন থাকে। এতে ১.৩ গ্রাম আয়রন, ১৪ মি.গ্রা.
ক্যালসিয়াম, ১৬ মি.গ্রা. ফসফরাস, ১৬ মি.গ্রা. ভিটামিন সি, ০.৯ মি.গ্রা. রিভোফ্লেভিন এবং ০.০৮ মি.গ্রা. থায়ামিন থাকে। এছাড়াও পাকা আমে রয়েছে ভিটামিন বি-১ ও বি-২। প্রতি ১০০ গ্রাম পাকা আমে ০.১ মি.গ্রা. ভিটামিন বি-১ ও ০.০৭ মি.গ্রা. বি-২ রয়েছে। প্রতি ১০০ গ্রাম পাকা আমে ০.৫ গ্রাম খনিজ লবণ থাকে। এতে কিছু পরিমাণ প্রোটিন ও ফ্যাট থাকে। যেমন- প্রতি ১০০ গ্রাম পাকা আমে ১ গ্রাম প্রোটিন ও ০.৭ গ্রাম ফ্যাট থাকে। আম শ্বেতসারের ভালো উৎপাদন। প্রতি ১০০ গ্রাম পাকা আমে ২০ গ্রাম শ্বেতসার পাওয়া যায়।

আম খেলে আমাদের কী উপকার হয়?

আম তারুণ্য ধরে রাখতে কার্যকর। আমে থাকা ভিটামিন সি কোলাজেনের উতাদনে সাহায্য করে। ফলে ত্বক সতেজ ও টান টান হয়। এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ই, যা ত্বক ও চুলের জন্য অত্যন্ত উপকারী। আমের ক্যারোটিন চোখ সুস্থ রাখে, সর্দি-কাশি দূর করে। কার্বোহাইড্রেইট কর্মশক্তি যোগায়। ভিটামিন সি ও বিভিন্ন অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট পাওয়া যায়, যা দেহের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বৃদ্ধি করে। আমে কপার পাওয়া যায়, যা লোহিত রক্তকণিকা তৈরিতে সাহায্য করে। আমের আয়রন অ্যানিমিয়া প্রতিরোধ করে। ক্যালসিয়াম হাড় সুগঠিত করে, হাড় ও দাঁতের সুস্থতা বজায় রাখে। আম থেকে ভিটামিন সি পাওয়া যায়। ভিটামিন সি স্কার্ভি রোগ প্রতিরোধ করে। দাঁত, মাড়ি, ত্বক ও হাড়ের সুস্থতা রক্ষা করতেও সাহায্য করে ভিটামিন সি। এর পটাশিয়াম রক্ত স্বল্পতা দূর করে ও হৃদ্যন্ত্র সচল রাখতে সাহায্য করে। এই ফলের আঁশ, ভিটামিন ও খনিজ উপাদান অ্যান্টি অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ যা হজমে সহায়তা করে। কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। আম কোলন ক্যান্সার, স্তন ক্যান্সার, রক্তস্বল্পতা ও প্রোস্টেট ক্যান্সার প্রতিরোধে সহায়তা করে। পাকাআম রক্তে কোলেস্টেরলের ক্ষতিকর মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। ভিটামিন বি-৬ পাওয়া যায়, যা মস্তিষ্কের কার্যকারিতা ঠিক রাখতে ও কিছু জটিলতা কমাতে সাহায্য করে। পরিমিত পরিমাণ আম খেলে শরীরে শর্করার মাত্রা ঠিক থাকে। তাই ডায়াবেটিকরা পরিমিত পরিমাণে পাকাআম খেতে পারেন বলে জানান এই অধ্যাপক।

গ্যাস, অ্যাসিডিটির সমস্যায় ঘরে ঘরে?

অনেকেই আছেন যারা প্রায় প্রতিদিনই গ্যাস, অ্যাসিডিটির মতো নানান সমস্যায় ভোগেন। সারাদিন শরীরের মধ্যে চলতে থাকে নানান কষ্ট। প্রতিনিয়ত খেতে হয় ওষুধ। তবে তা কিন্তু সমাধান নয়, কারণ ওষুধ বেশি খাওয়া একদমই ভালো নয়। জানেন কি এর সমাধানের উপায় আছে মাত্র ৪ খাবারেই। নিয়মিত খান এই খাবার গুলো আর গ্যাস, অ্যাসিডিটির সমস্যাকে বিদায় জানান।

পেট ভালো রাখার কাজে দইয়ের কোনও জুড়ি নেই। এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ল্যাকটোব্যাসিলাস। এই ল্যাকটোব্যাসিলাস হল উপকারী ব্যাকটেরিয়া। এই ব্যাকটেরিয়া কিন্তু অন্ত্রের খেয়াল রাখার কাজে ১০০ তে ১০০। তাই নিয়মিত দই খান। এছাড়া দইতে রয়েছে ক্যালশিয়াম, ভিটামিন ডি, প্রোটিন ও পটাশিয়ামের ভাণ্ডার। তাই দই খেলে গোটা দেহের সার্বিক স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। এই কারণে নিয়মিত টক দই খেতেই হবে। শাকে মজুত রয়েছে বিভিন্ন উপকারী ভিটামিন, খনিজ ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। তাই শাক খেলে দেহে পুষ্টির ঘাটতি মিটে যায়। এমনকী এতে থাকা ফাইবার কোলোন বা অন্ত্রকে পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে। কমে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা। তাই অন্ত্রের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে চাইলে নিয়মিত শাক খাওয়া চাই। এক্ষেত্রে নিজের পছন্দমতো যে কোনও একটি শাক পাতে রাখলেই ফল পাবেন।

অন্ত্রকে সুস্থ রাখতে চাইলে ফাইবার রিচ সিরিয়ালস খাওয়া বাড়াতে হবে। এক্ষেত্রে ঢেঁকি ছাঁটা চাল, জোয়ার ও রাগির মতো শস্যে রয়েছে ফাইবারের প্রাচুর্য। এই ধরনের শস্য খেলে পেট সহজে পরিষ্কার হয়। এমনকী মল হয় নরম। তাই পাইলস, কোষ্ঠকাঠিন্যের মতো সমস্যা কমে। এছাড়া গবেষণায় দেখা গিয়েছে এই ধরনের শস্য নিয়মিত খেলে সুগার অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে থাকে। তাই এখন থেকে নিয়মিত এই ধরনের শস্য জাতীয় খাবার খাওয়ার চেষ্টা করুন। বাংলা তথা গোটা পৃথিবীতে ব্রকোলির খাওয়ার চল বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সবজির এতশত গুণ যে বলে শেষ করা যাবে না! এই সবজিতে রয়েছে ভিটামিন সি, ভিটামিন বি ৬, ম্যাগনেশিয়াম ও পটাশিয়ামের ভাণ্ডার। এছাড়া ফুলকপি-বাঁধাকপির ভায়রাভাই এই সবজি ফাইবার সমৃদ্ধ। এই উপাদান অন্ত্রের খেয়াল রাখার ক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকরী। এছাড়া এতে উপস্থিত অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট গোটা দেহের পাশাপাশি অন্ত্রের প্রদাহজনিত সমস্যা মেটায়। তাই নিয়মিত ব্রকোলির তরকারি খাওয়ার অভ্যাসটা এবার তৈরি করে ফেলুন। অন্ত্রকে সুস্থ রাখতে চাইলে পর্যাপ্ত জলপান করা চাই। জলপানের মাধ্যমেই মল নরম হয়, অন্ত্রে জমে থাকা ময়লা বেরিয়ে যেতে পারে, এমনকী দূর হয় টক্সিন। তাই প্রতিদিন অন্ততপক্ষে ৩ থেকে ৪ লিটার জলপান করুন। এক্ষেত্রে জলের পাশাপাশি ডাবের জল, ফ্রুট জুস এবং ওআরএস খেতে পারেন। এতেই সুস্থ থাকবে শরীর।

রোগা হতে চিনি বাদ দিয়ে সুগার ফ্রি খাচ্ছেন?

অতিরিক্ত চিনি শরীরের জন্য একেবারেই ঠিক নয়। ডায়াবেটিস, হাই ব্লাডপ্রেশার, ওবেসিটি, ফ্যাটি লিভার এবং অন্যান্য শারীরিক প্রদাহ জনিত সমস্যা বাড়ে মাত্রাতিরিক্ত চিনি খেলে। আর তাই বিশেষজ্ঞরা সব সময় সুষম আহারের পরামর্শ দেন। সেই তালিকায় শাক-সবজি, ফল এসবই বেশি পরিমাণে থাকে। ক্যালোরি, কার্বোহাইড্রেট এবং চিনি একেবারেই কম পরিমাণে থাকে।

মিষ্টি আমাদের সকলেরই এত প্রিয় যে এর সঙ্গ ত্যাগ করা খুবই কঠিন। মন খারাপ থাকলে মিষ্টি মন ভাল থাকলে মিষ্টি মিষ্টি আমাদের সব সময়ের সঙ্গী। মিষ্টি দিলে তবেই না ডাল, তরকারির স্বাদ ব্যালেন্স হয়। চিনি ছাড়া চা, তরকারি এসবে এখনও অনেক মানুষ অভ্যস্ত নন। বাড়িতে ৫০০ গ্রাম চিনি হলেও কিনে আনার অভ্যাস আমাদের রয়ে গিয়েছে। মিষ্টি খেলেই একাধিক সমস্যা জাঁকিয়ে বসবে শরীরে। আর তাই যাঁরা ডায়াবেটিসে ভুগছেন বা ওজন কমাতে চাইছেন তাঁরা সকলেই চিনির পরিবর্তে সুগার ফ্রি ট্যাবলেট ব্যবহার করেন। যাতে সাপও মরে আর লাঠিও না ভাঙে। বিশেষর্রা বলছেন দীর্ঘদিন ধরে এই সুগার ফ্রি খেলে ওজনও কমে না আর চর্বিও ঝরে না। সম্প্রতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই কৃত্রিম চিনি ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। ওজন কমাতে কোনও ভাবেই যেন সুগার ফ্রি বড়ি ব্যবহার না করা হয় সেই নির্দেশই তাঁরা দিয়েছেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ওই নির্দেশিকাতে আরও বলা হয়েছে সুগার ফ্রি একাধিক জটিল সমস্যা ডেকে আনতে পারে। সেই সঙ্গে শরীরে বাসা বাঁধে একাধিক রোগ সমস্যাও। যে কারণে সচেতন থাকতেই হবে। আর এই সুগার ফ্রি চিনির থেকেও বেশি ক্ষতিকারক। এতে হার্টের উপর চাপ বেশি পড়ে। এমনকী প্রাপ্ত বয়স্কদের মৃত্যুর ঝুঁকিও বাড়তে পারে। দীর্ঘদিন ধরে সুগার ফ্রি খেলে যে সব সমস্যা হতে পারে- টাইপ ২ ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ হারর্টরে সমস্যা, স্ট্রোক, হার্ট, ফেলিওর, ওবেসিটি তাই চিকিতকদের পরামর্শ এই সুগার ফ্রি ব্যবহার না করে প্রাকৃতিক চিনি রয়েছে এমন খাবার খান। সম্পূর্ণ চিনি ছাড়া খাবার খাওয়া অভ্যাস করুন। চিনির তেষ্টা মেটাতে শুকনো ফল, খেজুর, কিশমিশ এসব খান। এছাড়াও আম, সবেদা, আঙুর এমন ফল খেতে পারেন। আর যাঁরা ডায়াবেটিসে আক্রান্ত তাঁরা কোনও ভাবেই সুগার ফ্রি খাবেন না।

মহিলাদের শরীরে অতিরিক্ত অ্যান্ড্রোজেন উৎপাদন হলে কী হয়

হরমোন আমাদের শরীরের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে রাসায়নিক বার্তাবাহক হিসেবে কাজ করে এই হরমোন। বৃদ্ধি,প্রজনন থেকে শুরু করে বিপাক সবেতেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এই হরমোনের। আর হরমোনের ভারসাম্যহীনতা থেকে ক্যানসারও হতে পারে। মহিলাদের শরীরে দুটি গুরুত্বপূর্ণ হরমোন হল ইস্ট্রোজেন আর প্রোজেস্টেরন।

মহিলাদের শরীরে যৌন হরমোন হল ইস্ট্রোজেন এবং অ্যান্ড্রোজেন। ন্যাশনাল লাইব্রেরি অফ মেডিসিন অনুসারে মেয়েদের শরীরে অ্যান্ড্রোজেন বেশি উতন্ন হলে সেখান থেকে একাধিক সমস্যা হতে পারে। অ্যালোপেসিয়া, ব্রণ, পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম এবং বেশ কিছু প্রজনন-গত সমস্যার পিছনে দায়ী হল এই অ্যান্ড্রোজেন হরমোন। ডিম্বাশয়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অ্যান্ড্রোজেন উতন্ন হলে সেখান থেকে অতিরিক্ত পরিমাণ টেস্টোস্টেরন তৈরি হয়। এর ফলে মহিলাদের মধ্যে পুরুষের বৈশিষ্ট্য প্রকট হয়। মহিলা এবং পুরুষ উভয়ের শরীরেই এই অ্যান্ড্রোজেন তৈরি হয়। মহিলাদের শরীরে অ্যান্ড্রোজেনের ২০০টিরও বেশি কাজ রয়েছে। মহিলাদের শরীরে যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত অ্যান্ড্রোজেন উতন্ন হয় তাহলে এই কয়েকটি লক্ষণ দেখা দেয়- অনিয়মিত মাসিক বা পিরিয়ড টানা কয়েক মাসের জন্য বন্ধ হয়ে যাওয়া শরীরে অতিরিক্ত চুল মুখে বেশি চুল গজায় পেশী মোটা হয়ে যায় ওজন বাড়ে সেই সঙ্গে আকৃতিগত পরিবর্তনও আসে ব্রণর সমস্যাও দেখা দেয় আজকাল-এর সমস্যায় প্রচুর মেয়ে ভুগছে। মহিলাদের মধ্যে অ্যান্ড্রোজেনের আধিক্য-এর অন্যতম কারণ। অতিরিক্ত পরিমাণে জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি খেলে সেখান থেকেও সমস্যা হতে পারে। এই হরমোন নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রথমেই যা করতে হবে তা হল চিকিতকের পরামর্শ নিতে হবে। এছাড়াও নিয়মিত ব্যায়াম, ডায়েট আর শরীরচর্চা করতেই হবে। সেই সঙ্গে চিকিতকেরা জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়িও খেতে দেন। প্রাথমিক ভাবে জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনতে হবে। আজকাল অধিকাংশ মেয়ের মধ্যেই এই সমস্যা দেখা দিচ্ছে। তাই এই পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম থাকলে বছরে দুবার প্রয়োজনীয় সব পরীক্ষা করিয়ে রাখবেন।

এই গরমে শরীরে জলের ঘাটতি পূরণে করণীয়

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বয়ে যাচ্ছে তাপপ্রবাহ। এই সময়ে শরীরে জলের ঘাটতি হওয়াটাই স্বাভাবিক। এত শারীরিক নানা সমস্যাও দেখা দিতে পারে। কিন্তু চিকিৎসকেরা জানাচ্ছেন, জল খেতে ভালো না লাগলেও এ সময়ে হিটস্ট্রোকের হাত থেকে বাঁচতে স্বাস্থ্যকর পানীয় বা জলের পরিমাণ বেশি আছে, এমন খাবার খাওয়া জরুরি। এদিকে, বাড়ির বাইরে থাকলে অনেকেই জল খাওয়ার পরিমাণ কমিয়ে দেন। ফলে শরীরে জলের ঘাটতি দেখা দেয়। এর ফলে শুধু ডিহাইড্রেশন নয়, অতিরিক্ত ঘাম হওয়ার ফলে শরীরে সোডিয়াম-পটাশিয়ামের মাত্রা কমে গিয়েও জটিলতা বেড়ে যেতে পারে। তাই জল খেতে ভালো না লাগলেও এই আবহাওয়ায় শারীরিক সমস্যা এড়াতে শরীরে জলের ঘাটতি হতে দেওয়া চলবে না। শরীরে জলের ভারসাম্য বজায় রাখতে যা যা করণীয়: (১) জল খাওয়ার পরিমাণ বাড়িয়ে তুলতে মোবাইল ফোনে "রিমাইন্ডার" দিয়ে রাখতে পারেন। বাড়ির বাইরে যেখানেই যান, সঙ্গে জলের বোতল নিয়ে বেরোনোই ভালো।

(২) জল খেতে ভালো না লাগলে ওআরএস বা ডাবের জল, ঘোল, লেবুর রস-লবন-চিনির শরবত খাওয়া দরকার।

(৩) জলশূন্যতা থেকে বাঁচতে, তেষ্টা না পেলেও জল খেতে হবে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে থাকলে অনেক সময়েই তেষ্টা অনুভব করা যায় না। সে ক্ষেত্রে জল খাওয়ার কথা মনে করানোর ব্যবস্থা রাখতে হবে। (৪) জলের স্বাদ ভালো না লাগলে জলের মধ্যে পুদিনা, তুলসী, লেবু বা অন্যান্য ফলের টুকরো ভিজিয়ে রেখে খেতে পারেন।

(৫) ডিহাইড্রেশন থেকে বাঁচতে জলের পরিমাণ বেশি এমন শাকসব্জি বা ফল খাওয়ার পরিমাণ বাড়াতে হবে।

কথায় কথায় অ্যান্টাসিড খান?

গাস-অম্বলের সমস্যা মানুষের সারাজীবন। একটু মশলাদার খাবার খেলেই গলা জ্বালা, চোয়া ঢেকুড়, পেট খারাপের, বদহজমের সমস্যা দেখা দেয়। আর এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে বিশেষজ্ঞের কোনও রকম পরামর্শ না নিয়েই অনেকেই ডাক্তারি করে বসেন।

খান মুঠোমুঠো অ্যান্টাসিড । আর এতেই দেখা দেয় বড় বিপদ। বিশেষজ্ঞরা বার-বার এই বিষয়ে সতর্ক করলেও কোনও পরিবর্তন হয়নি। একটু সাময়িক স্বস্তি পেতে শরীরের যে কত বড় ক্ষতি হচ্ছে জানুন

অ্যান্টাসিড হল ওভার দ্য কাউন্টার ড্রাগ। যা কোনও রকম প্রেসক্রিপশন ছাড়াই দোকান থেকে কেনা যায়। আর এতেই হয়েছে যত বিপদ। না বুঝেশুনে মুড়ি-মুড়কির মতো এই অ্যান্টাসিড খাচ্ছেন মানুষ। এই ওষুধের মূল কাজ হল পাকস্থলীর অ্যাসিডকে প্রশমিত করা। ফলে সাময়িক ভাবে সমস্যা কমে। এছাড়াও এই ওষুধ পেটের আলসার, কস্থলীর লাইনিং এর প্রদাহ কমায়। তবে অত্যধিক পরিমাণে অ্যান্টাসিড খেলে কী ক্ষতি হয় জানুন..

এনএইচএস.ইউকে-এক মতে অতিরিক্ত পরিমাণে অ্যান্টাসিড খেলে হতে পারে ডায়ারিয়া, পেটে বথা, বমির সমস্যা। এছাড়াও দেখা দিতে পারে কোষ্ঠকাঠিন্য, অত্যধিক বাতকর্মের সমস্যাও। জানেনে কি অত্যধির আন্টাসিড খাওয়ার ফলে হতে পারে মাথা যন্ত্রণার সমস্যাও। ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি স্কুলের মেডিসিন বিভাগের এক গবেষণাপত্র অনুযায়ী, অতিরিক্ত অ্যান্টাসিড খেলে হাড় ভঙ্গুর হয়ে যায়। এবং কিডনির অবস্থা ধীরে ধীরে খারাপ হতে থাকে।এছাড়াও এতে হৃদযন্ত্রের অবস্থা এতটাই খারাপ হয়ে যায় যে হৃদরোগের আশঙ্কা মারাত্মক ভাবে বেড়ে যায়। কাঁদের অ্যান্টাসিড খাওয়ার আগে অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে? ১. অন্তঃসত্ত্বা মহিলা ২. ব্রেস্টফিড করান যাঁরা ৩. উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা রয়েছে যাঁদের ৪. কিডনির সমস্যায় ভুগছেন যাঁরা ৫. লিভার সিরোসিস রয়েছে যাঁদের ৬. হার্টের সমস্যায় আক্রান্ত যাঁরা কখন খাওয়া উচিত অ্যান্টাসিড? অনেকেই খালিপেটে অ্যান্টাসিড খান। এই অভ্যেস অবিলম্বে তাগ করতে হবে। কারণ বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রয়োজন পড়লে খাবার খাওয়ার আগে বা পড়ে অ্যান্টাসিড খেতে হবে। এই ওষুধ ২-৪ ঘণ্টা কাজ করে। তাই একটি ওষুধ খেয়ে কাজ না হলে তারপরেই আর একটি ওষুধ খাওয়া চলবে না। এই প্রতিবেদনটি শুধুমাত্র তথ্যের জন্য, কোনও ওষুধ বা চিকিতা সংক্রান্ত নয়। বিস্তারিত তথ্যের জন্য আপনার চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করুন।

চুলে তেল দিলে তবেই চুল তাজা থাকে

চুলে তেল দিলে তবেই চুল তাজা থাকে। এখন অনেকেই রোজ চুলে চেল দেন না। চুলে তেল দেওয়ার অভ্যাস চলে গিয়েছে। কাজের প্রয়োজনে সকলকেই বাড়ির বাইরে বেরোতে হয়। রোজ চুলে তেল দিয়ে তো বাইরে বেরনো যায় না। শ্যাম্পু, কন্ডিশনার, চুলে স্ট্রেটনিং, হেয়ার পলিশিং এই সবের চক্করে পড়ে অনেকেই চুলে তেল লাগাতে ভুলে যান।

এবার যেদিন শ্যাম্পু করা হয় তার আগের দিন তেল গরম করে চুলে মালিশ করে সারারাত রেখে দেওয়া হয়। এই সারারাত চুলে তেল দিয়ে রাখার অভ্যাস কতটা যুক্তিযুক্ত? অনেকের ধারণা সারারাত চুলে তেল দিয়ে রাখলে তবেই চুলে ভাল করে তেল ঢোকে। সত্যিই কি এভাবে চুলের গোড়ায় পুষ্টির যোগান দেওয়া যায়?

বিশেষজ্ঞরা বলছেন নিয়মিত স্ক্যাল্পে তেল মালিশ করলে তবেই চুল ভাল থাকে। নইলে চুল অনেক তাড়াতাড়ি পড়ে যেতে পারে। সারারাত চুলে তেল দিয়ে রাখলেই যে চুলের কোয়ালিটি ভাল হয়ে যায় এমনটা একেবারেই নয়। চিকিতকেরা বলছেন, চুলে তেল দিয়ে ঘুমোলে উপকারের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হয়। চুলে তেল লাগালে চুলোর গোড়া দুর্বল থাকে। চুলে টান পড়ে। ফলে গোড়া থেকে তা আলগা হয়ে যায়। আর তেল লাগালে চুলের গোড়া এতটাই দুর্বল থাকে যে ঘষা লাগলেও চুল ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। সব সময় বালিশ, চাদর ঠিক ভাবে পরিষ্কার থাকে না। বালিশে, চাদরে ধুলো লেগেই থাকে। সেই ধুলো লাগা চাদর ব্যবহার করলে চুলে ধুলো আটকে যেতে পারে।

স্ক্যাল্পে তেল লাগানোর আগে ভাল করে স্ক্যাল্পের প্রকৃতি পরীক্ষা করে নিন। শুষ্ক স্ক্যাল্প হলে একরকম এবং তৈলাক্ত স্ক্যাল্প হলে একরকম। চুল যদি পাতলা আর রুক্ষ্ম হয় তাহলে সপ্তাহে তিনদিন তেল মাখুন। এরপর অবশ্যই মনে করে শ্যাম্পু করে নেবেন। বেশি তেল মাখলেই যে চুল ভাল থাকবে এরকম নয়। চুলে মেপে তেল দিন। অতিরিক্ত তেলও চুলের জন্য একেবারেই ভাল নয়। স্ক্যাল্পে অল্প তেল মালিশ করে নিন। এরপর চুলের গোড়ায় তেল লাগিয়ে নিন। এতেই চুল ভাল থাকবে।

দোকানের মতো মাঙ্গো আইসক্রিম এবার বাড়িতেই বানিয়ে নিন

গরম পড়তেই বাজার সেজে উঠেছে রকমারি সব আমে (। ছোট থেকে বড় কমবেশি সকলেই খেতে পছন্দ করেন এই রসালো সুন্দর মিষ্টি ফল। আর যদি প্রিয় ফল আইসক্রিমের অবতারে সামনে আসে? তবে কেমন হয়? পুরো জমে ক্ষির! আম ও আইসক্রিমের যুগলবন্দীতে জমে যাবে শেষপাত যাকে বলে। জানেন কি এই ম্যাঙ্গো আইসক্রিম খুব সহজেই বাড়িতে বানানো সম্ভব।

পয়সা খরচ করে বাইরে থেকে কেন কিনবেন এই আইসক্রিম যখন উপায় রয়েছে হাতের কাছেই। কী করে বানাবেন ভাবছেন তো? চিন্তা নেই।

রইল রেসিপি

উপকরণ: ২ কাপ তরল দুধ ১/৪ কাপ গুড়ো দুধ ২ কাপ হুইপড ক্রিম ১/৪ কাপ কনডেন্সড মিল্ক পরিমাণ মতো চিনি ২-৩ টে গোটা আমের পিউরি কয়েক ফোঁটা ভানিলা এসেন্স ড্রাই ফ্রুটস স্টেপ ১- সবার প্রথমে দুধ ভাল করে ফুটিয়ে নিন। এবার তাতে ধীরে ধীরে ধীরে কনডেন্স মিল্ক ও গুড়ো দুধ মেশান। মিশ্রণটি ভাল করে নাড়তে থাকুন। মিশ্রন ঘন হলে তাতে হুইপড ক্রিম মেশান। স্টেপ ২- এবার এই মিশ্রণটি একটু ঠান্ডা করে ফ্রিজে রেখে দিন। অন্যদিকে মিক্সারের একটি পাত্রে আমের পিউরি নিন। তাতে চিনি দিন। ও একটু ক্রিম ও কয়েক ফোঁটা ভ্যানিলা এসেন্স মেশান।

স্টেপ ৩- এবার ফ্রিজ থেকে বাইরে বের করুন দুধের মিশ্রণটি। এবং তার সঙ্গে মিশিয়ে দিন আমের মিশ্রণ।

স্টেপ ৪- এবার খোপ কাটা আইসক্রিম কন্টেনার নিন। যদি না থাকে তবে বাটিও ব্যবহার করতে পারেন। তাতে উপর দিয়ে এই মিশ্রণ দিয়ে দিন। চাইলে কাঠিও গুজে দিতে পারেন। এবার এগুলি ৮-১০ ঘণ্টার

জন ফ্রিজে রেখে দিন। আইসক্রিম জমে গেলে উপর থেকে ড্রাইফ্রুটস ছড়িয়ে দিন। বাস তৈরি আপনার মাঙ্গো আইলক্রিম। পরিবারের সকলকে লাঞ্চ বা ডিনারের পর পরিবেশন করে চমকে দিন!

বৃহস্পতিবার আগরতলায় নরসিংহ জয়ন্তি অনুষ্ঠিত হয়।

কংগ্রেস-এসপি নারীবিরোধী, 'গিরগিটির মতো রং বদলায়': তীব্র আক্রমণ যোগী আদিত্যনাথ-এর

লখনউ, ৩০ এপ্রিল (আইএএনএস): উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বৃহস্পতিবার কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি (এসপি) এবং বিরোধী ইন্ডিয়া জোট-কে তীব্র আক্রমণ করে তাদের "মূলত নারীবিরোধী" বলে অভিযোগ করেন।

লখনউয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি জানান, বিধানসভার একদিনের বিশেষ অধিবেশন ডাকা হয়েছে, যেখানে মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ বিল কার্যকর করতে বিরোধীদের বাধা দেওয়ার অভিযোগে নিন্দা প্রস্তাব আনা হবে।

যোগী দাবি করেন, কংগ্রেস ও এসপি অতীতে কখনও নারীদের স্বার্থ রক্ষা করতে পারেনি। তাঁর কথায়, "নারীদের প্রতি অসম্মান তাদের রক্তে মিশে আছে। সমাজবাদী পার্টি ক্ষমতায় থাকাকালীন মহিলাদের উপর অত্যাচার চরমে পৌঁছেছিল।"

অতীতের বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ করে তিনি বলেন, বিরোধী দলগুলির আমলে নারীদের নিরাপত্তা নিয়ে ভয়ের পরিবেশ তৈরি হয়েছিল।

তিনি আরও বলেন, মহিলা সংরক্ষণ বিলকে সমর্থন করলে বিরোধীরা নিজেদের ভাবমূর্তি বদলানোর সুযোগ পেত। কিন্তু তারা সেই পথ না বেছে এখন বিলটি কার্যকর না করার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, এই বিশেষ অধিবেশন সম্পূর্ণভাবে এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে হবে এবং মহিলাদের ক্ষমতায়ন, মর্যাদা ও স্বনির্ভরতার ৩ বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-কে ধন্যবাদ জানানো হবে।তিনি দাবি করেন, বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার ধারাবাহিকভাবে নীতি নির্ধারণ ও প্রশাসনে মহিলাদের অংশগ্রহণ বাড়াতে কাজ করছে।বিরোধীদের কটাক্ষ করে যোগী আদিত্যনাথ বলেন, বিধানসভায় আলোচনার সময় সমাজবাদী পার্টি, কংগ্রেস, ডিএমকে ও তৃণমূল কংগ্রেসের "নারীবিরোধী মনোভাব" প্রকাশ পাবে।

তিনি বিরোধী বিধায়কদের আলোচনায় অংশ নিয়ে মহিলা সংরক্ষণ বিল সম্পর্কে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করার আহ্বান জানান।

রাজস্থানে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ, গুরুতর দগ্ধ ৭

জয়পুর, ৩০ এপ্রিল (আইএএনএস) : রাজস্থানের খৈরতল-তিজারা জেলার সাথালকা গ্রামের বিল্লু কলোনিতে বৃহস্পতিবার এক ভয়াবহ দুর্ঘটনায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে অন্তত সাতজন গুরুতরভাবে দগ্ধ হয়েছেন। আইএএনএস সূত্রে জানা গেছে, ঘটনাটি ঘটেছে একটি আবাসিক বাড়িতে রান্নার সময়।

প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী, বাড়ির ভেতরে গ্যাস লিক হওয়ার জেরে আগুন লাগে এবং মুহূর্তের মধ্যে তা ভয়াবহ বিস্ফোরণে রূপ নেয়। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই ছিল যে আশপাশের বাড়িগুলিতেও কম্পন অনুভূত হয়, ফলে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

ঘটনার সময় বাড়ির ভিতরে প্রায় সাতজন উপস্থিত ছিলেন। বিস্ফোরণের পর আগুনে তাঁরা আটকে পড়েন। তাঁদের চিৎকার শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এসে বহু চেষ্টা করে আহতদের উদ্ধার করেন।

সব আহতের শরীরে গুরুতর দগ্ধের চিহ্ন রয়েছে। তাঁদের দ্রুত ভিওয়াড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। তবে অবস্থার অবনতি হওয়ায় পরে সকলকে উন্নত চিকিৎসার জন্য আলওয়ারের একটি বড় হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

খবর পেয়ে ভিওয়াড়ি ফেজ-৩ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। প্রাথমিকভাবে গ্যাস লিক থেকেই এই বিস্ফোরণ হয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে, যদিও সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

এদিকে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। গ্যাস সিলিন্ডার ও পাইপলাইনের নিয়মিত পরীক্ষা করা এবং কোথাও গ্যাসের গন্ধ পেলে দ্রুত কর্তৃপক্ষকে জানানোর আহ্বান জানানো হয়েছে।

ঘটনার তদন্ত চলছে এবং আহতদের চিকিৎসা অব্যাহত রয়েছে।

বঙ্গ, অসমে এনডিএর জয়ের আশা, তামিলনাড়ু-কেরল নিয়েও আশাবাদী নেতৃত্ব: এক্সিট পোল ইঙ্গিত

নয়াদিল্লি, ৩০ এপ্রিল (আইএএনএস): একাধিক এক্সিট পোলের পূর্বাভাসে পশ্চিমবঙ্গ ও অসমে বিজেপির উল্লেখযোগ্য সাফল্যের ইঙ্গিত মিলতেই জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট (এনডিএ)-এর নেতারা বৃহস্পতিবার দৃঢ় আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করেছেন। তাঁদের দাবি, দুই রাজ্যেই "ডাবল ইঞ্জিন" সরকার গঠন হতে চলেছে। পাশাপাশি তামিলনাড়ু ও কেরলেও দলের পারফরম্যান্স নিয়ে আশাবাদী তারা।

ম্যাট্রিজ এক্সিট পোল অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ১৪৬ থেকে ১৬১টি আসন পেতে পারে এবং ভোট শেয়ার প্রায় ৪২.৫ শতাংশে পৌঁছাতে পারে। অন্যদিকে ২৩৪ আসনের তামিলনাড়ুতে ডিএমকে নেতৃত্বাধীন জোট পুনরায় ক্ষমতায় ফিরতে পারে বলে পূর্বাভাস। কেরলের ১৪০ আসনের বিধানসভায় কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউডিএফ ৭০-৭৫টি আসন পেয়ে সামান্য এগিয়ে থাকতে পারে, যেখানে বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট (এলডিএফ) পেতে পারে ৬০-৬৫টি আসন।

ভোটগণনা হবে ৪ মে।

এক্সিট পোলের প্রতিক্রিয়ায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত বলেন, "এবার বাংলায় মানুষ পরিবর্তনের পক্ষে মনস্থির করেছেন। পরিবর্তন নিশ্চিত।"

বিহার বিজেপি সভাপতি সঞ্জয় সরাওগি কিছুটা সতর্ক সুরে বলেন, "এক্সিট পোল অনুযায়ী বিজেপি এগিয়ে রয়েছে। তবে চূড়ান্ত ফল জানা যাবে গণনার দিনেই। প্রথমবার বহু মানুষ, যারা আগে ভোট দিতে পারেননি, এবার ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন।"

তিনি আরও দাবি করেন, "এইবার বাংলায় ভোট শান্তিপূর্ণ ও ভয়মুক্ত পরিবেশে হয়েছে। অতীতে সহিংসতা ও বুথ দখলের অভিযোগ থাকলেও এবার মানুষ স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পেরেছেন।"

জেডিইউ-র রাজ্যসভা সাংসদ সঞ্জয় কুমার ঝা বলেন, "অনেক এক্সিট পোলেই দেখা যাচ্ছে এনডিএ এগিয়ে। ফল ৪ তারিখে জানা যাবে, তবে বিভিন্ন সূত্রের প্রতিক্রিয়া অনুযায়ী বাংলায় এনডিএ সরকার আসছে।"

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা বলেন, "এটা হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। মানুষ তাদের আশীর্বাদ দিয়েছেন। পরিবর্তন নিশ্চিত, যা ৪ তারিখে ফলাফলে দেখা যাবে।"

দিল্লির মন্ত্রী কপিল মিশ্র কিছুটা হালকা মেজাজে বলেন, "৪ মে আসতে চলেছে, চারিদিকে গেরুয়া আবহ। জনমতের ইঙ্গিত স্পষ্ট। সেদিন সবাই ঝালমুড়ি আর জিলিপি খাবে।"

উত্তরপ্রদেশের উপমুখ্যমন্ত্রী ব্রজেশ পাঠক বলেন, "এক্সিট পোল অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি বড় সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে পারে। তবে ভোটগণনার ফলের জন্য অপেক্ষা করা উচিত।"

জেডিইউ-র জাতীয় মুখপাত্র রাজীব রঞ্জন প্রসাদ বলেন, "অসমে বিজেপি বিপুল জনসমর্থন পেতে চলেছেপ্রায় সব এক্সিট পোলই সেই ইঙ্গিত দিচ্ছে।"

বিজেপি জাতীয় মুখপাত্র শাহনওয়াজ হুসেন বলেন, "অসম ও পশ্চিমবঙ্গে বড় ব্যবধানে আমাদের সরকার গঠন হবে। তামিলনাড়ুতেও ভালো ফল করব এবং কেরলে চমকপ্রদ ফল আসতে পারে। বাংলায় সূর্যোদয়ের মতোই বিজেপি সরকারের গঠনও নিশ্চিত।"

বঙ্গ ভোট: ৭৭টি বুথে পুনর্নির্বাচন নিয়ে আজ সিদ্ধান্ত নেবে নির্বাচন কমিশন

কলকাতা, ৩০ এপ্রিল (আইএএনএস): দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার চারটি বিধানসভা কেন্দ্রে ৭৭টি বুথে পুনর্নির্বাচনের দাবিতে বিজেপির আবেদনের বিষয়ে বৃহস্পতিবার সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে ভারতের নির্বাচন কমিশন (ইসিআই)। উল্লেখ্য, এই কেন্দ্রগুলিতে দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ হয়েছিল ২৯ এপ্রিল।

সূত্রের খবর, ৭৭টি বুথের মধ্যে ৬৪টি ডায়মন্ড হারবার মহকুমার অন্তর্গত এবং সেগুলি ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যেই পড়ে। এই কেন্দ্রের সাংসদ হলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও)-এর দপ্তরের এক সূত্র জানিয়েছে, যেসব বুথে পুনর্নির্বাচনের দাবি করা হয়েছে, তার মধ্যে ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রে রয়েছে ৩২টি, ডায়মন্ড হারবারে ২৯টি, বজবজে ৩টি এবং মগরাহাট (পূর্ব) কেন্দ্রে ১৩টি বুথ। এর মধ্যে ফলতা, ডায়মন্ড হারবার এবং বজবজএই তিনটি বিধানসভা কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত। অন্যদিকে মগরাহাট (পূর্ব) পড়ে জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রে। উভয় লোকসভা কেন্দ্রই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত।

উল্লেখ্য, ২৩ এপ্রিল অনুষ্ঠিত প্রথম দফার ভোটে কোনও পুনর্নির্বাচনের দাবি ওঠেনি এবং কোথাও পুনর্নির্বাচনও হয়নি।

সম্প্রতি ফলতা কেন্দ্রকে ঘিরে একাধিক বিতর্ক সামনে এসেছে। প্রথমে ডায়মন্ড হারবার মহকুমার জন্য ইসিআই-নিযুক্ত পুলিশ পর্যবেক্ষক অজয় পাল শর্মা এবং তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গীর খানের মধ্যে বাকবিতণ্ডা ঘিরে উত্তেজনা তৈরি হয়।

এরপর বুধবার ফের বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে আসে ফলতা, যখন দেখা যায় বিজেপি প্রার্থীর নাম ও প্রতীকের পাশে থাকা ইভিএমের বোতাম সাদা টেপ দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে।

ঘটনার পরপরই নির্বাচন কমিশন বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখে এবং সিইও-র দপ্তরের কাছে রিপোর্ট তলব করে। সিইও দপ্তরের সূত্রে জানানো হয়েছে, রিপোর্ট ইতিমধ্যেই পাঠানো হয়েছে এবং বৃহস্পতিবারই পুনর্নির্বাচন নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাতে পারে কমিশন।

কর্নাটকে আপাতত মুখ্যমন্ত্রী বদল নয়, জল্পনার মাঝে স্পষ্ট বার্তা মল্লিকার্জুন খাড়গে-র

বেঙ্গালুরু, ৩০ এপ্রিল (আইএএনএস): কর্নাটকে আপাতত মুখ্যমন্ত্রী পরিবর্তনের কোনও প্রশ্নই ওঠে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। মুখ্যমন্ত্রী পদ নিয়ে জল্পনা এবং দলীয় নেতাদের চাপের মধ্যেই তিনি এই মন্তব্য করেন।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে খাড়গে বলেন, বর্তমানে সিদ্দারামাইয়া-কেই মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বহাল রাখা হবে। নেতৃত্ব পরিবর্তনের কোনও সিদ্ধান্ত নিতে হলে সোনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধী সহ দলের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করেই তা করা হবে।

তিনি বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী পরিবর্তনের প্রশ্ন উঠলে আমরা সবাই বসে আলোচনা করব। এখনও সেই সময় আসেনি।"

নিজের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে প্রশ্ন উঠলে খাড়গে তা উড়িয়ে দিয়ে বলেন, এ ধরনের জল্পনা মূলত সংবাদমাধ্যমের তৈরি। তিনি জানান, দলের নীতি অনুযায়ী সব সিদ্ধান্তই সম্মিলিতভাবে নেওয়া হয় এবং বর্তমানে কর্নাটকে একজন মুখ্যমন্ত্রী রয়েছেন।

কর্নাটকে নেতৃত্ব নিয়ে জল্পনা তীব্র হয় উপমুখ্যমন্ত্রী ডি.কে. শিবকুমার-এর দিল্লি সফরের পর। এরপর মুখ্যমন্ত্রী শিবিরের একাধিক মন্ত্রীও দিল্লিতে গিয়ে দলের হাইকমান্ডের কাছে বিষয়টি স্পষ্ট করার দাবি জানান। এদিকে, শিবকুমার ঘনিষ্ঠ শিবিরের দাবি, আগামী ১৫ মে তাঁর জন্মদিনে তাঁকে "উপহার" হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী পদ দেওয়া হতে পারে।

হাসপাতালের দেওয়াল ধস: ঘটনাস্থল পরিদর্শনে লোকায়ুক্ত, স্বতঃপ্রণোদিত তদন্তের নির্দেশ

বেঙ্গালুরু, ৩০ এপ্রিল (আইএএনএস): কর্নাটকের কর্নাটক লোকায়ুক্ত বিচারপতি বি.এস. পাটিল বৃহস্পতিবার বোয়ারিং হাসপাতালের প্রাচীর ধসের ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে স্বতঃপ্রণোদিত তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। এই দুর্ঘটনায় এক কন্যাশিশুসহ মোট সাতজনের মৃত্যু হয়েছে।

তিনি মেডিক্যাল এডুকেশন দফতরের কাছেও ঘটনার রিপোর্ট তলব করেছেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন উপ-লোকায়ুক্ত বিচারপতি কে.এন. ফণীন্দ্র এবং বিচারপতি বি. ভীরাপ্পা।

বুধবার শিলাবৃষ্টি ও বজ্রবিদ্যুৎসহ প্রবল বৃষ্টির জেরে বোয়ারিং হাসপাতাল-এর প্রাচীর ভেঙে পড়ে। এতে বহু মানুষ হতাহত হন। ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পর বিচারপতি পাটিল বলেন, "বেঙ্গালুরুর নাগরিক সংস্থার দায়িত্ব নির্ধারণ করতেই হবে। আমি এই বিষয়ে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা নিচ্ছি। শুধু এই ঘটনাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, ভবিষ্যতে যাতে এমন ঘটনা না ঘটে তার জন্যও পদক্ষেপ নেওয়া হবে।"

তিনি জানান, বিভিন্ন ওয়ার্ডে দুর্বল ও জনসাধারণের ব্যবহারের আওতায় থাকা কাঠামোগুলি চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে দায়িত্ব বণ্টন করা হবে। প্রাথমিক তদন্তে দেখা যাচ্ছে, ঘটনাস্থলে প্রচুর বর্জ্য ও বালি জমা ছিল। দুর্বল ভিত্তি এবং সিমেন্ট ব্লক ব্যবহারের কারণেই প্রাচীরটি ধসে পড়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

তিনি আরও বলেন, "প্রাচীরটি পুনর্নির্মাণ করা সম্ভব হলেও, তার পাশে রাস্তার ধারে ব্যবসা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। যারা এই অনুমতি দিয়েছে, তাদের নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত ছিল।"

প্রতি বছর ভারী বৃষ্টিপাতের বিষয়টি মাথায় রেখে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা বেঙ্গালুরু পুরনিগম ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ছিল বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

এদিকে, মল্লিকার্জুন খাড়গে কালাবুরগিতে বলেন, প্রাচীরে আগেই ফাটল দেখা গিয়েছিল এবং তার পাশে ব্যবসা করার অনুমতি দেওয়া উচিত হয়নি। মৃতদের পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণ ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসনের দাবিও জানান তিনি।

অন্যদিকে, জনতা দল (সেক্যুলার) দলের একটি প্রতিনিধি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। দলের এমএলসি টি.এ. শরবণা রাজ্য সরকারকে সরাসরি দায়ী করে মৃতদের পরিবারকে ২৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ও পরিবারের একজনকে চাকরির দাবি জানান।

তিনি জানান, দলের পক্ষ থেকে মৃতদের পরিবারকে এক লক্ষ টাকা এবং আহতদের ২৫ হাজার টাকা করে তৎক্ষণাৎ আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে।

ধার সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত বেড়ে ১৬, গণদাহ সম্পন্ন

ভোপাল/ধার, ৩০ এপ্রিল (আইএএনএস): মধ্যপ্রদেশের ধার জেলা-র মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১৬। আহত আরও চার শ্রমিক চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গিয়েছেন। বৃহস্পতিবার সব মৃতদেহের একসঙ্গে দাহকার্য সম্পন্ন করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তিরলা থানার অন্তর্গত এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। ঘটনার সময় একটি পিকআপ ভ্যানে প্রায় ৪৬ জন শ্রমিকযাদের মধ্যে মহিলা ও শিশুরাও ছিলেনযাত্রা করছিলেন। ঘাটাবিলোদ থেকে আসা গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি হোটেলের কাছে রাস্তার উল্টো দিকে চলে গিয়ে উল্টে যায়। ঘটনাস্থলেই ১২ জনের মৃত্যু হয়, পরে আরও চারজন মারা যান। দুর্ঘটনার পর পরিস্থিতি অত্যন্ত বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। আহতদের দ্রুত জেলা ভোজ হাসপাতাল-এ নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে ১৩ জন ওই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন, ছয়জন একটি বেসরকারি হাসপাতালে এবং গুরুতর আহত নয়জনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ইন্দোর-এ পাঠানো হয়েছে।

PNIeT-03/E.E/Div-IV/AMC/26-27 DATE : 28/04/2026

Online single bid percentage rate e tender are invited for the following works"

Sl No.	Name of the Work ID	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date and time for document downloading and bidding	Time and date of Opening of Bid	Document downloading and biding at Application	Class of Bidder
1	**DNIe-T No: 04/DIV-IV/AMC/ 26-27** Tender ID - 2026_ SAMC_ 72238_1	Rs.21,20,274/-	Rs.42,405/-	96 (sixty) **Days**	**05/05/2026 15.00 Hour**	**05/05/2026 16.00 Hour**	**https://tripuratenders.gov.in**	Enlisted Contractor / Appropriated Class
2	**DNIe-T No: 05/DIV-IV/AMC/ 26-27** Tender ID - 2026_ SAMC_ 72242_1	Rs.24,77,353/-	Rs.49,547/-					

Other necessary details information can be seen in the Division Office of the Executive Engineer, P.W.Div-IV, AMC at city Centre 4th floor in the office hour.

NB: This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website https://tripuratenders.gov.in at free of cost. But the bid can only be submitted after uploading the mandatory scantied documents as specified in this tender document on the e procurement website, by the eligible bidders

Sd/-Illegible
Executive Engineer
P. W. Division No-IV.
Agartala Municipal Corporation

ইভিএমে কারচুপির অভিযোগে রিপোল নির্দেশকে স্বাগত বিজেপি, জবাবদিহি নিয়ে প্রশ্ন বিরোধীদের

নয়াদিল্লি, ৩০ এপ্রিল (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল জানিয়েছেন, কোনও বুথে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম)-এর বোতামে কারচুপির প্রমাণ মিললে সেখানে পুনর্ভোট (রিপোল) করা হবে। এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। তবে বিরোধী ইন্ডিয়া জোট এই পদক্ষেপের যথাযথ বাস্তবায়ন ও জবাবদিহি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

আইএএনএস-কে দেওয়া প্রতিক্রিয়ায় বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র সৈয়দ জাফর ইসলাম বলেন, "এটি নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব। তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে কোথায় রিপোল হবে, তা কমিশনই ঠিক করবে। এই বিষয়ে রাজনৈতিক দলের মন্তব্য করা উচিত নয়।"

অন্য মুখপাত্র প্রেম শুক্লা বলেন, "এই সিদ্ধান্ত অবশ্যই স্বাগতযোগ্য। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করা নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব। যেখানে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা হয়েছে, সেখানে রিপোল হওয়া গণতন্ত্রের স্বার্থে জরুরি।"

অন্যদিকে, কংগ্রেস নেতা ও রাজস্থানের বিরোধী দলনেতা টিকারাম জুলি বলেন, "ইভিএমে কারচুপি হলে রিপোল হওয়া উচিত। কিন্তু প্রশ্ন হলএর জন্য দায়ী কে? কারা এই কাজ করছে এবং কীভাবে? দায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।" রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি)-র সাংসদ মনোজ কুমার ঝা আরও বড় পরিসরে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, "শুধু শতাংশের হিসাব নয়, বাস্তব পরিস্থিতিও দেখতে হবে। অনেক ভোটার এখনও নিজেদের নাম নিয়ে অনিশ্চয়তায় ভুগছেন। যারা ভোট দিতে পারেননি, তাদের দায়িত্ব কে নেবে?" এর আগে, দ্বিতীয় দফার ভোট চলাকালীন বিজেপি অভিযোগ করেছিল যে কিছু বুথে তাদের প্রার্থীর বোতাম টেপ দিয়ে আটকানো ছিল, ফলে ভোটাররা ভোট দিতে পারছিলেন না। বিজেপির পশ্চিমবঙ্গ সহ-প্রভারি অমিত মালব্য ফলতা এলাকার কয়েকটি বুথে এই অভিযোগ তুলে রিপোলের দাবি জানান। মনোজ কুমার আগরওয়াল বলেন, "যদি কোনও বোতামে টেপ লাগানোর অভিযোগ আসে, তা যাচাই করা হবে। অভিযোগ সত্যি প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট বুথে পুনর্ভোট করা হবে।"

ভারত-ইতালি প্রতিরক্ষা সহযোগিতা আরও জোরদার, শিল্পক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনা অনুসন্ধান

নয়াদিল্লি, ৩০ এপ্রিল (আইএএনএস): ভারত ও ইতালি প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে শিল্প সহযোগিতা আরও গভীর করার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখল দুই দেশ। বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং তাঁর ইতালীয় সমকক্ষ গুইদো ক্রোসেত্তো-র বৈঠকে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

দুই দেশের মধ্যে 'আত্মনির্ভর ভারত' কর্মসূচি এবং ইতালির প্রতিরক্ষা সহযোগিতা উদ্যোগের আওতায় পারস্পরিকভাবে লাভজনক শিল্প সহযোগিতা বাড়ানোর উপায় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। পাশাপাশি, ভারত ও ইতালির সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে ভবিষ্যৎ সামরিক সহযোগিতার রূপরেখা হিসেবে ২০২৬-২৭ সালের জন্য একটি দ্বিপাক্ষিক সামরিক সহযোগিতা পরিকল্পনা (এমসিপি) বিনিময় করা হয়েছে। বৈঠকের পর সামাজিক মাধ্যমে রাজনাথ সিং জানান, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক নানা বিষয়বিশেষ করে পশ্চিম এশিয়ার বর্তমান পরিস্থিতিনিয়েও আলোচনা হয়েছে। গুইদো ক্রোসেত্তো এই বৈঠককে "উষ্ণ ও ফলপ্রসূ" বলে উল্লেখ করে জানান, দুই দেশ পারস্পরিক স্বার্থের ভিত্তিতে প্রতিরক্ষা শিল্পে সহযোগিতা বাড়ানোর সম্ভাবনা নিয়ে গভীরভাবে আলোচনা করেছে। এদিন সকালে ইতালির প্রতিরক্ষামন্ত্রী জাতীয় যুদ্ধ স্মারক-এ পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শহিদ জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

ইতালির প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে, ২০২৩ সালের অক্টোবরে রাজনাথ সিংয়ের রোম সফরের পর থেকে দুই দেশের প্রতিরক্ষা সহযোগিতা আরও গতি পেয়েছে। সেই সফরেই উভয় দেশ প্রতিরক্ষা সহযোগিতা সংক্রান্ত একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষর করেছিল।

২০২৬ সালের জানুয়ারিতে স্বাক্ষরিত ভারত-ইউরোপীয় ইউনিয়ন প্রতিরক্ষা ও কৌশলগত অংশীদারিত্ব চুক্তিও দুই দেশের মধ্যে কৌশলগত সমন্বয় বাড়িয়েছে এবং প্রতিরক্ষা শিল্পে সহযোগিতায় নতুন গতি এনেছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, শুরুতে দুই দেশের প্রতিরক্ষা সম্পর্ক মূলত ভারতের জন্য প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম আমদানির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও বর্তমানে তা প্রশিক্ষণ, শিল্প সহযোগিতা, রপ্তানি, তথ্য বিনিময়, নৌবন্দর সফর, সামুদ্রিক মহড়া ও নিরাপত্তা সহযোগিতা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে।

'অপারেশন সিঁদুর' সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কূটনৈতিক বক্তব্য থেকে সরাসরি পদক্ষেপে রূপান্তরের বার্তা: রাজনাথ সিং

নয়াদিল্লি, ৩০ এপ্রিল (আইএএনএস): 'অপারেশন সিঁদুর'-এর মাধ্যমে ভারত বিশ্বকে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে যে, সন্ত্রাসবাদী হামলার ক্ষেত্রে এখন আর শুধু কূটনৈতিক বিবৃতিতে সীমাবদ্ধ থাকবে নাবরং প্রয়োজনে সরাসরি পদক্ষেপ নেবে। বৃহস্পতিবার জাতীয় নিরাপত্তা সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এ কথা বলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং।

তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-র নেতৃত্বাধীন সরকার শুধু ইচ্ছা বা বক্তব্যে নয়, বরং দৃঢ় পদক্ষেপের মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছে।

রাজনাথ সিং জোর দিয়ে বলেন, যে কোনও পরিস্থিতিতেই সন্ত্রাসবাদকে বরদাস্ত করা হবে না। তিনি 'সার্জিক্যাল স্ট্রাইক', 'এয়ার স্ট্রাইক' এবং 'অপারেশন সিঁদুর'-কে এই দৃঢ় অবস্থানের উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেন।

পাকিস্তানের সন্ত্রাসে মদতের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "ভারত ও পাকিস্তান একই সময় স্বাধীনতা পেয়েছিল। কিন্তু আজ ভারত 'আইটি'তথ্যপ্রযুক্তির জন্য বিশ্বে পরিচিত, আর পাকিস্তান 'আইটি'আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত।"

তিনি 'অপারেশন সিঁদুর'-কে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর সমন্বিত শক্তির উজ্জ্বল উদাহরণ বলে বর্ণনা করেন। তাঁর মতে, ভারতীয় সেনা, ভারতীয় নৌবাহিনী এবং ভারতীয় বায়ুসেনা একযোগে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করে দেখিয়েছে যে, ভারতের সামরিক শক্তি এখন আর বিচ্ছিন্ন নয়, বরং সমন্বিত ও বৈশ্বিক ক্ষমতায় পরিণত হয়েছে।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী আরও জানান, ভারত নিজের শর্তে এবং নিজের সময়ে এই অভিযান পরিচালনা করেছে এবং একইভাবে তা সমাপ্ত করেছে। তিনি বলেন, অভিযানের সময় নির্ভুলভাবে শুধুমাত্র হামলাকারীদেরই লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে। "আমাদের সক্ষমতা ফুরিয়ে যাওয়ার কারণে অভিযান থামানো হয়নি। প্রয়োজনে দীর্ঘমেয়াদি সংঘাত চালিয়ে যাওয়ার মতো শক্তি আমাদের রয়েছে,"বলেন তিনি।

'তিনজনেই চালাচ্ছেন বিহার সরকার', মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণে দেরি নিয়ে এনডিএ-কে আক্রমণ তেজস্বী যাদব-এর

পাটনা, ৩০ এপ্রিল (আইএএনএস): বিহার বিধানসভার বিরোধী দলনেতা তেজস্বী যাদব বৃহস্পতিবার এনডিএ সরকারকে তীব্র আক্রমণ করে অভিযোগ করেছেন, মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণে দেরির ফলে প্রশাসনিক অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে এবং কার্যত "তিনজনেই সরকার চালাচ্ছেন"। সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ পোস্ট করে তিনি দাবি করেন, পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভা না থাকায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিভ্রান্তি তৈরি হচ্ছে এবং সরকারের কার্যকারিতা প্রশ্নের মুখে পড়েছে।

তিনি আরও বলেন, বিধানসভা নির্বাচনের মাত্র ছয় মাসের মধ্যেই বিহারে দু'জন মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে এবং সরকারের প্রথম বছরের প্রায় অর্ধেক সময় নষ্ট হয়ে গেছে।

"বিহারের মানুষের জন্য এটি অত্যন্ত উদ্বেগজনক যে, এত সময় পেরিয়ে গেলেও সরকারের অগ্রাধিকার, নীতি ও কর্মসূচি এখনও স্পষ্ট নয়,"মন্তব্য করেন তিনি।

এনডিএ সরকারের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ তুলে তেজস্বী বলেন, "অসম্পূর্ণ মন্ত্রিসভা নিয়ে কোনও আলোচনা বা পরামর্শ ছাড়াই অগণতান্ত্রিকভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে।"

মাটির দেওয়াল ধসে শিশুর মৃত্যু, শোকে স্তব্ধ গ্রাম; সমবেদনা জানালেন মন্ত্রী সুধাংশু

আগরতলা, ৩০ এপ্রিল: উত্তর ত্রিপুরার ফটিকরায়ে এক হৃদয়বিদারক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাল পাঁচ বছরের শিশু। বুধবার সন্ধ্যায় রাধানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫ নম্বর ওয়ার্ডে ওই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। ওই ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছে মৃত শিশুটির ভাই।

এদিকে, ঘটনার খবর পেয়েই গভীর রাতে হাসপাতালে ছুটে যান ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক ডক্টর তমাল মজুমদার। তিনি আহত শিশুর চিকিৎসার খোঁজখবর নেন এবং জানান, আয়ুস মালাকারের ডান পা ভেঙে গেছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে তার সম্পূর্ণ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হবে বলেও আশ্বাস দেন তিনি।

জানা গেছে, স্থানীয় বাসিন্দা নিবাস মালাকারের বাড়ির রান্নাঘরের মাটির দেওয়াল আচমকাই ধসে পড়ে। সেই সময় দেওয়ালের নিচে চাপা পড়ে যায় তার দুই সন্তান। পরিবারের সদস্য ও প্রতিবেশীরা তড়িঘড়ি তাদের উদ্ধার করে ফটিকরায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসকরা পাঁচ বছরের অঙ্কুশ মালাকারকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। আহত ভাই আয়ুষ মালাকারকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর গুরুতর অবস্থায় কৈলাসহর জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। এই ঘটনায় গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, হঠাৎ এই দুর্ঘটনায় শিশুটির মা ও ঠাকুমা বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েন। হাসপাতালে অঙ্কুশের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত হতেই মায়ের কান্নায় ভারী হয়ে ওঠে পরিবেশ। এদিকে। খবর পেয়ে ফটিকরায় থানার পুলিশ হাসপাতালে পৌঁছায়। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে। আজ ময়নাতদন্তের পর দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে জানা গেছে।

অভাবের সঙ্গে লড়াই করা মালাকার পরিবার এখন গভীর অনিশ্চয়তার মুখে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, টানা বৃষ্টির জেরে গ্রামীণ এলাকার মাটির বাড়িগুলি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

এদিকে, এই মর্মান্তিক ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন এলাকার বিধায়ক ও মন্ত্রী সুধাংশু দাস। সামাজিক মাধ্যমে তিনি লেখেন, গত দুদিনের টানা ভারী বৃষ্টির কারণে রাধানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঁচ বছরের অঙ্কুশ মালাকার বাড়ির মাটির দেওয়াল ধসে মারা গেছে এই খবরে আমি গভীরভাবে মর্মাহত।

তিনি আরও জানান, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, এই অপূরণীয় ক্ষতি সহ্য করার শক্তি যেন পরিবারকে দেন এবং প্রয়াত শিশুটির আত্মার শান্তি কামনা করছি।

কালবৈশাখীর বৃষ্টিতে বড়কাঁঠালে ভেঙে গেল কৃষকের ৭ কানি ধান জমি, এলাকা পরিদর্শনে রাষ্ট্রমন্ত্রী

আগরতলা, কালবৈশাখীর ঝড়-বৃষ্টিতে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছেন সিমনা বিধানসভার বড়কাঁঠাল এলাকার কৃষকরা। টানা বৃষ্টির জেরে এলাকার প্রায় ৭ কানি ধান জমি ভেঙে জলস্রোতে নদীর আকার ধারণ করেছে বলে অভিযোগ স্থানীয় কৃষকদের।

বৃহস্পতিবার ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে যান স্থানীয় বিধায়ক তথা রাষ্ট্রমন্ত্রী বৃষকেতু দেববর্মা। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ওয়াটার রিসোর্স দপ্তরের আধিকারিকরা এবং এলাকার কৃষকরা। পরিদর্শনের পর সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে রাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, অতিবৃষ্টির কারণে কৃষকদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এবং প্রায় ৭ কানি জমি সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে গেছে।

তিনি বলেন, জল নিষ্কাশনের সঠিক ব্যবস্থা করতে ওয়াটার রিসোর্স দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা চলছে। দ্রুত সমস্যার সমাধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাসও দেন তিনি।

এদিকে বর্ষা মৌসুমে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেন রাষ্ট্রমন্ত্রী। বিষয়টি নিয়ে এলাকাবাসী ও কৃষকদের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বিধানসভায় শোক জ্ঞাপন

আগরতলা, ৩০ এপ্রিল: ত্রয়োদশ বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনে আজ ত্রিপুরা বিধানসভার প্রাক্তন সদস্যা তথা রাজ্য সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী কার্তিক কন্যা দেববর্মা এবং দেশের প্রখ্যাত সংগীত শিল্পী আশা ভোঁসলের প্রয়াণে শোক জ্ঞাপন করা হয়। বিধানসভার অধ্যক্ষ রামপদ জমাতিয়া প্রয়াতদের স্মৃতিচারণ করেন এবং বিধানসভার পক্ষ থেকে প্রয়াতদের পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। উল্লেখ্য, গত ৩০ মার্চ, ২০২৬ তারিখে প্রাক্তন বিধায়ক কার্তিক কন্যা দেববর্মা এবং গত ১২ এপ্রিল, ২০২৬ সঙ্গীতশিল্পী আশা ভোঁসলে প্রয়াত হন। বিধানসভায় প্রয়াতদের আত্মার সৎগতি কামনায় দুই মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

শুধুমাত্র বিরোধিতা করার মানসিকতা নিয়ে দেশের বিরোধী দলগুলো সরকারের সব জনকল্যাণমূলক সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করছে : মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ৩০ এপ্রিল: শুধুমাত্র বিরোধিতা করার মানসিকতা নিয়ে দেশের বিরোধী দলগুলো সরকারের সব জনকল্যাণমূলক সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করছে। নারী শক্তি বন্দন বিলকে কেন্দ্র করে বিরোধীদের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক(ডা.) মানিক সাহা।

তাঁর মতে, সুস্থ গণতন্ত্রের পক্ষে এই ধরনের মনোভাব অত্যন্ত বিপজ্জনক।মুখ্যমন্ত্রী আরও দাবি করেন, সংসদে নারীদের ৩৩ শতাংশ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আনা নারী শক্তি বন্দন বিলের বিরোধিতা বিরোধী দলগুলোর এই নেতিবাচক মানসিকতারই প্রতিফলন।

তিনি জানান, এই বিল নিয়ে বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনে তিনি নিজের বক্তব্য তুলে ধরেছেন এবং বিরোধী দলগুলোর প্রতি এই ধরনের রাজনীতি থেকে সরে আসার আহ্বান জানিয়েছেন।

সাব্রুম কলেজে ম্যালেরিয়া সচেতনতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

সাব্রুম, ৩০ এপ্রিল: ম্যালেরিয়া সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে সাব্রুম মাইকেল মধুসূদন দত্ত কলেজে আয়োজিত হল এক সচেতনতামূলক কর্মসূচি। সাব্রুম মহকুমা হাসপাতালের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী, কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ছাত্র-ছাত্রীরা।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মেডিক্যাল অফিসার ড. সৌমিক হাজরা। তিনি জানান, চলতি বছর ২৫ এপ্রিল বিশ্ব ম্যালেরিয়া দিবস পালন করা হয়েছে। সেই উপলক্ষে বিভিন্ন সচেতনতা কর্মসূচির অংশ হিসেবে কলেজে এই অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে। তিনি বলেন, এ বছরের বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নির্ধারিত থিম "ম্যালেরিয়া নির্মূলে চালিত: এখন আমরা পারি, এখন আমাদের অবশ্যই করতে হবে" যা ম্যালেরিয়া নির্মূলে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার ওপর জোর দেয়।

ড. হাজরা আরও বলেন, এই ধরনের কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হল ম্যালেরিয়া সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, সঠিক সময়ে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার সুযোগ (ভ্যাকসিনসহ) প্রত্যন্ত এলাকায় পৌঁছে দেওয়া এবং রোগ নির্মূলে সবাইকে এগিয়ে আসতে উৎসাহিত করা। তিনি মশার প্রজননস্থল ধ্বংস, মশারি ব্যবহার এবং জ্বর হলে দ্রুত পরীক্ষা করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কমিউনিটি হেলথ অফিসার পলাশ দেবনাথ। পুরো অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন কলেজের অধ্যক্ষ ড. অনুপম গুহ। তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে পড়াশোনার পাশাপাশি সচেতন নাগরিক হিসেবে সঠিক তথ্য জানার ও বিশ্লেষণের গুরুত্ব তুলে ধরেন। পাশাপাশি সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা ও সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে অবগত হয়ে তা কাজে লাগানোর আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য, ভারত সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে ম্যালেরিয়া নির্মূলের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে এবং সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লক্ষ্য করা গেছে।

বিশ্ব ম্যালেরিয়া দিবস নিদয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে স্বাস্থ্য শিবির

আগরতলা, ৩০ এপ্রিল: বিশ্ব ম্যালেরিয়া দিবস উপলক্ষে গত ২৫ এপ্রিল কাঁঠালিয়া ব্লকের নিদয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এক বিশেষ স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। নিদয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্যোগে আয়োজিত এই স্বাস্থ্য শিবিরে এলাকার ৪১ জন রোগীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় অষুধ প্রদান করা হয় এবং ১০ জন ব্যক্তির ম্যালেরিয়ার স্ক্রিনিং করা হয়। নিদয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

ঊনকোটি জেলাভিত্তিক ড. বি আর আম্বেদকর জন্মজয়ন্তী উদযাপিত

আগরতলা, ৩০ এপ্রিল : ঊনকোটি জেলা কল্যাণ আধিকারিক কার্যালয়ের উদ্যোগে আজ কৈলাসহর মহকুমার চন্ডীপুর ব্লকের শ্রীরামপুর পঞ্চায়েতের স্বামী বিবেকানন্দ হলে জেলাভিত্তিক ড. বি আর আম্বেদকর জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস বলেন, ডা বি আর আম্বেদকর শুধু একজন মহান সংবিধান নির্মাতা নন, তিনি ছিলেন সমাজ সংস্কারক, অর্থনীতিবিদ, আইনজ্ঞ এবং সর্বোপরি মানবতার এক উজ্জ্বল প্রতীক। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কৈলাসহর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা দেবরায়, চন্ডীপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সম্পা দাস পাল, ঊনকোটি জিলা পরিষদের সদস্য বিমল কর, ঊনকোটি জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক অর্থ্য সাহা, কৈলাসহর মহকুমার মহকুমা শাসক বিপুল দাস প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ব্লক এসসি সাব কমিটির চেয়ারম্যান দুলাল কৃষ্ণ দাস। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা কল্যাণ আধিকারিক ই জৎতে।

অনুষ্ঠানে অতিথিগণ বাবা সাহেব ড. আম্বেদকরের জীবনীর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। অনুষ্ঠান শুরুতে উপস্থিত অতিথিগণ ড. বি আর আম্বেদকরের প্রতিকৃতিত্বে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। এই অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে গতকাল বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, বক্তৃতা প্রতিযোগিতা ও বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের আজকের এই অনুষ্ঠানে পুরস্কৃত করা হয়।

কালবৈশাখীর দাপটের পর হাসি জুমচাষীদের মুখে, জুম লাগানোর প্রস্তুতি জোরকদমে

আগরতলা, ৩০ এপ্রিল: কালবৈশাখীর তাণ্ডব ও টানা মুষলধারে বৃষ্টিতে রাজ্যের বিস্তীর্ণ এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হলেও পাহাড়ি অঞ্চলের জুমচাষীদের মুখে ফুটেছে স্বস্তির হাসি। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর বৃষ্টির দেখা মেলায় জুম লাগানোর প্রস্তুতিতে এখন ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন জুমিয়ারা।

প্রতি বছরের মতো ফাল্গুন-চৈত্র মাসে প্রচণ্ড রোদে পাহাড়ি টিলা অঞ্চলে জুম চাষের উপযোগী জমি তৈরি করে রাখেন চাষিরা। বনজঙ্গল পরিষ্কার করে শুকিয়ে আগুনে পুড়িয়ে জমি প্রস্তুত করার পর তারা অপেক্ষা করেন বৃষ্টির জন্য। সাধারণত চৈত্র মাসের শেষ দিকে বৃষ্টি হলে বৈশাখের শুরুতেই জুম লাগানোর কাজ শুরু করা যায়।

কিন্তু এ বছর চৈত্রের শেষদিকে বৃষ্টির দেখা না পাওয়ায় হতাশ হয়ে পড়েছিলেন জুমচাষীরা। সেই হতাশা কাটিয়ে কালবৈশাখীর সঙ্গে নামা প্রবল বৃষ্টি নতুন আশার সঞ্চার করেছে। ইতিমধ্যেই অনেক জুমচাষী জুম লাগানোর কাজে নেমে পড়েছেন, আবার অনেকেই শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

জুমচাষে সাধারণত ধানের পাশাপাশি তিল, মেস্তা, কার্পাস, শসা, মিষ্টি কুমড়ো, মাপড়া, সিঁদ্রাই, লতা সিমসহ বিভিন্ন ধরনের শস্য ও সবজি চাষ করা হয়। এই বৃষ্টির ফলে ফলনের সম্ভাবনা বাড়বে বলে আশাবাদী জুমিয়ারা। প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষতির মাঝেও এই বৃষ্টি জুমচাষীদের কাছে আশীর্বাদ হয়ে এসেছে বলেই মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গবাদিপশুর মৃত্যু, ক্ষতিপূরণের দাবিতে সরব মালিক ও এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৩০ এপ্রিল: বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে একটি গবাদিপশুর মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে বিলোনিয়ায়। বৃহস্পতিবার সকালে উত্তর বিলোনিয়া স্কুল মাঠের পেছনে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রাতের কোনো এক সময় বিদ্যুৎ পরিবাহী তার ছিঁড়ে মাটিতে পড়ে ছিল। সকালে গবাদিপশুর মালিক পশুটিকে ছেড়ে দিলে সেটি ঘাস খেতে স্কুল মাঠের পেছনের এলাকায় যায়। সেখানেই মাটিতে পড়ে থাকা বিদ্যুতের তারের সংস্পর্শে এসে ঘটনাস্থলেই পশুটির মৃত্যু হয়।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন গবাদিপশুর মালিক। সঙ্গে সঙ্গে বিলোনিয়া বিদ্যুৎ নিগমে খবর দেওয়া হয়। পরে নিগমের কর্মীরা এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে মেরামতির কাজ শুরু করেন।

মালিক জানান, মৃত গবাদিপশুটি তার পরিবারের আয়ের অন্যতম উৎস ছিল। সময়মতো ছিঁড়ে পড়া তার মেরামত না হওয়ার কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ তার। তিনি প্রশাসনের কাছে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও আর্থিক সহায়তার দাবি জানিয়েছেন।

এদিকে, এলাকাবাসীরাও বিদ্যুৎ দপ্তরের গাফিলতির অভিযোগ তুলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। ঘটনাটি নিয়ে প্রশাসনের ভূমিকা কী হয়, এখন সেদিকেই তাকিয়ে সকলেই।

রবীন্দ্র ও নজরুল জন্মজয়ন্তী: তেলিয়ামুড়ায় প্রস্তুতি বৈঠক অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ৩০ এপ্রিল: তেলিয়ামুড়া মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের উদ্যোগে আজ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম-এর জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন তেলিয়ামুড়া পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন রূপক সরকার। উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান নির্মল সূত্রধর, পুরপরিষদের ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি অচিন্ত্য ভট্টাচার্য, কাউন্সিলর মালাশ্রী সাহা, খোয়াই জেলা সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির সদস্য সুমিত কর সহ তেলিয়ামুড়া মহকুমা সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির অন্যান্য সদস্যরা। সভায় প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন তেলিয়ামুড়া তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের বরিষ্ঠ তথ্য আধিকারিক দুলাল দেববর্মা। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, আগামী ৯ মে রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষ্যে সকালে প্রভাতফেরি অনুষ্ঠিত হবে এবং চিত্রাঙ্গদা কলা কেন্দ্রের সম্মুখে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিমূর্তিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হবে। বিকেল ৩টা থেকে নার্সারি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাঁচটি বিভাগে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে এবং সন্ধ্যায় চিত্রাঙ্গদা কলা কেন্দ্রে তেলিয়ামুড়ার বিভিন্ন বিদ্যালয় ও সাংস্কৃতিক সংস্থার ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হবে। এছাড়াও আগামী ২৬ মে তেলিয়ামুড়ার অশ্বিনী কুমার স্মৃতি কমিউনিটি হলে নজরুল জয়ন্তী উদযাপন করা হবে। ওইদিন বিকেল ৫টা থেকে আলোচনা চক্র ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে তেলিয়ামুড়ার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থার শিল্পীরা অংশগ্রহণ করবেন। সভা শেষে চেয়ারপার্সন রূপক সরকার তাঁর বক্তব্যে বলেন, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলাম আমাদের জাতীয় ও সাংস্কৃতিক চেতনায় অম্লান। তাঁদের সাহিত্য ও দর্শন নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই অনুষ্ঠানগুলিকে সফল করে তোলার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

২০২৩ সালে সংসদে পাশ

● প্রথম পাতার পর

কর্মী-সমর্থকরা। সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মহিলা কংগ্রেসের নেত্রীরা অভিযোগ করেন, বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার পরিকল্পিতভাবে নারী সংরক্ষণ বিল কার্যকর হওয়া আটকে দিচ্ছে। তাদের দাবি, ডিলিমিটেশন ইস্যুকে সামনে এনে এই বিলকে ঘিরে অযথা বিতর্ক তৈরি করা হচ্ছে এবং এর দায় চাপানো হচ্ছে বিরোধী দলগুলোর উপর।

বিজেপি সরকারের এই ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করে মহিলা কংগ্রেস নেত্রীরা বলেন, নারীদের রাজনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে কেন্দ্রের সরকার আন্তরিক নয়।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় কিছুটা উত্তেজনা তৈরি হলেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ছিল বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে

● প্রথম পাতার পর

করুক।" এই পবিত্র দিনে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের সকল অংশের জনগণের সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করেন।

পানীয় জল ও বিদ্যুতের

● প্রথম পাতার পর

করা হবে এবং তার পরপরই পানীয় জল সরবরাহও চালু হবে। তবে বিক্ষোভকারীদের হুঁশিয়ারি, বিদ্যুৎ পরিষেবা পুরোপুরি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। প্রয়োজনে আবারও রাস্তা অবরোধ করা হবে বলেও জানানো হয়। অন্যদিকে, সংকটময় পরিস্থিতিতে দ্রুত হস্তক্ষেপ করায় চেয়ারপার্সন চপলা রানী দেবরায়কে ধন্যবাদ জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

সর্বদলীয় ঐক্যমত্যের আহ্বান

● প্রথম পাতার পর

সাংবিধানিক অধিকার সুরক্ষায় একজোট হওয়ার আহ্বান জানানো হয়। পাশাপাশি ২০১১ সালের জনগণনার ভিত্তিতে ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য কেন্দ্রের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়। লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভাগুলিতে নারীদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ সংরক্ষণ কার্যকর করার দিকেও নতুন করে উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলা হয়।

আলোচনায় অংশ নিয়ে সিপিআই(এম) বিধায়ক শ্যামল চক্রবর্তী এই প্রস্তাবের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তাঁর অভিযোগ, এটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং বিরোধী দলগুলিকে দোষারোপ করার লক্ষ্যেই আনা হয়েছে। তিনি দাবি করেন, নারীদের সংরক্ষণ নিয়ে কোনও বিরোধিতা নেই, বরং প্রয়োজনে ৩৩ শতাংশের বেশি সংরক্ষণ দেওয়ার পক্ষেও সমর্থন রয়েছে।

চক্রবর্তী আরও বলেন, ২০২৩ সালে পাশ হওয়া নারী সংরক্ষণ বিল সামান্য সংশোধন করলেই দ্রুত কার্যকর করা সম্ভব। শাসক দলের আন্তরিকতার অভাবের অভিযোগ তুলে তিনি নির্বাচনী ইশতেহারে দেওয়া প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও বিল বাস্তবায়নে বিলম্বের সমালোচনা করেন। কেন্দ্রীয় সরকারের ৩০ লক্ষের বেশি কর্মীর মধ্যে মাত্র প্রায় ১১ শতাংশ নারীএই বৈষম্যের দিকেও তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

কংগ্রেস বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায় নারীদের সংরক্ষণকে সমর্থন জানিয়ে তৃণমূল স্তরে নারীর ক্ষমতায়নে কংগ্রেসের ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। রাজীব গান্ধীর আমলসহ পরবর্তী সময়ে পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় নারীদের প্রতিনিধিত্ব ৫০ শতাংশে উন্নীত করার বিভিন্ন উদ্যোগের কথাও তিনি তুলে ধরেন।

রায় বলেন, সংরক্ষণ বিল কার্যকর করার ক্ষেত্রে তফসিলি জাতি (এসসি), তফসিলি উপজাতি (এসটি), অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি (ওবিসি) এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হালনাগাদ ও সঠিক জনগণনা অপরিহার্য। ডিলিমিটেশন বা জনগণনা প্রক্রিয়াকে রাজনৈতিক সুবিধার জন্য ব্যবহার না করার সতর্কবার্তাও দেন তিনি। তবে অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যবস্থা বজায় থাকলে কংগ্রেস এই বিলের বিরোধিতা করবে না বলেও স্পষ্ট করেন।

সমগ্র আলোচনায় নারীর সংরক্ষণ নীতির মূল বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে বিস্তৃত ঐকমত্য লক্ষ্য করা গেলেও, এর সময়সূচি, বাস্তবায়ন পদ্ধতি এবং ডিলিমিটেশনের সঙ্গে সংযোগ নিয়ে মতভেদ বজায় রয়েছে।

কংগ্রেস বিধায়ক

● প্রথম পাতার পর

করুন, তারপর দেখুন কী হয়। তিনি বলেন, সিপিআইএম ও কংগ্রেস যতই ভালো হওয়ার চেষ্টা করুক না কেন, তারা সর্বদা কুকীর্তি করবেই। গোটা দেশ যে স্বপ্ন দেখছে, তা আমাদের পূরণ করতেই হবে। ২০২৩ সালে মহিলা সংরক্ষণ আইন প্রণীত হয়। শুধু আইন করা যথেষ্ট নয়; আমাদের যত দ্রুত সম্ভব তা বাস্তবায়নের জন্য কাজ করতে হবে, এবং সেজন্যই ১৩১তম সংশোধনী বিল উত্থাপিত হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ বিরোধী দল এর বিরোধিতা করেছে। কিন্তু আমি আপনাদের সবাইকে অনুরোধ করব, বিলটি পড়ুন।

সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী বলেন মহিলাদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, যারা ১৩১তম সংশোধনী বিলের বিরোধিতা করছে, তাদের চিহ্নিত করুন এবং তাদের আসল মুখোশ দেশবাসীর সামনে উন্মোচিত করা হোক। বিরোধীরা মহিলাদের বিরুদ্ধে কথা বলে, সেজন্যই তারা অধিকাংশ রাজ্যে আসন হারাচ্ছে এবং আগামী দিনে তারা শূন্যে পরিণত হবে। সিপিআইএম হবে ডাবল জিরো।

দুই মাসের বেতন বন্ধ, রাস্তায়

● প্রথম পাতার পর

এসপিকিউইএম শিক্ষক সমন্বয় কমিটির এক সদস্য জানান, "কেন্দ্র ও রাজ্য ৬০:৪০ অনুপাতে অর্থ প্রদান করে। কেন্দ্রের বরাদ্দ না আসায় রাজ্য সরকার বেতন আটকে রেখেছে বলে জানানো হয়েছে। কিন্তু বারবার দপ্তরে যোগাযোগ করেও কোনো সমাধান মেলেনি। আমরা বেতন বৃদ্ধির দাবি তুলেছিলাম, এখন বেতনটাই বন্ধ।"

ঈদ ও নববর্ষের আগে বেতন না পাওয়ায় শিক্ষক মহলে ক্ষোভ আরও তীব্র হয়েছে। ডেপুটেশনের মাধ্যমে অবিলম্বে বকেয়া বেতন পরিশোধ এবং বেতন কাঠামো পুনর্বিন্যাসের দাবি জানানো হয়েছে। দ্রুত ব্যবস্থা না নেওয়া হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন শিক্ষকরা। রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়েও দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চনার শিকার এই শিক্ষকদের পাশে সরকার কবে দাঁড়াবে, সেটাই এখন বড় প্রশ্ন হয়ে উঠেছে।

বিধানসভায় নারী সংরক্ষণ বিল

● প্রথম পাতার পর

সামাজিক কাঠামোর মধ্যে বিভেদ, অশান্তি ও সন্দেহ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলির লোকসভা আসন কমে যাবে বলে যে প্রচার করা হচ্ছে তা সঠিক নয়। উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, কর্ণাটকে বর্তমানে লোকসভার আসন সংখ্যা ২৮টি। ডিলিমিটেশন হলে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৪২টি হবে। তেমনি অন্ধ্রপ্রদেশে লোকসভার আসন সংখ্যা ২৫ থেকে বেড়ে ৩৮টি, তেলেঙ্গানায় ১৭থেকে বেড়ে ২৬টি, তামিলনাড়ুতে ৩৯ থেকে বেড়ে ৫৯টি, কেরালায় ২০টি আসন থেকে বেড়ে ৩০টি আসন হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিরোধী দলগুলি জম্মুকাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বাতিলের সময়, ৩ তালাক প্রথা বাতিলের সময়, সিএএ আইন প্রবর্তনের সময় বিরোধিতা করেছে। দেশের নারীদের জন্য সংসদে আসন সংরক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই উদ্যোগের বিরোধিতা করা উচিত হয়নি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই বিল ভারতমাতা ও নারী শক্তির সেবায় এক নীতিগত দৃষ্টিভঙ্গী। মহিলা বিরোধী শক্তি আজ হয়ত সফল হয়েছে কিন্তু কোটি কোটি মহিলার আশীর্বাদ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে রয়েছে। এই শক্তি আমাদের পথ দেখাবে। দেশের মহিলাদের নায্য অধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে শক্তি যোগাবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নারী শক্তি বন্ধন অধিনিয়ম-এ এসসি ও এসটিদের জন্য যে আসনগুলি বর্তমানে সংরক্ষিত আছে তার মধ্যেও ৩৩ শতাংশ আসন এই অংশের মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। প্রতিটি রাজ্যে তার জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে লোকসভার আসন থাকবে। প্রতিটি আসনে প্রায় সমসংখ্যক জনসংখ্যা থাকবে। কেন্দ্রীয় সরকার চায় এই আইনটি ২০২৯ সালের লোকসভার নির্বাচনের আগেই পুরোপুরি কার্যকর করতে। ২০২৬ সাল থেকে শুরু হওয়া ২০২৭/২০২৮ সালের আদমসুমারীর অপেক্ষা না করে ২০১১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী লোকসভা এলাকা পুন:বিন্যাস করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। যাতে নারীদের জন্য ২৭৩টি বা তারও বেশি আসন সংরক্ষণ করা যায়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই প্রস্তাবিত বিলটি গণতন্ত্রকে আরও শক্তিশালী এবং সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে। তিনি উত্থাপিত প্রস্তাবটি সমর্থন করার জন্য দলমত নির্বিশেষে বিধানসভার সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানান।

প্রস্তাবের পক্ষে আলোচনা রাখতে গিয়ে পরিষদীয় মন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, দেশে ও রাজ্যে প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীরা এখন এগিয়ে যাচ্ছে। মাতৃশক্তির জাগরণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কাজ করে চলেছেন। এখন মহিলারা শুধু ভোটার নয়, তারা সিদ্ধান্তকারীও। রাজ্যে এখন লাখপতি দিদির সংখ্যা বাড়ছে। অপারেশন সিন্দুরে মহিলারা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন।

প্রস্তাবের পক্ষে আলোচনা রাখেন সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষামন্ত্রী টিংকু রায়। তিনি সরকারের বিভিন্ন মহিলা প্রকল্পের কথা উল্লেখ করে বলেন, নারীরা এখন রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়নে পথ দেখাচ্ছে। ত্রিপুরা সরকার চাকরির ক্ষেত্রে ৩৩ শতাংশ মহিলা সংরক্ষণ চালু করেছে। তিনি মুখ্যমন্ত্রী মাত্রপুষ্টি প্রকল্প, প্রধানমন্ত্রী মাতৃবন্দনা যোজনা, মুখ্যমন্ত্রী বালিকা সমৃদ্ধি যোজনা প্রভৃতির কথা উল্লেখ করেন।

প্রস্তাবের পক্ষে আলোচনা রাখতে গিয়ে বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা বলেন, মহিলারা শুধু এখন ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন না, তারা এখন ন্যাশনাল বিল্ডার্স। মহিলাদের স্বশক্তিকরণে সরকার অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে। ত্রিপুরা বিধানসভায় বর্তমানে ৮ জন মহিলা বিধায়ক রয়েছেন। এটা একটা নারী ক্ষমতায়নের দৃষ্টান্ত। সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে মহিলারা এগিয়ে যাচ্ছেন। এই বিলের মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও মহিলাদের সংখ্যা বাড়বে।

মৎস্যমন্ত্রী সুধাংশু দাস প্রস্তাবের পক্ষে আলোচনা রাখতে গিয়ে বলেন, নারী ক্ষমতায়নের জন্য এই বিলটি অত্যন্ত জরুরি। রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার নারী স্বশক্তিকরণে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে এবং তার ফলস্বরূপ মহিলারা স্বনির্ভর হচ্ছেন।

খাদ্যমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী প্রস্তাবের পক্ষে আলোচনা রাখতে গিয়ে বলেন, রাজ্য সরকার মহিলা স্বশক্তিকরণে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছেন। তিনি উজ্জ্বলা যোজনার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বিরোধীরা মহিলা সংরক্ষণের বিরোধিতা করে প্রমাণ করেছে তারা মহিলা বিরোধী মনোভাব পোষণ করেন। তিনি আরও বলেন, এই মহিলা বিল পাস হলে গণতন্ত্র আরও সমৃদ্ধ হবে। তিনি বিরোধীদের দ্বিচারিতার কথা উল্লেখ করেন।

ত্রয়োদশ বিধাসনভার বিশেষ অধিবেশনে নারীশক্তি বন্ধন অধিনিয়ম বিলের উপর আলোচনা করতে গিয়ে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের মন্ত্রী সান্তনা চাকমা বলেন, নারীদের ক্ষমতায়ন মানে দেশের সমৃদ্ধি এবং দেশের উন্নয়ন। মহিলাদের উন্নয়নের স্বার্থে এবং দেশের স্বার্থে নারী শক্তি বন্ধন অধিনিয়ম বিলটি খুবই জরুরি। মন্ত্রী শ্রীমতি চাকমা বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশে মহিলাদের উন্নয়নে। উত্তরনের দিশায় কাজ করছেন। তিনি বলেন, নারীদের সম্মান এবং উন্নয়নের কথা মাথায় রেখে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশে নারীদের কল্যাণে অনেকগুলি যোজনা চালু করেছেন। সমবায়মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া প্রস্তাবের পক্ষে আলোচনা রাখতে গিয়ে বলেন, মহিলাদের উন্নয়নে এই বিলটি পাশ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। কারণ মহিলারা গণতন্ত্রে কথা বলার সুযোগ পাবেন।

আজ বিধানসভায় প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন বিধানসভায় সরকার পক্ষের মুখ্যসচেতক কল্যাণী সাহা রায়। এছাড়াও প্রস্তাবের উপর আলোচনা রাখেন বিধায়ক নন্দিতা দেববর্মা রিয়াং, মিনারাণী সরকার, অন্তরা সরকার দেব, রঞ্জিত দেববর্মা, রঞ্জিত দাস, বিধায়ক স্বপ্না দাস পাল, বিনয়ভূষণ দাস, স্বপ্না মজুমদার।

এছাড়া প্রস্তাবের বিপক্ষে আলোচনা করেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। আলোচনায় অংশ নিয়ে বিরোধী দলনেতা জীতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, মহিলাদের বাদ দিয়ে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। নারীর ক্ষমতায়ণে সব রাজনৈতিক দলেরই ভূমিকা রয়েছে। তাদের আরও অধিকার দিতে হবে। এছাড়াও প্রস্তাবের বিপক্ষে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক শ্যামল চক্রবর্তী, গোপাল চন্দ্র রায়, দীপঙ্কর সেন, সুদীপ রায় বর্মন, শৈলেন্দ্র চন্দ্র নাথ।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1
01-05-2026, 02:09

অঙ্গন

২য় নর্থ ইস্ট লিটল মাস্টার ট্রফির দুটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ আগামীকাল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। নতুন সূচি অনুযায়ী আগামী ২ মে, শনিবার দুটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। ত্রিপুরা খেলবে নাগাল্যান্ডের বিরুদ্ধে। অপর খেলায় মিজোরাম এবং অরুণাচল প্রদেশ পরস্পরের মুখোমুখি হবে। উল্লেখ্য, রাজ্যে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া এবং ত্রিপুরা সরকারের জারি করা সতর্কবার্তার জেরে বুধবারেই বড়সড় সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ২য় নর্থ ইস্ট লিটল মাস্টার ট্রফি ২০২৬-এর আয়োজক কমিটি। উদ্ভূত পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে টুর্নামেন্টের সমস্ত নির্ধারিত ম্যাচ স্থগিত করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সচিব সুব্রত দে এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বুধবারেই জানিয়ে দিয়েছেন, ৩০শে এপ্রিল, বৃহস্পতিবার এবং ১লা মে, শুক্রবার যে ম্যাচগুলি হওয়ার কথা ছিল, তা স্থগিত রাখা হয়েছে। পরিবর্তিত সূচি অনুযায়ী, আজকের ম্যাচগুলি আগামী ২রা মে এবং আগামীকাল, ১লা মে-র ম্যাচগুলি ৩রা মে অনুষ্ঠিত হবে।

একইভাবে প্রতিযোগিতার সেমিফাইনাল এবং ফাইনাল ম্যাচের দিনক্ষণও পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। নতুন নির্ঘণ্ট অনুযায়ী, ৫ই মে সেমিফাইনাল এবং ৭ই মে মেগা ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে। তবে খেলার মাঠ, ভেন্যু এবং অন্যান্য সমস্ত আয়োজন আগের মতোই অপরিবর্তিত থাকছে। মূলতঃ খেলোয়াড়দের নিরাপত্তা এবং প্রতিকূল আবহাওয়ার কথা বিবেচনা করেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে এই নতুন সূচি মেনে চলার অনুরোধ করেছেন টিসিএ সচিব সুব্রত দে। জনস্বার্থে এবং টুর্নামেন্টের সুষ্ঠু পরিচালনার স্বার্থেই এই জরুরি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়েছিল। নতুন করে আবহাওয়া স্বাভাবিক হচ্ছে। নির্ধারিত নতুন সূচি মেনেই খেলাগুলো মাঠে গড়াবে বলে অনুমান করা যাচ্ছে।

প্রস্তুতি চূড়ান্ত : আজ শুরু হচ্ছে ৫২তম রাজ্য সিনিয়র ওপেন ফিডে রেটিং দাবা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রস্তুতি চূড়ান্ত। জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতার প্রস্তুতিকে পাখির চোখ করে আগামীকাল (শুক্রবার) থেকে আগরতলায় শুরু হচ্ছে ৫২তম ত্রিপুরা স্টেট সিনিয়র ওপেন ফিডে রেটিং দাবা প্রতিযোগিতা। ত্রিপুরা চেস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত এই আসরটি চলবে আগামী ৩রা মে পর্যন্ত এবং খেলার আসর বসবে এনএসআরসিসি-র চেস হলে।

টুর্নামেন্টের সচিব মিঠু দেবনাথ জানিয়েছেন, ক্লাসিক্যাল ফরম্যাটের এই প্রতিযোগিতায় মোট ৯ রাউন্ডের খেলা হবে, যা দাবাড়ুদের রেটিং পয়েন্ট বাড়ানোর পাশাপাশি দীর্ঘ সময়ের লড়াইতে নিজেদের দক্ষতা যাচাইয়ের সুবর্ণ সুযোগ করে দেবে। আগামীকাল সকাল ৯টায় প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে, যেখানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান রতন সাহা এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্ষদের সচিব সুকান্ত ঘোষ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে রাজ্যের কৃতি মহিলা দাবাড়ু ডব্লিউআইএম আর্শিয়া দাসকে বিশেষ সংবর্ধনা প্রদান করা হবে। সম্প্রতি ডব্লিউআইএম খেতাব অর্জন করে রাজ্যের নাম উজ্জ্বল করার স্বীকৃতিস্বরূপ এবং তাঁর জিএম নর্ম অর্জনের লক্ষ্যকে ত্বরান্বিত করতে ত্রিপুরা চেস অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে তাঁকে ২৫ হাজার টাকার আর্থিক সহায়তাও প্রদান করা হবে। দাবার এই মহাকুম্ভকে ঘিরে রাজ্যের ক্রীড়ামহলে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং টুর্নামেন্টের প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই চূড়ান্ত করা হয়েছে বলে আয়োজক সংস্থা সূত্রে খবর।

চার অধিনায়ক আইপিএলের মাঝপথেই দায়িত্ব হারাতে পারেন, কেকেআরের রাহানে ছাড়া বাকি তিন জন কারা ?

আইপিএলের মাঝপথে দায়িত্ব কেড়ে নেওয়া হতে পারে চার জন অধিনায়কের। তাঁদের পারফরম্যান্স, দলের পারফরম্যান্স এবং দল পরিচালনা নিয়ে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। নেতৃত্বে পরিবর্তন করলে সাফল্য আসতে পারে বলে মনে করছেন অন্তত চারটি দলের কর্তৃপক্ষ। আইপিএলের পয়েন্ট তালিকায় প্রথম তিনটি দল পঞ্জাব কিংস, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু এবং রাজস্থান রয়্যালসের প্লেঅফ খেলা প্রায় নিশ্চিত। প্রতিযোগিতার মাঝপথে এসে বাকি সাতটি দল অনিশ্চিত। একটি বা দু'টি জয় কোনও দলকে ভাল জায়গায় নিয়ে চলে যেতে পারে। আবার একই ভাবে একাধিক দলের বিদায় নিশ্চিত হয়ে যেতে পারে। চতুর্থ দল হিসাবে আইপিএলের প্লেঅফে জায়গা করে নিতে মরিয়া সাতটি দলই। আবার প্রথম তিনে থাকা তিন দলের দু'-একটি ম্যাচে খারাপ ফল ছিটকে দিতে পারে প্লেঅফ থেকে।

অক্ষর পটেল

দেশের অন্যতম সেরা অলরাউন্ডার অক্ষরের নেতৃত্ব নিয়ে খুশি নন দিল্লি ক্যাপিটালস কর্তৃপক্ষ। ক্রিকেটার হিসাবেও তাঁর পারফরম্যান্স উল্লেখ করার মতো নয়। এখনও পর্যন্ত আইপিএলে অক্ষর করেছেন ৩১ রান। উইকেট নিয়েছেন ৭টি। পঞ্জাব এবং বেঙ্গালুরুর কাছে শেষ দু'টি ম্যাচ হারায় শেষ চারের অঙ্ক কঠিন হয়েছে দিল্লির। বিশেষ করে বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে দিল্লি ৭৫ রানে অলআউট হয়ে যাওয়ায় অসন্তুষ্ট কর্তৃপক্ষ। তাঁর দল পরিচালনা নিয়েও অসন্তোষ রয়েছে।

রিয়ান পরাগ

পয়েন্ট তালিকায় তৃতীয় স্থানে রয়েছে রাজস্থান। মঙ্গলবার পঞ্জাব কিংসকে হারিয়ে শ্রেয়স আয়ারদের অপরাজিত তকমা ছিনিয়ে নিয়েছে। কিন্তু রিয়ানের পারফরম্যান্স এবং নেতৃত্ব খুশি করতে পারছে না রাজস্থান কর্তৃপক্ষকে। কর্তাদের একাংশ মনে করছেন, অধিনায়ক হওয়ার সুবাদে প্রথম একাদশে জায়গা পাচ্ছেন রিয়ান। যা দলের পারফরম্যান্সে প্রভাব ফেলছে।

রুতুরাজ গায়কোয়াড়

চেন্নাই সুপার কিংস অধিনায়ক রুতুরাজের অবস্থা অনেকটা রিয়ানের মতোই। দলের ধারাবাহিকতা নেই। রুতুরাজের ব্যাটে রান নেই। ম্যাচের পরিস্থিতি বুঝে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে দুর্বলতা রয়েছে। তাঁর উপর চাপ বাড়াচ্ছে দলে সঞ্জু স্যামসনের উপস্থিতি। এ বারই তাঁকে ১৮ কোটি টাকা দিয়ে দলে নিয়েছেন চেন্নাই কর্তৃপক্ষ।

অজিঙ্ক রাহানে

আইপিএলের অধিনায়কদের মধ্যে এই মুহূর্তে সবচেয়ে চাপে সম্ভবত কলকাতা নাইট রাইডার্সের অধিনায়ক। কেকেআর শেষ দু'টি ম্যাচ জিতে কিছুটা অক্সিজেন পেলেও রাহানের নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠছে প্রতি ম্যাচেই। বোলিং পরিবর্তন, বোলারদের ব্যবহার করা, ফিল্ডিং সাজানো কিছুই ঠিক মতো করতে পারছেন না রাহানে। এখনও ঠিকঠাক প্রথম একাদশ বেছে নিতে পারেননি।

'টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে না খেলার সিদ্ধান্ত বড় ভুল ছিল বাংলাদেশের!' বন্ধু তামিমের হাতে ফিরবে সুদিন, আশা শাকিবের

ভারতের মাটিতে খেলার বিরোধিতা করে ২০২৬ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বয়কট করেছিল বাংলাদেশ। তাদের বদলে স্কটল্যান্ড খেলে বিশ্বকাপে। বাংলাদেশ সরকার ও ক্রিকেট বোর্ডের এই সিদ্ধান্তকে বড় ভুল বললেন শাকিব আল হাসান। দীর্ঘ দিন বাংলাদেশের হয়ে খেলার সুযোগ পান না শাকিব। তাঁর আশা, জীবনের শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ তিনি দেশের মাটিতেই খেলবেন। বন্ধু তথা বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের অন্তর্বর্তী সভাপতি তামিম ইকবালের উপর ভরসা করছেন শাকিব।

বাংলাদেশে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকে নিজের দেশে ফিরতে পারেননি শাকিব। পরিবারকে নিয়ে আমেরিকায় থাকেন তিনি। বেলজিয়ামে একটি জার্সি উদ্বোধনে অংশ নিয়ে শাকিব বলেন, "আমার মতে, খুব বড় ভুল হয়েছিল। বাংলাদেশের মতো ক্রিকেট পাগল এক দেশের বিশ্বকাপে না খেলা মানা যায় না। আমাদের সমর্থকেরা চান, বাংলাদেশ বিশ্বকাপের মতো প্রতিযোগিতায় খেলুক। বাংলাদেশ সরকারের বিশ্বকাপে না খেলার সিদ্ধান্ত খুব বড় ভুল।"

তবে বাংলাদেশে নতুন সরকার হওয়ার পর থেকে ছবিটা একটু বদলেছে। ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সিরিজ খেলার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এতে বরফ গলবে বলেই মনে করেন শাকিব। তিনি বলেন, "আমার মনে হয়, পরিস্থিতি ভাল হবে। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে এক, দুটো সিরিজের আলোচনা চলছে। আমি শুনছি, অগস্ট বা সেপ্টেম্বর মাসে দু'দেশের মধ্যে খেলা হবে। সেই সিরিজ হলে পরিস্থিতি ভাল হবে।"

বাংলাদেশে শাকিবের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগও রয়েছে। ফলে এখন দেশে ফিরতে পারছেন না তিনি। যদিও নতুন সরকারের মধ্যে আলোচনা চলছে, সেই সব মামলা তুলে নেওয়ার। শাকিবও চান, জীবনের শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ নিজের দেশে খেলতে। বাংলাদেশের হয়ে ৭১ টেস্ট, ২৪৭ এক দিনের ম্যাচ ও ১২৯ টি-টোয়েন্টি খেলা শাকিব বলেন, "দেখা যাক, কী হয়। সময় সব ঠিক করে দেয়। আশা করছি, যেটা চাই, সেটা শেষ পর্যন্ত পাব।"

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের অন্তর্বর্তী সভাপতি হয়েছেন তামিম। শাকিবের মতো তিনিও বাংলাদেশের প্রাক্তন অধিনায়ক ছিলেন। দু'জনের সম্পর্ক বেশ ভাল। বন্ধুর উপর ভরসা রয়েছে শাকিবের। তিনি বলেন, "ও অন্তর্বর্তী সভাপতি হয়েছে। আশা করছি, নির্বাচনের পর ও পাকাপাকি ভাবে সভাপতি হবে। বাংলাদেশের ক্রিকেট নিয়ে ওর অনেক পরিকল্পনা রয়েছে। তাতে বাংলাদেশ ক্রিকেটেরই উন্নতি হবে। সুদিন ফিরবে।"

টানা চার ম্যাচে খেলতে পারলেন না রোহিত! এখনও কি সুস্থ হননি শর্মা ? জবাব দিলেন হার্দিক

রোহিত শর্মা কি এখনও পুরো সুস্থ হননি? নইলে কেন সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধেও খেলছেন না তিনি? আইপিএলের মাঝে হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়েছিলেন রোহিত। তার পর থেকে আর খেলতে পারেননি তিনি। টানা চার ম্যাচে দলের বাইরে তিনি। রোহিত কতটা সুস্থ তা নিয়ে মুখ খুলেছেন হার্দিক পাণ্ড্য।

হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে টসের পর হার্দিক জানান, ম্যাচ খেলার জন্য যতটা সুস্থতা দরকার ততটা সুস্থ এখনও হতে পারেননি রোহিত। মুম্বইয়ের অধিনায়ক বলেন, "রোহিতের মাঠে নামতে আরও কয়েকটা ম্যাচ লাগবে। ও চেষ্টা করছে। কিন্তু খেলার জন্য যতটা সুস্থতা দরকার তা এখনও পায়নি। তাই ও খেলছে না।"

নেটে অনুশীলন করতে দেখা যাচ্ছে রোহিতকে। নেটে দেখে মনে হচ্ছে না খুব একটা সমস্যা হচ্ছে। কিন্তু নেটে ব্যাট করা আর মাঠে খেলার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ম্যাচ ফিট এখনও হতে পারেননি রোহিত। সেই কারণেই তাঁকে খেলানো হচ্ছে না।

গত ১২ এপ্রিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে খেলার সময় হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়েছিলেন রোহিত। ব্যাট করতে করতেই উঠে যান তিনি। তার পর থেকে দলের মেডিক্যাল দলের নজরে রয়েছেন রোহিত। শুরুতে মনে হয়েছিল, একটি বা দু'টি ম্যাচের পরেই সুস্থ হয়ে উঠবেন তিনি। কিন্তু সুস্থ হতে সময় লাগছে রোহিতের। এখন দেখার, কবে আবার দলে ফিরতে পারেন মুম্বইকে পাঁচ বার আইপিএল ট্রফি দেওয়া অধিনায়ক।

অবসরে গেলেন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ও শারীর শিক্ষক

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বৃহস্পতিবার বিকেলে দীর্ঘ কর্মজীবনের ইতি টানলেন শিক্ষাবিদ ড. দেবদুলাল বৈদ্য ও শারীর শিক্ষক দীপক দেববর্মা।

বিলোনিয়া বরপাথরী এলাকার প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে ১৯৭০-৮০র দশকে যোগাসনে পারদর্শীতার পাশাপাশি উচ্চশিক্ষায় অফুরন্ত জ্ঞান অর্জন করেছেন দেবদুলাল বৈদ্য। যার সুবাদে ১৯৯৭ সালে শারীর শিক্ষক হিসেবে কাজে যোগ দেন তিনি। পরবর্তীতে এসোসিয়েট প্রফেসর এবং পানিসাগরস্থিত আঞ্চলিক শারীর শিক্ষা কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন কর্মজীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। বিকেলে কলেজের ছাত্রছাত্রী ও সহকর্মীরা মিলে বিদায় সংবর্ধনা জানান প্রিয় স্যারকে। এদিকে, শারীর শিক্ষক দীপক দেববর্মাও অবসরে গেলেন আজ। ক্রীড়াঙ্গনে ফুটবলার হিসেবে সুপরিচিত। লংতরাই উপত্যকায় এবং রাজ্যের বিভিন্ন ময়দানে দাপিয়ে খেলেছেন তিনি। পরবর্তীতে ১৯৯১ সালে শারীর শিক্ষক হিসেবে পেশাগত দায়িত্ব পালন করেছেন নিজ এলাকায়। বিকেলে কর্মক্ষেত্রে অবসরকালীন বিদায় নেন।

দুজনকেই বিদায়ী শুভেচ্ছা জানান দপ্তরের শারীর শিক্ষক প্রনব অখণ্ড সহ অন্যান্য শুভানুধ্যায়ীরা।

বৈভবই আইপিএলে আলোচনার কেন্দ্রে

জয়পুর: আইপিএলের মঞ্চে চলতি মরশুমে ধারাবাহিক ভাল খেলে চলেছে বৈভব সূর্যবংশী। এখনও পর্যন্ত চলতি টুর্নামেন্টে ৯ ইনিংসে ১৫ বছরের ব্যাটার করেছে যথাক্রমে ৫২, ৩১, ৩৯, ৭৮, ০, ৪৬, ৮, ১০৩, ৪৩। এই মুহূর্তে অরেঞ্জ ক্যাপের দৌড়ে সবার আগে রয়েছে বৈভব। চারশো রান ঝুলিতে পুরে নিয়েছে সে। ৯ ইনিংসে গড় ৪৪.৪৪। ২৩৮ এর ওপর স্ট্রাইক রেটে ব্যাটিং করেছে এই ব্যাটার। মঙ্গলবার শেষ মাচেও পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে ১৬ বলে ৪৩ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেছে বৈভব। তার ব্যাটিং দেখে মহেন্দ্র সিংহ ধোনির সঙ্গে তুলনা টানছেন মুরলি কার্তিক ও মোহিত শর্মা।

বৈভবের ব্যাটিং নিয়ে কথা বলতে গিয়ে ক্রিকবাজে দুই প্রাক্তন বলেছেন, "এই ধরণের প্লেয়ার একমাত্র মহেন্দ্র সিংহ ধোনি। কোন ফ্র্যাঞ্চাইজির বিরুদ্ধে বা কোন মাঠে খেলতে নামছে তা ম্যাটার করে না। একটাই নাম সবার মনের মধ্যে ঘোরে, তা হল মহেন্দ্র সিংহ ধোনি। জনপ্রিয়তাটাই আলাদা পর্যায়ের।" এদিকে, পাকিস্তানি সাংবাদিককে উপযুক্ত জবাব দিল বৈভব। সম্প্রতি পাকিস্তানি সাংবাদিক নৌমান নিয়াজ এই বয়সেই বৈভবের বিধ্বংসী ব্যাটিং দেখে দাবি করেছিলেন তাঁর ব্যাটে বিশেষ প্রযুক্তির ব্যবহার করা হয়েছে। সেই মন্তব্যের পর থেকেই অনেকে আগ্রহী ছিলেন এই দাবির জবাবে বৈভব কী বলে, সেটা শুনতে। এবার অবশেষে জবাব দিল বৈভব। পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে রাজস্থান রয়্যালসের দুরন্ত জয়ের পর বৈভবকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে সে জানায়, "ভগবান (ব্যাটে জ্জ্জ চিপ) লাগিয়ে দিয়েছেন। উপরেই জানিয়েছিলেন যে আমার ব্যাটে কিছু একটা লাগিয়ে দিচ্ছেন, আর ওটারই ব্যবহার করছি।" আইপিএলে হোক বা দেশের জার্সিতে অনূর্ধ ১৯ বিশ্বকাপে বৈভব যেমন বিধ্বংসী ব্যাটিং করে যাচ্ছে তাতে তাক লাগিয়ে দিয়েছে সবাইকে সে। ডক্টর নওমান নিয়াজ নামের ওই বিশেষজ্ঞ সম্প্রতি পাক চ্যানেলে একটি অনুষ্ঠানে বলেছেন, "সূর্যবংশীর ব্যাট দেখে মনে হয় তাতে এআই চিপ লাগানো আছে। যেভাবে আমাদের ডোপিং টেস্ট হয়, সেভাবে ওর ব্যাটও পরীক্ষা করে দেখা উচিত। ওর ব্যাটিং দেখে অমানবিক মনে হচ্ছে।" তাঁর এই গোটাটা যদিও বা খানিকটা মজার ছলেই বলা, তবে তাতে কিন্তু তাঁর সমালোচনা বা ট্রোলিং থামছে না। আগেই নেটিজেনদের সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল তাঁকে।

জাতীয় অনূর্ধ-২০ ফুটবলের জন্য চূড়ান্ত পর্বের প্রস্তুতি শুরু বাধারঘাটে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আগামী জাতীয় অনূর্ধ-২০ ফুটবল প্রতিযোগিতার লক্ষ্যে ২২ জনের প্রাথমিক দল ঘোষণা করল ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (টিএফএ)।

বুধবার সকালে বাধারঘাট স্পোর্টস স্কুল মাঠে নির্বাচক কমিটির উপস্থিতিতে ৩১ জন ফুটবলারের মধ্য থেকে পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে এই ২২ জনকে বেছে নেওয়া হয়েছে। নির্বাচক কমিটির অন্যতম সদস্য তথা অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক দীনেশ প্রধান জানিয়েছেন, বাছাইকৃত এই ফুটবলারদের নিয়েই আগামী কয়েক দিন চলবে নিবিড় ও চূড়ান্ত পর্যায়ের অনুশীলন শিবির। তবে মূল দলে জায়গা নিশ্চিত করার আগে প্রতিটি ফুটবলারকে বাধ্যতামূলক মেডিকেল টেস্টের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। শারীরিক সক্ষমতা ও মেডিকেল রিপোর্টের পাশাপাশি অনুশীলনে খেলোয়াড়দের ধারাবাহিকতা এবং কৌশলগত দক্ষতা বিচার করে এই ২২ জনের তালিকা থেকে শেষ পর্যন্ত ১৮ জনের চূড়ান্ত দল গঠন করা হবে। বাধারঘাটে আয়োজিত এই বাছাই প্রক্রিয়ায় ফুটবলারদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা গেছে এবং রাজ্য দলের সাফল্যের কথা মাথায় রেখে প্রশিক্ষণের প্রতিটি খুঁটিনাটি খতিয়ে দেখছে টিএফএ-র নির্বাচক মণ্ডলী। মূলতঃ রাজ্যের প্রতিভাবান তরুণ ফুটবলারদের জাতীয় স্তরে নিজেদের প্রমাণ করার সুযোগ করে দিতেই এই নিবিড় প্রস্তুতির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই ১৮ জনের সেই কাঙ্ক্ষিত চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে বলে ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের নির্দিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA : TRIPURA
Notice Inviting e-Tender

PNIe-T- No: 01/EE/DIV-III/ AMC/2026-27, Dated: 27-04-2026.

The Executive Engineer, PW DIV-III, AMC on behalf of the Hon'ble Mayor, AMC, Invites online Percentage rate bids, on open bidding format for following work (s): -

SI No.	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	Last time and date of Submission	TIME AND DATE OF OPENING OF BID. IF POSSIBLE
1	Construction of C.C. road from H.O. Rajib Roy to H.O. Rachindra Nama, under ward No. 49, AMC. **DNIeT.:- 01/EE/Div-III/ AMC/2026-27**	Rs.20,61,680/-	Rs.41,234/-	90 days	02-05-2026 at 15.00 hrs	04-05-2026 at 16.00 hrs
2	Construction of C.C. road and drain from H.O. Raju Saha to H.O. Manik Chakraborty, under ward No. 49 AMC **DNIeT.:- 02/EE/Div-III/ AMC/2026-27**	Rs.27,91,258/-	Rs.55,825/-	90 days		
3	Construction of RCC drain and road at Baidyasagar lane, under ward No. 39 AMC **DNIeT.:- 02/EE/Div-III/ AMC/2026-27**	Rs.8,07,273/-	Rs.16,145/-	90 days		

Bid forms and other details can be obtained from website https://tripuratenders.gov.in

Sd/-Illegible
Executive Engineer,
PW Division- III,
Agartala Municipal Corporation.

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA : TRIPURA
NOTICE INVITING e-TENDER

PNIe-T No: 05/EE/DIV-I/AMC/2026-27 Dated : 27/04/2026

The Executive Engineer, Division No-I, AMC on behalf of Hon'ble Mayor, AMC Invites Online Percentage rate bids, on open bidding format for the following works:

SI No.	DNIET No	Estimate Cost	Earnest Money	Time of Completion
1	Improvement of road by RCC and cover drain from the H/O Badal Bhattacharjee to Suman Bhattacharjee (Mahadev Bhattacharjee goli) under Ward No. 14 AMC **D.N.I.E.T No. 11/EE/DIV-I/AMC/2026-27**	Rs. 36,47,995/-	Rs. 72,960/-	120 (One hundred twenty) days
2	Improvement of road by RCC, slab from the H/O Sunil Bhowmik to the H/O Putul Sutradhar at Kalikapur under Ward No. 15, AMC **D.N.I.E.T No. 12/EE/DIV-I/AMC/2026-27**	Rs. 14,42,629/-	Rs. 28,853/-	90 (Ninety) days
3	Improvement of road by CC, drain with slab from the H/O Gopal Dey to the H/O Sankar Das at Shilpara under Ward No. 15, AMC **D.N.I.E.T No. 13/EE/DIV-I/AMC/2026-27**	Rs. 5,97,705/-	Rs. 11,954/-	60 (Sixty) days
4	Construction of CC road from the H/O Haradhan Sarkar to the H/O Kishore Roy at Kalikapur under Ward No. 15 AMC **D.N.I.E.T No. 14/EE/DIV-I/AMC/2026-27**	Rs. 7,28,877/-	Rs. 14,578/-	60 (Sixty) days
5	Construction of CC road from the H/O Shymal Deb to the H/O Dilip Kr. Deb at Chandinamura under Ward No. 15, AMC **D.N.I.E.T No. 15/EE/DIV-I/AMC/2026-27**	Rs. 8,93,979/-	Rs. 17,880/-	60 (Sixty) days

1. Last date and time for document downloading/bidding: **04-05-2026 at 14.00 Hrs/ 15.00 Hrs**
2. Time and date of opening of bid : **04-05-2026 at 16.00 Hrs (If Possible)**
3. Bid forms and other details can be obtained from website https://tripuratenders.gov.in

Sd/-Illegible
Executive Engineer,
PW Division-I,
Agartala Municipal Corporation

No. 471-90/F.140/Sd-I/2010 Dated the 27th Apr. 2026

অসুস্থ কাম্বলির জীবনযুদ্ধকে 'অপমান' বিতর্কে আইসক্রিম সংস্থার বিজ্ঞাপন

জীবনে 'কম' পেয়েছেন। সেটাকে পুষিয়ে দিচ্ছে আইসক্রিম? বিনোদ কাম্বলির জীবন, সংগ্রাম, সাফল্য-ব্যর্থতার সঙ্গে যাঁরা পরিচিত, তাঁরা অনেকেই এই বয়ানে অখুশি। সাম্প্রতিক একটি আইসক্রিমের বিজ্ঞাপনে কাম্বলির জীবনকে এরকম 'সহজ' করে দেখানো হচ্ছে। যা অসুস্থ কাম্বলির 'কামব্যাক' বলে প্রচার করা হলেও অনেকের দাবি এই বিজ্ঞাপন 'অসংবেদনশীল।'

সাম্প্রতিক সময়ে যথেষ্ট অসুস্থ ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার। মস্তিষ্কে রক্ত জমাট বাঁধায় স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ছে ক্রমশ। এর মধ্যে একটি আইসক্রিম কোম্পানির বিজ্ঞাপনে দেখা গিয়েছে কাম্বলিকে। যা দেখে ভক্তরা অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করেছেন, পাশাপাশি কাম্বলির 'কামব্যাকে' খুশিও হয়েছেন। একটি বিজ্ঞাপনে ছোটবেলার বন্ধু শচীন তেণ্ডুলকরকে জন্মদিনে শুভেচ্ছাও জানিয়েছেন। তবে বিতর্ক অন্য জায়গায়।

অন্য আরেকটি বিজ্ঞাপনে তিনি বলেন, "যাঁরা জীবনে একটু কম পেয়েছেন, তাঁদের জন্য একটু বেশি আছে।" তারপর আইসক্রিমে কামড় বসান।

ত্রিপুরা বিধানসভায় সুর সম্রাজ্ঞী আশা ভোঁসলে এবং প্রাক্তন মন্ত্রী কার্তিক কন্যা দেববর্মার প্রয়াণে স্মৃতিচারণ

আগরতলা, ৩০ এপ্রিল : ত্রিপুরা বিধানসভার একদিনের বিশেষ অধিবেশনে বৃহস্পতিবার সুর সম্রাজ্ঞী আশা ভোঁসলে এবং প্রাক্তন মন্ত্রী কার্তিক কন্যা দেববর্মার প্রয়াণে স্মৃতিচারণ করা হয়েছে।

এদিন স্মৃতিচারণে অধ্যক্ষ রামপদ জমাতিয়া বলেন, আমি গভীর শোক ও বেদনা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে এই সভাকে অবহিত করছি, ত্রিপুরা বিধানসভার প্রাক্তন সদস্যা তথা ত্রিপুরা সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী কার্তিক কন্যা দেববর্মা আর আমাদের মধ্যে নেই। গত ৩০ মার্চ বিকেল সাড়ে চারটা নাগাদ আগরতলার ক্যান্সার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৭২ বছর।

তিনি বলেন, শ্রীমতি দেববর্মা ১৯৫৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি সমাজসেবামূলক কার্যকলাপ ও বামপন্থী গণ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন এবং ১৯৯৩ সালে ত্রিপুরা বিধানসভার নির্বাচনে টাকারজলা নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

অধ্যক্ষের কথায়, রাজ্যের তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকারের আমলে তিনি সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিসেবে নিষ্ঠা, সততা ও মানবিকতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের উন্নয়ন, নারীশিক্ষা ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে উনার অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

এই সভা শ্রীমতি কার্তিক কন্যা দেববর্মার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজন ও অসংখ্য অনুরাগীর প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করেছে।

এদিন অধ্যক্ষ বলেন, গভীর শোক ও বেদনা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে এই সভাকে অবহিত করছি, ভারতীয় সঙ্গীত জগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র, কিংবদন্তি শিল্পী, সুরসম্রাজ্ঞী আশা ভোঁসলে বুকে সংক্রমণজনিত জটিলতার পর বহুঅঙ্গ বিকল হয়ে গত ১২ এপ্রিল মুম্বাইরের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ৯২ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। তিনি ৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩ সালে মহারাষ্ট্রের সাংলিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

তিনি বলেন, আশা ভোঁসলে ছিলেন ভারতীয় সঙ্গীতের এক অনন্য প্রতিভা, এক অমর কণ্ঠস্বর, যার সুরের মাধুর্যে প্রজন্মের পর প্রজন্ম মুগ্ধ হয়েছে। আশা ভোঁসলে-র প্রয়াণ ভারতীয় সঙ্গীত জগতে এক অপূরণীয় শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। তিনি শুধুমাত্র একজন গায়িকা নন, তিনি ছিলেন সুরের এক জাদুকরী শিল্পী, যিনি হিন্দি চলচ্চিত্র সঙ্গীত থেকে শুরু করে বাংলা, মারাঠি, গুজরাটি, পাঞ্জাবি সহ বহু ভাষায় অসংখ্য অমর গান উপহার দিয়ে ভারতীয় সঙ্গীত ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন। উনার কণ্ঠে প্রেম, বেদনা, উচ্ছ্বাস ও জীবনের নানা অনুভূতির এক অপূর্ব প্রকাশ ঘটেছে।

আশা ভোঁসলে-র দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি পদ্মবিভূষণ, দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কারসহ বহু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। তবে উনার প্রকৃত স্বীকৃতি নিহিত রয়েছে কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ে, যেখানে তিনি চিরকাল অমর হয়ে থাকবেন, যোগ করেন অধ্যক্ষ।

তাঁর কথায়, আশা ভোঁসলে-র প্রয়াণে ভারতীয় সঙ্গীত জগৎ এক মহামূল্যবান রত্ন হারালো। সৃষ্টিশীলতা, কণ্ঠস্বর এবং সঙ্গীতের প্রতি উনার নিবেদন ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে যাবে। বহুমুখী প্রতিভাধর গায়িকা হিসেবে তিনি সুপরিচিত ছিলেন।

অধ্যক্ষ বলেন, এই শোকের মুহূর্তে এই সভা আশা ভোঁসলে-র শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে এবং আমরা প্রার্থনা করছি, ঈশ্বর যেন তাঁর বিদেহী আত্মাকে চিরশান্তি দান করেন।

এদিন ত্রিপুরা বিধানসভা কার্তিক কন্যা দেববর্মা এবং আশা ভোঁসলের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে তাঁদের বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনায় দুই মিনিট নীরবতা পালন করেন।

গৃহবধূর রহস্যমৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য, খুনের অভিযোগ পরিবারের

আগরতলা, ৩০ এপ্রিল : বড়জলা এলাকায় এক গৃহবধূর রহস্যমৃত্যুকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। মৃত গৃহবধূর নাম বুল্টি সূত্রধর (৩৪)। বৃহস্পতিবার শ্বশুরবাড়ির বাথরুম থেকে তার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, গৃহবধূর স্বামী হরেকৃষ্ণ সূত্রধর পেশায় একজন গাড়িচালক। তিনি সংবাদমাধ্যমকে জানান, বৃহস্পতিবার কাজ শেষে বাড়ি ফিরে দেখেন তার ছেলে ছাদের উপর স্নান করছে। ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলে সে জানায়, তার মা বাথরুমে রয়েছেন।

এরপর তিনি নিচে নেমে বাথরুমের দরজায় হাত দিতেই বিদ্যুতের সংস্পর্শে আসেন বলে দাবি করেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রতিবেশীদের খবর দেন। স্থানীয়রা এসে প্রথমে বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ করে বাথরুমে প্রবেশ করে দেখেন, গৃহবধূ মাটিতে অচেতন অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতার হাতে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে বলে জানা গেছে।

ঘটনার খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে আসেন গৃহবধূর বাপের বাড়ির লোকজন। কান্নায় ভেঙে পড়েন মৃতার মা। তিনি অভিযোগ করেন, তার মেয়েকে খুন করা হয়েছে এবং এর জন্য স্বামীকেই দায়ী করেন।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছে। পুলিশ ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এই রহস্যমৃত্যুর আসল কারণ কী, তা তদন্তের পরই স্পষ্ট হবে।

শিক্ষা ভবন অভিযান: নয় দফা দাবিতে পথে মিড ডে মিল কুক-কাম-হেল্পাররা

আগরতলা, ৩০ এপ্রিল: নয় দফা দাবিকে সামনে রেখে শিক্ষা ভবন অভিযান সংগঠিত করল মিড ডে মিল কুক-কাম-হেল্পার ওয়েলফেয়ার কমিটি। বৃহস্পতিবার সংগঠনের উদ্যোগে বিপুল সংখ্যক কর্মী-সমর্থক এই অভিযানে অংশ নেন।

সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে তারা ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। বর্তমানে বারো মাস কাজ করলেও মাত্র দশ মাসের বেতন পান বলে অভিযোগ তাদের। তাই অবিলম্বে বারো মাসের পূর্ণ বেতন চালু করার দাবি তোলা হয়েছে।

এছাড়াও, তাদের মাসিক বেতন ১৮,০০০ টাকা নির্ধারণের দাবি জানানো হয়েছে। কর্মীদের অভিযোগ, কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে প্রতিদিন মিড ডে মিল পরিষেবা সচল রাখলেও তারা পর্যাপ্ত পারিশ্রমিক পাচ্ছেন না। ফলে সংসার চালানো ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়ছে।

সংগঠনের নেতৃবৃন্দ জানান, তাদের ন্যায্য দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন আরও জোরদার করা হবে। সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ভবিষ্যতেও বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচি নেওয়া হতে পারে বলে ইঙ্গিত দেন তারা।

হোলি ক্রস স্কুলের আইসিএসই ও আইএসসি পরীক্ষায় অসামান্য সাফল্য উদযাপন

আগরতলা, ৩০ এপ্রিল : আগরতলার হোলি ক্রস স্কুল, ২০২৬ সালের আইসিএসই এবং আইএসসি পরীক্ষায় অসাধারণ ফলাফলের ঘোষণা দিয়ে ত্রিপুরার অন্যতম সেরা শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে নিজের মর্যাদা আরও একবার প্রতিষ্ঠা করেছে। শিক্ষাগত উৎকর্ষ এবং সামগ্রিক বিকাশের জন্য স্কুলের অবিচল প্রচেষ্টা এই বছরের ব্যতিক্রমী ফলাফলের মাধ্যমে উজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠেছে।

ফলাফলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

আইসিএসই: পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা: ২৫০; উত্তীর্ণ: ২৫০। পাসের হার ১০০শতাংশ।

২০২৬ সালের আইসিএসই পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ২৫০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১৩৩ জন ডিস্টিংশনসহ, ৯৭ জন প্রথম বিভাগে এবং ২০ জন দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে।

আইএসসি: পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা: ১৩৩; উত্তীর্ণ: ১৩১ জন। পাসের হার ৯৮.৫শতাংশ।

কলা বিভাগ: ২০২৬ সালের পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ৬৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ২৬ জন ডিস্টিংশনসহ, ২৭ জন প্রথম বিভাগে এবং ১০ জন দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে।

বিজ্ঞান বিভাগ: ২০২৬ সালের পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ৫৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১০ জন ডিস্টিংশনসহ, ৩৫ জন প্রথম বিভাগে এবং ৮ জন দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। বাণিজ্য বিভাগ: ২০২৬ সালের পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ১৭ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ২ জন ডিস্টিংশনসহ, ০৬ জন প্রথম বিভাগে এবং ৭ জন দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে।

এই উল্লেখযোগ্য সাফল্য শৃঙ্খলাপরায়ণ, আত্মবিশ্বাসী এবং মূল্যবোধসম্পন্ন তরুণ শিক্ষার্থীদের লালন-পালনে বিদ্যালয়ের দীর্ঘস্থায়ী ঐতিহ্যকে প্রতিফলিত করে। এটি নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষার্থী, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ শিক্ষক এবং সহযোগী অভিভাবকদের মধ্যেকার সমন্বয়ের একটি প্রমাণ।

অধ্যক্ষ ফাদার এই সাফল্যে গভীর গর্ব প্রকাশ করে জিলসন টম বলেন, "দৃঢ় সংকল্প ও সঠিক দিকনির্দেশনা পেলে আমাদের শিক্ষার্থীরা কী অর্জন করতে পারে, আজকের এই ফলাফল তারই এক উজ্জ্বল স্বীকৃতি। আমাদের শিক্ষকেরা প্রতিটি পদক্ষেপে তাদের পাশে থেকেছেন এবং আমাদের অভিভাবকেরা ছিলেন তাদের সবচেয়ে শক্তিশালী স্তম্ভ। হলি ক্রস স্কুলে আমরা মেধা, সততা এবং উদ্দেশ্যপূর্ণ তরুণ প্রজন্ম গড়ে তোলার লক্ষ্যে অবিচল রয়েছি।"

বিদ্যালয় পরিবার গর্বের সাথে ২০২৬ সালের আইসিএসই এবং আইএসসি ব্যাচের শিক্ষার্থীদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছে। তারা আত্মবিশ্বাসী যে, নতুন শিক্ষাজগৎ ও ভবিষ্যৎ সাধনায় সাহসের সাথে পা রাখার সাথে সাথে তাদের মেধা আরও উজ্জ্বল হতে থাকবে। ঈশ্বরের অশেষ কৃপা তাদের পথ দেখাক এবং শক্তি যোগাক, যাতে তারা সাহস, সততা এবং এক অটল উদ্দেশ্য নিয়ে তাদের স্বপ্নকে অনুসরণ করতে পারে।

পশ্চিম জয়নগরে মারামারি, গুরুতর আহত এক ব্যক্তি

আগরতলা, ৩০ এপ্রিল: পশ্চিম জয়নগর এলাকায় সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে মারামারির জেরে গুরুতরভাবে আহত হলেন রাজিব সূত্রধর নামে এক ব্যক্তি। বর্তমানে তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় জিবি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

জানা গেছে, আজ সন্ধ্যার সময় প্রস্রাব করাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় কয়েকজন ব্যক্তির সঙ্গে বচসার সৃষ্টি হয়। অভিযোগ, সেই বচসা মুহূর্তের মধ্যে উত্তেজনায় রূপ নেয় এবং কয়েকজন ব্যক্তি অতর্কিতভাবে ধারালো অস্ত্র নিয়ে রাজিব সূত্রধরের উপর হামলা চালায়। ঘটনায় এলাকায় চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশ। আহত রাজিব সূত্রধরকে উদ্ধার করে সঙ্গে সঙ্গে জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে তিনি চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং ইতিমধ্যে সাধিক মিয়া নামে এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত আছে কিনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

বাইখোড়ায় ইস্কন পরিচালিত জগন্নাথ জিউ মন্দিরে নৌকা বিহার, ভক্তদের ঢল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ এপ্রিল: ইস্কন পরিচালিত জগন্নাথ জিউ মন্দিরে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হল নৌকা বিহার উৎসব। প্রতি বছরের মতো এ বছরও অক্ষয় তৃতীয়াকে কেন্দ্র করে পাঁচ দিনব্যাপী এই বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। মন্দির সূত্রে জানা গেছে, প্রভুজী করুনেশ্বর মাধব দাসের উদ্যোগে সারা বছর ধরেই মন্দিরে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। তাঁর প্রচেষ্টায় বাইখোড়ার এই মন্দির ধীরে ধীরে ভক্তমহলে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভক্তরা নিয়মিতভাবে এখানে এসে অংশ নেন নানা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে। এদিনও ধর্মীয় রীতি মেনে রাধা-কৃষ্ণের নৌকা বিহারের আয়োজন করা হয়। ভক্তদের উপস্থিতিতে উৎসবমুখর হয়ে ওঠে মন্দির চত্বর। নৌকা বিহারের পাশাপাশি বিভিন্ন পূজা-অর্চনা ও ধর্মীয় কর্মসূচিও পালন করা হচ্ছে। মন্দির কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, টানা পাঁচ দিন ধরে এই নৌকা বিহার উৎসব চলবে। উৎসবকে কেন্দ্র করে এলাকায় ভক্তদের ব্যাপক সমাগম লক্ষ্য করা গেছে। অনুষ্ঠান সম্পর্কে মন্দিরের প্রভুজী জানান, ভক্তদের অংশগ্রহণ ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়েই প্রতি বছর এই উৎসব উদযাপিত হয়, যা এলাকার এক অন্যতম আকর্ষণ হয়ে উঠেছে।

বৌদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে দক্ষিণ জেলায় মাছ- মাংস বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা

আগরতলা, ৩০ এপ্রিল: আগামীকাল পবিত্র বৌদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক মোঃ সাজাদ পি এক আদেশ বলে সমগ্র দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় মাছ ও মাংস বিক্রি এবং যেকোনো প্রকার প্রাণী হত্যার উপর সম্পূর্ণরূপে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন।

এই আদেশে জানানো হয়েছে যে, ধর্মীয় আবেগ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার স্বার্থে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সকল ব্যবসায়ী, বিক্রেতা এবং সাধারণ জনগণকে এই আদেশ মেনে চলার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। উক্ত আদেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও জেলা প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে।

উত্তর ত্রিপুরায় অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস, জারি লাল সতর্কতা; প্রশাসনের কড়া নজরদারি

আগরতলা, ৩০ এপ্রিল: অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনাকে সামনে রেখে উত্তর ত্রিপুরা জেলায় জারি করা হয়েছে চরম সতর্কতা। ভারতীয় আবহাওয়া বিভাগের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২৯ এপ্রিল থেকে ৩ মে ২০২৬ পর্যন্ত রাজ্যের সমস্ত জেলায় লাল সতর্কতা ঘোষণা করা হয়েছে। এর প্রভাব উত্তর জেলায় মারাত্মকভাবে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

বিশেষ করে ধর্মনগর মহকুমার নিচু এলাকাগুলিতে জলস্তর বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সম্ভাব্য বিপর্যয়ের কথা মাথায় রেখে জেলা প্রশাসন ইতিমধ্যেই একাধিক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে এবং সর্বস্তরের মানুষকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছে।

উত্তর ত্রিপুরার জেলাশাসক চান্দনী চন্দ্রান জানান, আবহাওয়া বিভাগের সতর্কবার্তার ভিত্তিতে জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রশাসন সম্পূর্ণ প্রস্তুত। নিচু এলাকায় নজরদারি জোরদার করা হয়েছে এবং প্রয়োজনে দ্রুত উদ্ধার ও ত্রাণ কার্য পরিচালনার জন্য বিশেষ দল প্রস্তুত রাখা হয়েছে। তিনি সাধারণ মানুষকে অপ্রয়োজনীয় বাইরে বেরোনো থেকে বিরত থাকার অনুরোধ জানান।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে জারি করা গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকাগুলি হল, যতটা সম্ভব ঘরের ভিতরে অবস্থান করা। নদী, ঝরনা ও জলাবদ্ধ এলাকায় যাতায়াত এড়িয়ে চলা, শিশু ও বয়স্কদের নিরাপদ স্থানে রাখা, বজ্রপাত ও প্রবল বৃষ্টির সময় অতিরিক্ত সতর্ক থাকা। যেকোনো জরুরি পরিস্থিতিতে যোগাযোগের জন্য জেলা জরুরি অভিযান কেন্দ্র চালু রাখা হয়েছে। হেল্পলাইন নম্বর১০৭৭, ০৩৮২২-২৩৪৩৪৯ এবং ৬০৩৩২৮৩৬৫১।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পরিস্থিতির উপর সার্বক্ষণিক নজর রাখা হচ্ছে এবং প্রয়োজনে আরও কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে। পাশাপাশি, দুর্যোগ মোকাবিলায় স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতা কামনা করেছে জেলা প্রশাসন।

জাতীয় 'পঞ্চায়েত প্রগতি সূচক ২.০'-এ উজ্জ্বল ত্রিপুরা, সেরা জুগল কিশোর নগর পঞ্চায়েত

আগরতলা, ৩০ এপ্রিল: তৃণমূল স্তরের প্রশাসনে নতুন দিশা দেখিয়ে জাতীয় 'পঞ্চায়েত প্রগতি সূচক (পিপিআই) ২.০'-এ উজ্জ্বল সাফল্য অর্জন করল ত্রিপুরা। জাতীয় পঞ্চায়েত রাজ দিবস উপলক্ষে কেন্দ্রীয় সরকার প্রকাশিত এই রিপোর্টে দেশের বিভিন্ন পঞ্চায়েতের উন্নয়নমূলক কাজের মূল্যায়নে ত্রিপুরা বিশেষভাবে নজর কাড়তে সক্ষম হয়েছে। রাজ্যের মোট ১,১৭৬টি গ্রাম পঞ্চায়েত সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়ে একাধিক উন্নয়ন সূচকে উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখিয়েছে।

২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের জন্য পঞ্চায়েত রাজ মন্ত্রক প্রস্তুত করা এই প্রতিবেদনে দেখা গেছে, দেশজুড়ে ৩,৬৩৫টি পঞ্চায়েত 'ফ্রন্ট রানার' (গ্রেড এ) হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। পাশাপাশি ১.১৮ লক্ষেরও বেশি পঞ্চায়েত 'পারফর্মার' (গ্রেড বি) শ্রেণিতে রয়েছে, যা মোট অংশগ্রহণকারীর প্রায় ৪৫.৭২ শতাংশ।

ত্রিপুরার পঞ্চায়েতগুলি দারিদ্র্য দূরীকরণ, স্বাস্থ্য পরিষেবা, স্যানিটেশন ও অবকাঠামো উন্নয়নের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে অসাধারণ অগ্রগতি দেখিয়েছে। বিশেষভাবে সেপাহিজালা জেলার জম্পুইজলা মহকুমার জুগল কিশোর নগর পঞ্চায়েত দেশের অন্যতম সেরা পারফর্মার হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

এছাড়াও রাজ্যের একাধিক পঞ্চায়েত বিভিন্ন বিভাগে শীর্ষ স্থান অর্জন করেছে। শিবনগর গ্রাম পঞ্চায়েত (সেপাহিজালা) 'দারিদ্র্যমুক্ত ও উন্নত জীবিকা' বিভাগে 'এ' পেয়েছে। পশ্চিম সরবং (গোমতী) 'সুস্থ পঞ্চায়েত', কাঞ্চনবাড়ি (ঊনকোটি) 'শিশুবান্ধব পঞ্চায়েত', উত্তর ধনিছড়া (ঊনকোটি) 'জলসম্পদে স্বনির্ভর পঞ্চায়েত', পশ্চিম টাকারজলা (সেপাহিজালা) 'পরিচ্ছন্ন ও সবুজ পঞ্চায়েত', উত্তর তাইছামা (দক্ষিণ ত্রিপুরা) 'স্বনির্ভর অবকাঠামো', ঠাকছড়া (গোমতী) 'সুশাসন' প্রতিটি ক্ষেত্রে 'এ' গ্রেড অর্জন করেছে। পাশাপাশি পাহাড়পুর (গোমতী) 'সামাজিক সুরক্ষা' বিভাগে 'এ' এবং বৈকুণ্ঠপুর (পশ্চিম ত্রিপুরা) 'নারীবান্ধব পঞ্চায়েত' বিভাগে 'এ' গ্রেড পেয়েছে।

দেশব্যাপী রিপোর্টে দারিদ্র্য হ্রাস ও স্বাস্থ্য পরিষেবায় উন্নতির ইতিবাচক চিত্র উঠে এসেছে। 'দারিদ্র্যমুক্ত ও উন্নত জীবিকা' বিভাগে ৩,৩১৩টি পঞ্চায়েত গ্রেড এ পেয়েছে এবং 'সুস্থ পঞ্চায়েত' বিভাগে ১,০১৫টি পঞ্চায়েত সর্বোচ্চ 'এ' অর্জন করেছে।

স্বামীর বিরুদ্ধে বধূ নির্যাতনের অভিযোগ, থানায় লিখিত মামলা দায়ের নির্যাতিতা গৃহবধূর

আগরতলা, ৩০ এপ্রিল: স্বামীর বিরুদ্ধে পণের দাবিতে দীর্ঘদিনের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ তুলে থানায় লিখিত মামলা দায়ের করলেন এক গৃহবধূ। ঘটনাটি আমতলী ও বোধজংনগর থানার অন্তর্গত দুই এলাকার সঙ্গে জড়িত বলে জানা গেছে।

অভিযোগ, প্রায় পাঁচ বছর আগে আমতলী থানার অন্তর্গত নেতাজী সুভাষ কলোনি এলাকার বাসিন্দা রূপচান বেগমের সঙ্গে সামাজিকভাবে বিয়ে হয় বোধজংনগর থানার অন্তর্গত রতন নগর এলাকার কুদ্দুস মিয়ার ছেলে কবির হোসেনের। বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই রূপচান বেগমের উপর পণের টাকা আনার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হয় বলে অভিযোগ। কিন্তু আর্থিকভাবে দুর্বল হওয়ায় বাবার বাড়ি থেকে টাকা আনতে না পারায় তার উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন শুরু হয়।

বিয়ের এক বছর পর দম্পতির সংসারে এক কন্যা সন্তানের জন্ম হলেও পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন হয়নি। বরং অভিযোগ, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নির্যাতনের মাত্রা বাড়তে থাকে। একাধিকবার দুই পক্ষের মধ্যে মীমাংসার চেষ্টা হলেও তাতে কোনো সুফল মেলেনি।

অবশেষে কয়েক মাস আগে নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচতে রূপচান বেগম তার কন্যা সন্তানকে নিয়ে বাবার বাড়িতে ফিরে যান। অভিযোগ, এরপরও স্বামী কবির হোসেন স্ত্রী ও সন্তানের কোনো খোঁজখবর নেননি বা তাদের ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেননি।

এই পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার বিকেলে নির্যাতিতা গৃহবধূ বোধজংনগর থানায় স্বামীর বিরুদ্ধে পণের জন্য নির্যাতনের অভিযোগে লিখিত মামলা দায়ের করেন। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি দাবি করেন, এর আগেও একই অভিযোগে থানায় লিখিত আবেদন জানানো হলেও তৎকালীন দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক কোনো মামলা গ্রহণ করেননি।

নির্যাতিতা গৃহবধূর দাবি, পুরো ঘটনাটি সঠিকভাবে তদন্ত করে অভিযুক্ত স্বামীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযোগের ভিত্তিতে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

জলজটে বিপর্যস্ত তেলিয়ামুড়া, ক্ষোভে ফুঁসছে বাইশ ঘড়িয়া; প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন

তেলিয়ামুড়া, ৩০ এপ্রিল: জল নিষ্কাশনের সমস্যাকে কেন্দ্র করে চরম দুর্ভোগের মধ্যে পড়েছেন তেলিয়ামুড়া মহকুমার তেলিয়ামুড়া আরডি ব্লকের অন্তর্গত বাইশ ঘড়িয়া এলাকার বাসিন্দারা। দীর্ঘদিনের জলজট সমস্যায় এবার ফেটে পড়েছে জনরোষ। অভিযোগ, প্রশাসনের নীরবতায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠেছে।কৃষিনির্ভর এই এলাকায় বর্ষাকাল এলেই জমে থাকা জলের কারণে চাষাবাদ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। স্থানীয় কৃষকদের দাবি, জমিতে জল নিষ্কাশনের সঠিক ব্যবস্থা না থাকায় ফসল নষ্ট হচ্ছে এবং গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থাও ভেঙে পড়েছে।এই সমস্যার মধ্যেই নতুন করে বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছেন এলাকার বাসিন্দা কাদের মিয়া। অভিযোগ, নিজের পুকুর ভরাট করতে গিয়ে তিনি সংলগ্ন কৃষিজমির ড্রেন বন্ধ করে দিয়েছেন। ফলে জল বেরোনোর পথ বন্ধ হয়ে গোটা এলাকায় জলজট তীব্র আকার ধারণ করেছে। এলাকাবাসীর আরও অভিযোগ, বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার আপত্তি জানানো হলেও কাদের মিয়া তাতে কর্ণপাত করছেন না। বরং স্থানীয় এক প্রভাবশালী ব্যক্তি তপন দত্তের মদত পাওয়ায় তিনি বিষয়টি এড়িয়ে যাচ্ছেন বলে দাবি গ্রামবাসীদের একাংশের।ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা জানান, সমস্যার কথা স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রতিনিধি থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ও বিধায়ক পর্যন্ত জানানো হয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কার্যকর কোনও পদক্ষেপ না নেওয়ায় ক্ষোভ আরও বাড়ছে।পরিস্থিতির জেরে এলাকাবাসীরা সম্মিলিতভাবে আন্দোলনের পথে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাদের দাবি, অবিলম্বে ড্রেনেজ ব্যবস্থা পুনরুদ্ধার করে জলজট সমস্যার স্থায়ী সমাধান করতে হবে।একদিকে কৃষিজীবনের সংকট, অন্যদিকে প্রশাসনিক উদাসীনতার অভিযোগএই দুইয়ের চাপে তেলিয়ামুড়ার বাইশ ঘড়িয়া আজ গভীর অনিশ্চয়তার মুখে। এখন নজর, প্রশাসন কত দ্রুত সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসে।

৬০ লাখ কাণ্ডে অভিযুক্ত প্রাক্তন ডিএফও পলাতক, পুলিশের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় বড় প্রশ্ন

আগরতলা, ৩০ এপ্রিল: দক্ষিণ জেলার প্রাক্তন ডিএফও গৌরব রবীন্দ্র ওয়াঘ পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রাজ্যজুড়ে। ৬০ লাখ টাকার দুর্নীতির মামলায় অভিযুক্ত এই আধিকারিকের পলায়নকে ঘিরে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে উঠেছে একাধিক প্রশ্ন।

সূত্রের খবর, অভিযুক্তকে আগরতলার বন দফতরের পাশেই নজরদারিতে রাখা হয়েছিল। কিন্তু সেখান থেকেই তিনি কৌশলে নিজের মোবাইল ফোন চালু রেখে সড়কপথে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। ঘটনাটি ঘটে উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকদের নজরদারির মধ্যেই।

এই ঘটনায় ডিআইজি সঞ্জয় রায়, এসপি পিয়া মাধুরী এবং এএসপি সৌভিক দে-র ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। কীভাবে এমন গুরুত্বপূর্ণ অভিযুক্ত নিরাপত্তা ভেঙে পালাতে পারলেন, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে তীব্র সমালোচনা।

পুলিশের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি। তবে অভিযুক্তকে ধরতে তল্লাশি অভিযান শুরু হয়েছে বলে জানা গেছে।

এই ঘটনাকে অনেকেই পুলিশের ইতিহাসে এক কলঙ্কজনক অধ্যায় হিসেবে দেখছেন। এখন দেখার, কত দ্রুত অভিযুক্তকে পুনরায় গ্রেপ্তার করতে পারে পুলিশ এবং এই ঘটনায় দায় নির্ধারণে কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

ধর্মনগর বিধানসভার উপনির্বাচন: গণনাকেন্দ্রের ১০০ মিটার এলাকায় বিধিনিষেধ জারি

আগরতলা, ৩০ এপ্রিল: আগামী ৪ মে, ২০২৬ পি.এম.-শ্রী ধর্মনগর সরকারি বালিকা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সকাল ৮টা থেকে ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের ভোটগণনা করা হবে। গণনাপর্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার লক্ষ্যে উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক (জেলা নির্বাচন আধিকারিক) ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা ২০২৩-এর ১৬৩ নং ধারা অনুযায়ী গণনাকেন্দ্রের ১০০ মিটার এলাকার মধ্যে কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। এই আদেশ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট এলাকায় ২ চাকার যানবাহন, রিক্সা সহ সমস্ত ধরনের বাহন চলাচলের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এছাড়াও সংশ্লিষ্ট এলাকায় লাঠি, স্টিক, লোহার রড, বাঁশ, পাথর বা অন্যান্য যে কোনও ধরনের বস্তু যেগুলি দিয়ে আঘাত করা যায় এগুলি বহন এবং গণনাকেন্দ্রের ১০০ মিটার এলাকার মধ্যে স্বরবর্ধক যন্ত্র ব্যবহার করে বা ব্যবহার ছাড়া যে কোনও ধরনের জমায়েত, পাবলিক মিটিং, র্যালি করার উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। তবে গণনার কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ, গণনার কাজে নিযুক্ত সি.এ.পি.এফ. পুলিশ ও তাদের ব্যবহৃত যানবাহন, কাউন্টিং এজেন্ট/ সংবাদমাধ্যম। ভারতের নির্বাচন কমিশনের জারি করা বৈধ অনুমতিপত্র প্রাপ্ত ব্যক্তি, নির্বাচনী কাজে নিয়োজিত বিভিন্ন গাড়ির চালক ও ক্লিনার, রুটিন সরকারি কাজে নিয়োজিত কোনও

জিবিপি হাসপাতালে এন্ডোক্রাইনোলজি সুপার স্পেশালিটি পরিষেবা চালু

আগরতলা, ৩০ এপ্রিল: রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও উন্নত করতে ধারাবাহিক পদক্ষেপ গ্রহণ করছে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহার নেতৃত্বে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়ন ও চিকিৎসা পরিষেবা সম্প্রসারণে জোর দেওয়া হচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ ও জিবিপি হাসপাতালে সুপার স্পেশালিটি পরিষেবায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা হয়েছে।

প্রথমবারের মতো হাসপাতালে এন্ডোক্রাইনোলজি বহির্বিভাগে পরিষেবা চালু করা হচ্ছে। নতুন এই পরিষেবার মাধ্যমে হরমোনজনিত বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা এখন থেকে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে পাওয়া যাবে বলে জানানো হয়েছে।

নতুন সূচি অনুযায়ী, প্রতি সোমবার, বুধবার ও শুক্রবার সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত সুপার স্পেশালিটি বিল্ডিংয়ে কার্ডিওলজি বহির্বিভাগে ডাঃ মুকুট রায় পরিষেবা প্রদান করবেন। এছাড়া অন্যান্য কর্মদিবসে তিনি এন্ডোক্রাইনোলজি ও জেনারেল মেডিসিন বিভাগে পরিষেবা দেবেন এবং প্রয়োজনে জরুরি দায়িত্ব পালন করবেন।

অন্যদিকে, কার্ডিওলজি বহির্বিভাগের সংশোধিত সময়সূচি নির্ধারণ করা হয়েছে মঙ্গলবার, বৃহস্পতিবার ও শনিবার (সরকারি ছুটি ব্যতীত) সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত। শনিবারে বিশেষ ক্লিনিক হিসেবে শিশু কার্ডিওলজি এবং পেরিফেরাল আর্টারিয়াল রোগের চিকিৎসা পরিষেবা চালু থাকবে।

এই নতুন ব্যবস্থা আগামী ১১ মে, ২০২৬ থেকে কার্যকর হবে।

আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ ও জিবিপি হাসপাতালের মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট ডাঃ বিধান গোস্বামী এ সংক্রান্ত আদেশে স্বাক্ষর করেছেন।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas